উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সোমনাথের শৌর্যে হিন্দুত্বে শান নমোর ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১১°	২৭°	১১°	২৬°	১১°	২৫°	১২°

কিউবাকে সতর্কবার্তা ট্রাম্পের ৭

৩৫৬ নয়, ভোটে আস্থা সরকারকে উচ্ছেদের ডাক দিয়ে মিছিল শুভেন্দুর ৫

২৭ পৌষ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 12 January 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 234

দশদিন শ্রমিককে আটকে রাখার অভিযোগ

ইটভাটায় নির্মম নির্যাতন

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১১ জানুয়ারি : যতজন শ্রমিক আনার কথা ছিল ততজনকে আনা হয়নি। সেই ‘অপরাধে’ মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে ইটভাটার এক শ্রমিককে ১০ দিন আটকে রেখে নির্মম অত্যাচার চালানোর অভিযোগ উঠল। ঘটনার জেরে ওই শ্রমিক মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন।

বন্দি করে রাখাকালীন তাঁকে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি। তবে কোনওভাবে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে অসমের ধুবড়ি জেলার গৌরীপুর এলাকার বাসিন্দা জিয়ারুল রহমান নামে ওই শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়। শামুকতলা থানার অন্তর্গত ঢালকর গ্রামের একটি ইটভাটার ঘটনা।

পুলিশ এই ঘটনায় ওই ইটভাটার ম্যানেজার বাবন পাল ও সহকারী ম্যানেজার চন্দন বর্মনকে গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার তাঁদের আদালতে তোলা হলে বিচারক দুজনকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠান। ইটভাটার মালিক পলাতক। পুলিশ তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, ‘এক শ্রমিকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা শুরু করে এক ইটভাটার ম্যানেজার এবং সহকারী ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।’ ওই ইটভাটার মালিকের ভাই সুমন পাল বলেন, ‘বাবা অসুস্থ থাকায় তাঁর চিকিৎসার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। শনিবার আমরা খবর পেয়েই ইটভাটায় আসি। কীভাবে কী হল কিছু বুঝতে পারছি না।’

শ্রমিক সরবরাহের বিষয়ে কোচবিহার জেলার জোড়াই এলাকার বাসিন্দা ফরিদুল হক নামে এক ঠিকাদারের সঙ্গে ইটভাটার মালিকের চুক্তি হয়। এজন্য ফরিদুলকে দুই লক্ষ টাকা অগ্রিম হিসেবে দেওয়া হয়। ১৫ জন শ্রমিক পাঠানোর কথা থাকলেও আটজনকে পাঠানো হয় বলে অভিযোগ। জিয়ারুল ওই দলের সর্দার। তাঁর কথায়, ‘ফরিদুল বাকি সাতজন শ্রমিক দিতে পারেননি। ওই ইটভাটায় কাজে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পর আমি বাড়ি যাই। সেই সময় মালিকপক্ষ আমাকে আরও সাতজন শ্রমিককে আনতে বলে। কিন্তু আমি সেই সংখ্যক শ্রমিককে না আনতে পেরেই কাজে যোগ দিই।’ মালিকপক্ষ তাঁর কাছে ফরিদুলকে দেওয়া অগ্রিম টাকা ফেরত চায়। কিন্তু তিনি টাকা দিতে অপারগ বলে জানানোর পরই জিয়ারুলের ওপর অত্যাচার শুরু হয় বলে অভিযোগ।

- ঠিকাদার শ্রমিক কম আনায় ১০ দিন তালাবন্ধ করে রাখা হল আরেক শ্রমিককে
- গোপন ফোনে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে ওই শ্রমিককে উদ্ধার করে
- ইটভাটার দুই ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করে জেল হেপাজতে পাঠানো হয়েছে

তাঁর কথায়, ‘১ জানুয়ারি থেকে আমাকে ওই ইটভাটার অফিসের পেছনের একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। শৌচকর্ম করতে হলে অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করতে হত। তারপর শৌচকর্মের অনুমতি মিলত। তবে সেই সময়টায় আমাকে কড়া পাহারা দেওয়া হত।’ এই পরিস্থিতিতে জিয়ারুল কোনওমতে এক শ্রমিকের কাছ থেকে তাঁর মোবাইল ফোন চেয়ে শামুকতলা রোড পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদককে গোটা ঘটনাটি জানান। তারপর পুলিশ গিয়ে জিয়ারুলকে উদ্ধার করে। শনিবার রাতেই জিয়ারুল ইটভাটার মালিক এবং দুই ম্যানেজার সহ তিনজনের বিরুদ্ধে শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দেন। পুলিশ ওই রাতেই ম্যানেজার এবং সহকারী ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করে।

উদ্ধার করা হলেও জিয়ারুল যেন কোনওমতেই তাঁর দুঃসহ স্মৃতি ভুলতে পারছেন না। তাঁর কথায়, ‘গত ১০ দিন রীতিমতো বন্দিজীবন কাটিয়েছি। ভালোভাবে খাবার জোটেনি। *এরপর দশের পাতায়*

সুরের ভুবন থেকে বিদায় ‘আইডল’ প্রশান্তের

রণজিৎ ঘোষ ও নবনীতা মণ্ডল

শিলিগুড়ি ও নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : ইন্ডিয়ান আইডল প্রশান্ত তামাং আর নেই। গোর্খা আইডলও বটে। ৪৩ বছর বয়সে শেষ হল তাঁর জীবনের জার্নি। গানে এক বিস্ময়-প্রতিভারও মৃত্যু ঘটল রবিবার ভোরে। পাহাড়ে বসবাস নেই অনেকদিন। কিন্তু তিনি বাংলার পাহাড়বাসীর আবেগ। গোর্খা অস্মিতার প্রতীক। আচমকাই তাঁর শেষনিঃশ্বাস পড়ে পাহাড় থেকে অনেক দূরে নয়াদিল্লিতে। জিটিএ চিফ অনীত থাপা জানিয়েছেন, সোমবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামানো হবে প্রশান্তের দেহ। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে দার্জিলিংয়ে। চৌরাস্তায় তাঁর মৃতদেহে শ্রদ্ধা জানাবেন মানুষ।

অনেকদিন আগেই পুলিশের চাকরি ছেড়ে নয়াদিল্লিবাসী হয়েছিলেন প্রশান্ত। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত গানই ছিল তাঁর জীবন। অরুণাচলপ্রদেশে একটি অনুষ্ঠান সেরে দিল্লি ফিরেছিলেন সদ্য। কোনও শারীরিক অসুস্থতা ছিল বলে জানা যায়নি। কিন্তু আচমকা অসুস্থ বোধ করেন রবিবার ভোররাতে। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও প্রশান্তকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

খবর ছড়িয়ে পড়তে সকালের আলো ভালো করে ফোটার আগে স্তব্ধ হয়ে গেল পাহাড়। বিনোদন জগৎও। শুধু তো গান গেয়ে ইন্ডিয়ান আইডল-থ্রি বিজয়ী হননি। নাম করেছিলেন সিনেমাতেও। নেপালি ভাষায় প্রথম ছবি ‘গোর্খা পল্টন’ হলেও লাইমলাইটে এসেছেন ‘পাতাল লোক’ ওয়েব সিরিজে অভিনয় করে। সলমন খান অভিনীত ‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’ নামে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা ছবিটিরও অন্যতম অভিনেতা প্রশান্ত।

শুধু গান বা অভিনয়ের জন্য নয়, পাহাড় রাজনীতির মোড় ঘোরার সঙ্গেও যে জড়িয়ে আছে তাঁর নাম। যদিও নিজে কখনও রাজনীতিতে নাম লেখাননি। পাহাড়ের রাজনীতিতে বিমল গুরুংয়ের *এরপর দশের পাতায়*

শতরান হাতছাড়া করলেও দলের জয়ের ভিত তৈরি করে দিয়ে যান বিরাট কোহলি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের ক্রিকেটে। রবিবার ভদোদরায়।

শাসকের বাহুবলে বন্দি সিতাই

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে সিতাই

ভোটের অঙ্ক

শিবশংকর সূত্রধর ও প্রসেনজিৎ সাহা

সিতাই, ১১ জানুয়ারি : ওকরাবাড়ির রাস্তার ধারে শীতের আগুন ঘিরে বসে ছিলেন পাঁচ মহিলা। সন্ধ্যা নামার আগেই কনকনে হাওয়ার সঙ্গে জমে উঠেছে তাঁদের আড্ডা। আগুনের লালচে আঁচে মুখগুলো কখনও উজ্জ্বল, কখনও ছায়াঘেরা। ঠিক পাশেই টিনের বেড়া আর পাকা মেঝে দেওয়া এক ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল এক কিশোরের পড়ার গলা— ‘নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস...।’ আগুনের ধারে বসেই চড়া গলায় মা নির্দেশ দেন, ‘জোরে জোরে পড়, দূর থেকেও যেন শুনতে পাই’। হয়তো সেই তাগিদেই পড়ুয়ার কণ্ঠ রাস্তা ছুঁয়ে ফেলেছে। সেই উচ্চারণ যেন শুধু পরীক্ষার খাতার জন্য নয়, সিতাইয়ের মানুষের মনের কথাও বলে দিচ্ছিল।

সিঙ্গিমারি নদী সিতাই বিধানসভাকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। ভৌগোলিক মানচিত্রেই এই বিভাজনের শিকড়। মোট ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত বিধানসভা। এর মধ্যে আদাবাড়ি, চামটা, সিতাই-১, সিতাই-২ এবং ব্রহ্মোত্তরচাতরা- এই পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত সিঙ্গিমারি নদীর ওপারে। বাকি বারোটি গ্রাম পঞ্চায়েত নদীর এপারে দিনহাটা ঘেঁষা। সংখ্যার জোরে বরাবরই এপারের মানুষ চাইতেন, বিধানসভার প্রার্থী হোক এপার থেকেই। তবে সময় বদলালেও, অভিযোগ বদলায়নি।

এপারের বাসিন্দাদের ক্ষোভ— সাংসদ থেকে বিধায়ক, সবাই ওপারের। তাই উন্নয়নও নাকি ওপারমুখী। পাকা রাস্তা, পানীয় জল, নানা পরিষেবার ছোঁয়া ওপারেই বেশি। আবার ওপারের মানুষও তেমন সুখে নেই। তাঁদের কথায়, গত পাঁচ বছরে এমন কোনও কাজ চোখে পড়ে না, যাকে সত্যিই উন্নয়ন বলা যায়। ফলে দুই পারের মানুষেরই দীর্ঘশ্বাসে মিশে যায় সেই এক বাক্য, ‘ওপারেই সর্বসুখ।’

কামতেশ্বরী সেতু দিয়েই যেন বিভক্ত সিতাইয়ের রাজনীতি।

কোচবিহার জেলার নয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে তিনটি তৃণমূলের দখলে, তার অন্যতম সিতাই।

এরপর দশের পাতায়

সমায়ের কথা

তৃণমূলের অন্দরমহলে আইপ্যাকের বিষ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘স্ট্রিট ফাইটার’ বলেছেন শমীক ভট্টাচার্য। বিজেপির রাজ্য সভাপতি যে ভুল বলেননি সেকথা সব রাজনৈতিক দলের নেতারা ভালোই জানেন। রাজপথের ধুলোবালি মেখে মমতার রাজনৈতিক লড়াইয়ে তিল তিল করে গড়ে তোলা এক মহীরুহ’র নাম তৃণমূল কংগ্রেস।

সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম থেকে রাইটার্স-মাটি কামড়ে পড়ে থাকার যে জেদ মমতা দেখিয়েছিলেন, যে রাজনৈতিক আবেগ তৈরি করেছিলেন, তার ওপর যান্ত্রিক কর্পোরেট সংস্কৃতির ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট জমানার শেষ লগ্নে সবপক্ষ এক হয়ে রাজ্যকে লাল পতাকার শাসনমুক্ত করতে রাস্তায় নেমেছিল। সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র বিকল্প হিসাবে উঠে এসেছিল মমতার লড়াকু ক্যারিশমার জেরেই। বর্তমানে সেই তৃণমূলের নীতি নির্ধারণ করছে ল্যাপটপে-বন্দি কিছু তরুণ-তরুণীর ‘অ্যালগরিদম’। এখন বকলমে মমতার স্নেহে ও শ্রমে পুষ্ট তৃণমূলের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘আইপ্যাক’ নামক একটি পেশাদার সংস্থা। একদা যে দলের চালিকাশক্তি ছিলেন একদম নীচু স্তরের পোড়খাওয়া নেতা-কর্মীরা, আজ সেই দলেই তাঁদের মতামত, ভাবনা ব্রাত্য। পেশাদার পরামর্শদাতা আর জনবিচ্ছিন্ন ম্যানেজমেন্ট গ্র্যাজুয়েটদের দাপটে পুরোনো কর্মীরা আজ অভিমানী পথচারী।

আইপ্যাক যখন থেকে তৃণমূলের অন্তরাত্মায় প্রবেশ করেছে, তখন থেকেই গণ্ডগোলের শুরু। ঝাঁ চকচকে প্রচার, ছবি, ড্রোন, ক্যামেরার আড়ালে চাপা পড়েছে লক্ষ সমর্থকের অনুভূতি। রাজনীতির আঙিনায় কর্পোরেট ছোঁয়া নতুন কিছু নয়, কিন্তু যখন রণকৌশল নির্ধারণের ভার জননেতাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কোট-প্যান্ট পরা আধুনিক কর্মীদের দেওয়া হয়, তখন সংঘাত অনিবার্য। আইপ্যাক যখন তৃণমূলের দায়িত্ব নিল, তারা স্লোগান দিল ‘দিদিকে বলো’। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর এই চটকদার উপায়টি আপাতভাবে সফল হলেও, এটি আসলে স্থানীয় নেতৃত্বের গুরুত্বকে খর্ব করার এক পরিকল্পিত নীল নকশা ছিল।

এরপর দশের পাতায়

রাজনীতির সুতোয় ঝুলে রবির কেরিয়ার

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : সবরকম চেষ্টা করেও পুরসভার চেয়ারম্যানের চেয়ার ধরে রাখতে পারলেন না রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে প্রথম দিন থেকে যে কয়েকজন নেতা উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের ভিত শক্ত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। দীর্ঘ সময় জেলা সভাপতির দায়িত্ব সামলানো, মন্ত্রিত্ব, রাজ্য কমিটিতে ঠাঁই পাওয়া এবং পরবর্তীকালে পুরসভার চেয়ারম্যান- পদপ্রাপ্তির ঝুলিতে খামতি ছিল না কোনওদিন। রবীন্দ্রনাথ যেমন দলের জন্য অনেক করেছেন, তেমনি দলও তাঁকে কখনও নিরাশ করেনি। কিন্তু ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে রবীন্দ্রনাথের মাথার ওপর থেকে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যানের ছাতাটি সরিয়ে নেওয়া এক অন্য রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এরপর দলে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান কী হবে তা-ই এখন রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষ- সকলের চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ। তাঁর স্পষ্টকথা, ‘আমি দলের অনুগত সৈনিক। দল যখন যা নির্দেশ দিয়েছে সেই নির্দেশ মেনে কাজ করেছি। আপাতত কোচবিহার জেলার ন’টি বিধানসভা আসনের ন’টিতেই জয়লাভ করাই আমার মূল লক্ষ্য।’ জেলা তৃণমূল নেতাদের অনেকেই বলছেন, ক’দিন আগেই দলের জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে বিশেষ সুবিধা করতে না পারায় আপাতত এর বাইরে কিছু বলার উপায় নেই প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর।

এরপর দশের পাতায়

- নাটাবাড়ির হারানো জমি পুনরুদ্ধারে দল রবিকে প্রার্থী করতে পারে
- করলে তা তাঁর রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য লড়াই হয়ে উঠবে
- যদি তিনি ফের পরাজিত হন, তবে তাঁর কেরিয়ারে কার্যত যবনিকা পড়ে যাবে

কিশোরকে ফেলে ‘বেপাত্তা’ বাবা-সৎমা

শনিবার ডুয়ার্স উৎসবে শেষ রাতে ওই খুদেকে একা প্যারেড গ্রাউন্ডে কাঁদতে দেখা যায়। জিজ্ঞাসা করা হলে সে বাবা-মাকে খুঁজে পাচ্ছে না বলে জানায়। তারপর পুলিশ অভিভাবকের খোঁজখবর নিতেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : মেলা ঘোরানোর নাম করে দশ বছরের ছেলেকে ফেলে রেখে ‘বেপাত্তা’ হয়ে গেলেন অভিভাবকরা। সিডব্লিউসি সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার বিকেলে দশ বছরের ওই ছেলেটিকে কাউন্সেলিংয়ের সময়েই তার কথায় সিডব্লিউসি কর্তারা বুঝতে পারেন যে, তাকে মেলায় ফেলে অভিভাবকরা পালিয়ে যান।

শনিবার ডুয়ার্স উৎসবের শেষ দিনে উপচে পড়া ভিড় ছিল। আর সেই সুযোগে নিজের সন্তানকে ছেড়ে অভিভাবকরা চলে যান বলে অভিযোগ। মেলা শেষে ওই খুদেকে একা প্যারেড গ্রাউন্ডে কাঁদতে দেখা যায়। জিজ্ঞাসা করা হলে সে বাবা-মাকে খুঁজে পাচ্ছে না বলে জানায়।

ছবি : এআই

তারপর পুলিশ অভিভাবকের খোঁজখবর নিতেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। ওই নাবালককে সিডব্লিউসি-র মাধ্যমে হোমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সিডব্লিউসি-র চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, ‘মেলার শেষ রাতে দশ বছরের এক নাবালক উদ্ধার হয়। সে এখন হোমে রয়েছে। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।’

পুলিশ ও সিডব্লিউসি সূত্রে জানা গিয়েছে, কুমারগ্রাম থানা এলাকার ওই নাবালকের বাবা ও মা দুজনেই আলাদা সংসার পেতেছেন। সে বাবা ও সৎ মায়ের সঙ্গেই থাকত। শনিবার ডুয়ার্স উৎসবে ঘোরাতে নিয়ে আসেন তাঁরা। আচমকাই অভিভাবকদের দেখতে না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে ওই নাবালক। মেলার বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর করে একসময় হতাশ হয়ে পড়ে। রাতে কুমারগ্রামের বাড়িতে কীভাবে যাবে, তা ভেবেই কান্না জুড়ে দেয়। বিষয়টি নজরে আসতেই পুলিশ তাকে উদ্ধার করে।

প্রাথমিকভাবে ওই নাবালক মেলার ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল বলে মনে করছিলেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। তবে রবিবার ওই নাবালকের কাউন্সেলিংয়ের পর সকলে অবাক হয়ে যান। ওই নাবালককে পরিকল্পিতভাবেই মেলার ভিড়ে ফেলে অভিভাবকরা চলে যান বলে তার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারেন সিডব্লিউসি কর্তারা। ওই নাবালকের কথার সূত্র ধরেই তার অভিভাবকদের খোঁজ পাওয়া যায়। তারপরেই পরিবারের লোকজনকে ডাকা হয়। তবে তাঁরা মেলায় ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি মানতে নারাজ।

নাবালক উদ্ধারের পর কিছু প্রশ্ন সিডব্লিউসি-র কর্তাদের ভাবাচ্ছে। ওই নাবালককে ডুয়ার্স উৎসবে মেলার ভিড়ে ছেড়ে দেওয়া হল কেন, তার উত্তর অভিভাবকদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। এই পরিস্থিতিতে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে তবেই ওই নাবালকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যাবে। তারপরই পরিবারের হাতে কিশোরটিকে তুলে দিতে চাইছেন সিডব্লিউসি কর্তারা।

এরপর দশের পাতায়

প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাব উত্তরে

দ্রুতগতির ট্র্যাক নিয়ে সংশয়

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : বন্দে ভারত স্লিপার বা অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ছুটতে পারে ঘণ্টায় অন্তত ১৬০ কিলোমিটার গতিবেগে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ট্রেনগুলিকে দ্রুতগামী বা সেমি হাইস্পিড করে তুলেছে। তবে উত্তরবঙ্গে যে ট্র্যাক রয়েছে, তাতে ১১০-১৩০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে ট্রেন চালানো অসম্ভব। ফলে বন্দে ভারত স্লিপারের মতো আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধাযুক্ত সেমি হাইস্পিড ট্রেনের পরিষেবা চালু হলেও, গতিতে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াবে এখানকার রেল ট্র্যাক। তবে এখন বড় বাধা অতিরিক্ত স্টপ। এধরনের ট্রেনের ক্ষেত্রে যাত্রাপথে দু-তিনটার বেশি স্টপ থাকার কথা নয়। কিন্তু কামাখ্যা এবং হাওড়ার মাঝে বন্দে ভারত স্লিপারের ১৩টি স্টপ রয়েছে। যে কারণে অনেকেই 'বন্দে ভারত লোকাল' বলে কটাক্ষ করছেন। রেল সূত্রে খবর, ৯৬৬ কিলোমিটার যাত্রাপথে (কামাখ্যা-হাওড়া) বন্দে ভারত স্লিপারের গড় গতি থাকবে ঘণ্টায় ৬৬.৬২ কিলোমিটার।

উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে একের পর এক অত্যাধুনিক ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে অশ্বিনী বৈষ্ণোর মন্ত্রক। যে কারণে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল এলাকায় ট্র্যাকের পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। বর্তমানে এখানে যে রেললাইন বা ট্র্যাক রয়েছে, তাতে ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন ছুটতে পারে। জায়গা বিশেষে অবশ্য গতি ১৩০ কিলোমিটার হতে পারে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে সবমিলিয়ে প্রায় সাতশো কিলোমিটার রেললাইনে ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চলতে পারে। তবে জঙ্গল রুটে বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষার জন্য অবশ্য গতির বিধিনিষেধ রয়েছে।

বন্দে ভারত স্লিপার, অমৃত ভারত এক্সপেস সহ ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় ট্র্যাক পরিবর্তনের কাজ শুরু করেছে রেল। অন্তত ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার গতিতে যাতে ট্রেন ছুটতে পারে, সেই কাজ শুরু হয়েছে। দ্রুতগতির ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে ট্র্যাক সুরক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, একই ট্র্যাকে একাধিক ট্রেন না চালানো, সাধারণ মানুষের রেললাইন ধরে চলা বা পারাপার বন্ধ করা, গবাদিপশু বা যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। যদিও বর্তমানে যে ট্রেন তৈরি করা হচ্ছে, তাতে কবচ থাকছে। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্যই বন্দে ভারত স্লিপারের গতি ক্ষমতা ঘণ্টায় ১৮০ কিলোমিটার। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম আশিফ আলি বলছেন, 'এখন থেকে দ্রুতগতির অত্যাধুনিক একাধিক ট্রেনের পরিষেবা পাবেন যাত্রীরা। এখন অবশ্য ট্রেনগুলি প্রয়োজন ভিত্তিক ঘণ্টায় ১১০ থেকে ১৩০ কিলোমিটার গতিতে ছুটতে পারবে।'

রেল সূত্রে খবর, অত্যাধুনিক দ্রুতগতির ট্রেন চলাচলের কথা মাথায় রেখে ধাপে ধাপে রেল ট্র্যাকের উন্নয়ন ও সুরক্ষার কাজ শুরু করা হয়েছে। কয়েকটি পর্যায়ে এই কাজ করা হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে ট্রেনগুলি ঘণ্টায় যাতে ১৪০-১৫০ কিলোমিটার গতিতে চলতে পারে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক রেলকর্তার বক্তব্য, 'দ্রুতগতির ট্রেন চালানোর জন্য উন্নত ট্র্যাক বসানোর কাজ চলছে। তৃতীয় ও চতুর্থ রেল ট্র্যাক তৈরি হলে ট্রেনের সংখ্যা যেমন বাড়বে, তেমনই বৃদ্ধি পাবে গতি।'

১৭ জানুয়ারি ছয়টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করবেন তিনি। যার মধ্যে দুটি অমৃত ভারত চলবে আলিপুরদুয়ার থেকে। বাকিগুলির মধ্যে দুটি নিউ জলপাইগুড়ি জংশন, একটি রাধিকাপুর ও অন্যটি বালুরঘাট থেকে চলবে। ১৮ জানুয়ারি গুয়াহাটি থেকে আরও দুটি অমৃত ভারতকে সবুজ পতাকা দেখানোর কথা রয়েছে।

- বন্দে ভারত স্লিপার বা অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ছুটতে পারে ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার গতিবেগে
- উত্তরবঙ্গের ট্র্যাকে ঘণ্টায় ১১০ থেকে ১৩০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে ট্রেন চালানো অসম্ভব
- ট্রেনগুলিকে ঘণ্টায় ১৪০-১৫০ কিলোমিটার গতিতে চালানোর পরিকল্পনায় পরিবর্তিত হচ্ছে ট্র্যাক

> উন্নত ট্র্যাক বসানোর কাজ চলছে। তৃতীয় ও চতুর্থ রেল ট্র্যাক তৈরি হলে ট্রেনের সংখ্যা যেমন বাড়বে, তেমনই বৃদ্ধি পাবে গতি।
>
> -আশিফ আলি সিনিয়ার ডিসিএম, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল, আলিপুরদুয়ার ডিভিশন

সৌন্দর্যায়নে বসছে ফাইবারের চৈতন্য মূর্তি। স্টেশন সংলগ্ন পার্কে। রবিবার।

উদ্বোধনের প্রস্তুতি

মালদা স্টেশনে চৈতন্যের ছোঁয়া

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১১ জানুয়ারি : হাতে আর মাত্র পাঁচদিন। আগামী ১৭ জানুয়ারি মালদায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর সফরের প্রাক্কালে নতুন রূপে সেজে উঠছে মালদা টাউন স্টেশন চত্বর। রাতদিন চলছে কাজ। এই মুহূর্তে মালদা টাউন স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার কাজও চলছে জোরকদমে। স্টেশনে প্রবেশের মুখে রয়েছে একটি বিশাল পার্ক। এই পার্কেই বসছে ফাইবারের তৈরি চৈতন্যের মূর্তি। এছাড়াও বাঁকুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া আর নানা ধরনের মূর্তিতে পার্কটি সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। এদিকে রবিবার রাতে টাউন স্টেশন চত্বরে গিয়ে দেখা গেল, গোটা এলাকার রাস্তায় নতুন করে পিচের প্রলেপ পড়ছে। এছাড়া পুরো এলাকা আলো দিয়ে সাজানো হচ্ছে। পার্কের কাজ শেষ করতেও ব্যস্ত কয়েকজন শ্রমিক।

মালদা টাউন স্টেশনের ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখা গেল, সেখানেও কাজ চলছে। দুই প্ল্যাটফর্মের মেঝেতে বেশ কিছু জায়গায় টাইলস পালটানো হচ্ছে। কোথাও পড়ছে রংয়ের প্রলেপ। আর সেখানে দাঁড়িয়েই কাজকর্ম তদারকি করছেন রেলকর্তারা। পাশাপাশি জানা গিয়েছে, আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে মালদায় পৌঁছে যাবে স্লিপার বন্দে ভারতের দুটি রেক। সেগুলি ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে। তাই ১৫ থেকে ১৭ জানুয়ারি এই দুই প্ল্যাটফর্ম থেকে কোনও ট্রেন চলাচল করবে না। রবিবার পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের জনসংযোগ আধিকারিক রসরাজ মাজি বলেছেন, 'ইতিমধ্যে কাটিহার থেকে স্লিপার বন্দে ভারত মালদার দিকে আসতে শুরু করেছে। এলেই আমরা জানিয়ে দেব। আগামী ১৭ জানুয়ারি স্লিপার বন্দে ভারতের উদ্বোধন। আর তার আগেরদিনই অর্থাৎ ১৬ জানুয়ারি মালদায় এসে পৌঁছাবেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো।'

রবিবার সন্ধ্যায় হাওড়াগামী কাটিহার এক্সপ্রেস ধরতে এসেছিলেন মালদা শহরের মকদুমপুরের বাসিন্দা সুজিত দাস ও তাঁর পরিবার। সুজিত পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে চৈতন্য দেবের মূর্তির ছবি তুলছিলেন। প্রশ্ন করতেই বললেন, 'চৈতন্য দেবের মূর্তি অনেক আগেই বসানো উচিত ছিল। শান্তিনিকেতন বলুন কিংবা কালীঘাট স্টেশন, সব জায়গাতেই সেই এলাকার বিশেষত্ব নিয়ে ছবি আঁকা রয়েছে বা মূর্তি রয়েছে। কিন্তু মালদায় এতদিন তা ছিল না। চৈতন্য দেবের পদার্পণে আমাদের জেলা সমৃদ্ধ হয়েছিল। তাই এই মূর্তি এখানে বসানো অত্যন্ত বাস্তবসম্মত।' অন্যদিকে স্টেশনে আসা অপর এক যাত্রী প্রসেনজিৎ কর্মকারের আবার মন্তব্য, 'শুনেছি প্রধানমন্ত্রী স্টেশনে আসবেন। তাই এত সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। চৈতন্য দেবের মূর্তি বসেছে দেখলাম। কিন্তু তার সঙ্গে টেরাকোটার মূর্তি কেন বসছে? বেশি ভালো হত, যদি দেখতাম মালদার গম্ভীরার মুখোশ দিয়ে স্টেশন সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। গম্ভীরাকে আমজনতার সামনে তুলে আনার এটাই বড় সুযোগ ছিল।'

বিকশিত ভারতে মালদার সামরিন

মালদা, ১১ জানুয়ারি : বিকশিত ভারত ইয়াং লিডার ডায়ালগে সুযোগ পেয়ে নজির গড়লেন মালদা কলেজের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী সামরিন। প্রথমে কলেজ স্তর, তারপর জোন এবং পরবর্তীতে জাতীয় স্তরে ভালো ফল করার সুবাদে এই সুযোগ। মালদা কলেজ সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের পড়ুয়ারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। সমস্ত বিভাগে ভালো ফল করার সুবাদেই সামরিন গড়তে পেরেছেন নজির। মালদা কলেজের অধ্যক্ষ মানসকুমার বৈদ্য বলেন, 'সামরিন এনএসএস ইউনিটের ছাত্রী। নিজের প্রতিভাকে তুলে ধরে এবার প্রধানমন্ত্রীর সামনে নিজের বক্তব্য তুলে ধরবে।'

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে দিল্লিতে ১০ জানুয়ারি শুরু হওয়া বিকশিত ভারত ইয়াং লিডার ডায়ালগ শেষ হচ্ছে ১২ জানুয়ারি। আগামীতে বিকশিত ভারতের অধীনে কী হতে পারে দেশের নীতি, বিকশিত ভারতে যুবসমাজ বা পড়ুয়াদের ভূমিকা কী হবে, সেই সংক্রান্ত মতামত রাখবেন এখানে অংশগ্রহণকারী পড়ুয়ারা। সামরিন তাঁর বক্তব্য রাখবেন বিকশিত ভারতে দেশের যুব ও মেয়েদের ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়ে। টেলিফোনে সামরিন বলেন, 'এই সুযোগ পেয়ে আমি খুশি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করেছে।'

বালুরঘাট শহরে ৩৬তম ফুলমেলার শেষ দিনে ছবি বন্দিতে ব্যস্ত খুদে। রবিবার। -মাজিদুর সরদার।

প্রতিদ্বন্দ্বীর লাশ দেখতে এল দাঁতাল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১১ জানুয়ারি : যেন মেরেও শান্তি নেই!

এক রাত আগেই প্রেমের পথ থেকে কাঁটা উপড়ে ফেলেছিল সুলকাপাড়ার 'মস্তান'। এরপর সঙ্গিনী সহ গা-ঢাকা দেয় সে। তবে 'জব পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া?' লুকিয়ে থাকা যে তার স্বভাব নয়, তাই স্পষ্ট করে এলাকায় ফিরল প্রেমিক দাঁতাল। ফেরা মানে শুধু ফেরা নয়। রীতিমতো এলাকায় রেইকি করে, ঢুঁ মেরে গিয়েছে আগের রাতের অকুস্থলে। চাক্ষুষ করে গিয়েছে সাফাঝোরার জলাশয়ের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বীর লাশ। বনকর্মীরা জানাচ্ছেন, শুধু রাতে নয়। রবিবার সকালেও ওই দাঁতালকে দেখা গিয়েছে সুলকাপাড়া লাগোয়া খেরকাটার জঙ্গলে। এমনকি, খেরকাটা গ্রামের রাস্তাও পার হয়েছে সে।

এদিকে রবিবার ময়নাতদন্তের পর মৃত মাকনা হাতির দেহ সৎকারের কাজ শুরু করেছে বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জ। বিশাল বড় গর্ত খুঁড়ে তার ভেতরে দাহ করা হচ্ছে প্রয়াত প্রেমিক গজরাজের দেহ। অন্ত্যেষ্টি শেষ হতে অন্তত ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগবে বলে বনকর্তারা জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তে নেমেছেন বন আধিকারিকরা। খেরকাটার জঙ্গলে একপাল হাতি এখন ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে বলে খবর। তবে দাঁতালটি সেই পালের সদস্য কি না, তা নিয়ে নিশ্চিত নয় বন দপ্তর।

হস্তী বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ময়নাতদন্তে মৃত মাকনার সারা দেহে অসংখ্য দাঁত দিয়ে আঘাতের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তাঁদের অনুমান, ঘাতক হাতিটি দাঁত দিয়েই হামলা চালিয়েছিল। তবে সম্ভবত মাকনা হাতি তার দাঁতের নাগাল পায়নি। আর সেটাই কাল হয়ে দাঁড়ায় তার জন্য। ওই আঘাতের ফলেই মৃত্যু হয় মাকনার। এদিকে বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞরা আরও জানাচ্ছেন, সঙ্গিনী দখলে হাতির লড়াই মোটেই নতুন ঘটনা নয়। এমনকি, রবিবার খুনে দাঁতালের এলাকায় ফেরাও যথেষ্ট স্বাভাবিক বলে দাবি তাঁদের। একবার জয়ী হলে এভাবেই গর্ব জাহির করে জঙ্গলের বাসিন্দারা। তবে সাধারণত, হার অবশ্যম্ভাবী বুঝলে রণে ভঙ্গ দিয়ে এলাকা ছাড়ে দুর্বল বুনো। কেন এক্ষেত্রে আহত মাকনা পালাল না? কেন শেষ পর্যন্ত লড়াই করে মারা গেল সে? এইসব প্রশ্নই এখন ভাবাচ্ছে প্রাণীবিদদের।

সুলকাপাড়ার জঙ্গলে সৎকার করা হচ্ছে মৃত মাকনার দেহ। রবিবার।

ধৃত ২

মালদা, ১১ জানুয়ারি : ইংরেজবাজারের পিয়াসবাড়ি এলাকার একটি বাড়িতে হানা দিয়ে দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৪২৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও নগদ ২ লক্ষ টাকা।

অ্যাফিডেভিট

আমি শুক্লা লাহিড়ী, স্বামী অলোক লাহিড়ী, C/o-অমিত চক্রবর্তী, পাটাকুড়া কালীবাড়ি, ওয়ার্ড নং-১৮, থানা-কোতয়ালী, পো+জেলা-কোচবিহার-৭৩৬১০১, গত ০৯/০১/২৬-এ J.M. 1st class সদর, কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে অনিন্দিতা লাহিড়ী ওরফে শুক্লা ব্যানার্জী-এর বদলে সর্বত্র শুক্লা লাহিড়ী নামে পরিচিত হলাম। শুক্লা লাহিড়ী ও শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে অনিন্দিতা লাহিড়ী ওরফে শুক্লা ব্যানার্জী-সকলেই একই ব্যক্তি।

•

আমি SRI BABUL DAS পিতা সুধাংশু দাস বেংকান্দি, ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি গত 23.6.2015 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট [নং 14860] বলে BABUL DAS ও MANA DAS একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (S/C)

•

আমি MD ISLAM HOQUE, D.O.B-15/09/1972 S/o Samtul SK, Vill+P.O-Bamangram, P.S-Kaliachak, Dist-Malda, Pin-732206 আমার একটি Electrick Board Paper, No-20201710402380, আমার নাম ISLAM HOQUE S/o Mr Samtul SK, D.O.B-07/03/1965 থাকায় ও আর একটি Electrick Board Paper No-20201710204261, আমার নাম MD ISLAM HOQUE, S/o Md Samtul Shaike, D.O.B-07/03/1965 থাকায় গত 10/12/2025-এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম MD ISLAM HOQUE, S/o Samtul SK ও D.O.B-15/09/1972 করা হলো। (C/119973)

Block Development Officer, Alipurduar - I Dev. Block invites tender from the bonafide contractor for development works vide - N.I.e.T. No. **WB/APD-I/BDO-ET/19/2025-2026. Dt. 10.01.2026** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

বিক্রয়

Hakimpara, Santi More, self owned house 2nd floor & 3rd floor for sale with roof right & garage 43 lakhs/floor (negotiable). (M) 8588808191

কর্মখালি

রেস্টুরেন্টের বাসন-ধোয়া-মাজার জন্য ছেলে চাই। বেতন-১০০০০/-+থাকা-খাওয়া ফ্রি। ঠিকানা: শিলিগুড়ি। ফো.9832206061

হারানো প্রাপ্তি

অর্পিতা দেবনাথ, আমার OBC Card No-WB2001OBC 201800409 হারিয়ে গেছে। কেউ পেয়ে থাকলে 7074142212 নম্বরে যোগাযোগ করুন। (P/S)

LABOUR FOR BAKERY

Bakery manufacturing Company, NEEDS LABOUR for its Siliguri unit. Salary Rs.14,000/month. Contact: 9593739822, 9641732263.

অ্যাফিডেভিট

আমি SIMA SAHA- আমার সঠিক D.O.B. 6/3/1983 আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে ভুলবশত D.O.B. 6/3/1989 থাকায় গত ইংরেজি 09/1/2026 তারিখে জলপাইগুড়ি J.M. 1st class কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার সঠিক D.O.B. 06/3/1983 বলে বিবেচিত হইল। নেতাজী পাড়া, ওয়ার্ড নং-14 ধূপগুড়ি। (A/B)

•

আমি নুরুল ইসলাম মণ্ডল, পিতা মৃত সুকুর আলি মণ্ডল, গ্রাম-দামোদরপুর, পোঃ গোবিন্দপুর, থানা-কুমারগঞ্জ, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর। আধার কার্ডে নাম রয়েছে নুরুল ইসলাম মণ্ডল। কিন্তু মোহনা গ্রাম পঞ্চায়েতের খাজনা (TAX) পরিশোধের রশিদে ও ২০০২ সালের কুমারগঞ্জ বিধানসভার ভোটার তালিকায় (পার্ট নং-১৬৪, ক্রমিক নং-৬১৩) আমার নাম রয়েছে নুর মোহাম্মদ মণ্ডল এবং আমার স্ত্রীর নাম রয়েছে ছবেদা বিবি (ক্রমিক নং-৬১৪)। আমার ভোটার কার্ড নং IUS2099380 এর স্থলে পুরানো এপিক কার্ডে নং-রয়েছে WB/06/037/489268। এমতাবস্থায় বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (1st Class) এর অ্যাফিডেভিট বলে গত 22.12.2025 নুরুল ইসলাম মণ্ডল ও নুর মোহাম্মদ মণ্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। বর্তমানে আমি নুর মোহাম্মদ মণ্ডলের জায়াগয় আমার প্রকৃত নাম নুর ইসলাম মণ্ডল সর্বত্র ব্যবহার করতে চাই।

Block Development Officer, Alipurduar - I Dev. Block invites tender from the bonafide contractor for development works vide - N.I.e.T. No. **WB/APD-I/BDO-ET/19/2025-2026. Dt. 10.01.2026** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

DHUPGURI MUNICIPALITY
AMADER PARA AMADER SAMADHAN'25
ENIT NO. & ID
WBMAD/DHUPGURI/61/2025-26 (3rd Call)
2026_MAD_5007557_1
WBMAD/DHUPGURI/68/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_5007579_1
2026_MAD_5007579_2
WBMAD/DHUPGURI/83/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_5007588_1
WBMAD/DHUPGURI/85/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_5007592_1
2026_MAD_5007592_2
WBMAD/DHUPGURI/86/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_5007659_1
WBMAD/DHUPGURI/89/2025-26 (2nd Call)
2026_MAD_5007667_1
Sd/- Administrator Dhupguri Municipality

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ সকাল সন্ধ্যা, দুপুর ১.০০ হাঙ্গামা, বিকেল ৪.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, সন্ধে ৭.৩০ রাখী পূর্ণিমা, রাত ১০.৩০ কেলোর কীর্তি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ ত্যাগ, দুপুর ১.০০ ফাইটার : মারবো নয় মরবো, বিকেল ৪.০০ বাদশা : দ্য কিং, সন্ধে ৭.০০ সাথী, রাত ১০.০০ রাখে হরি মারে কে

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কোমল গান্ধার

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রাজু আঙ্কল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মনের মানুষ

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.৩০ অহংকার, দুপুর ২.১০ মেহরবাঁ, বিকেল ৫.০৪ ইজ্জত কি রোটি, সন্ধে ৭.৫০ বীরগতি, রাত ১১.১৬ জুনুন

স্টার গোল্ড : বেলা ১১.২৪ লক্ষ্মী, দুপুর ১.৪৮ হাউসফুল-ফাইভ, বিকেল ৫.০০ মাওয়ালিরাজ, সন্ধে ৭.৫০ হাউসফুল-ফোর, রাত ১০.৩৬ পাওয়ার আনলিমিটেড-টু

স্টার গোল্ড টু : দুপুর ১.১২ স্ত্রী, বিকেল ৪.০৫ লাইগার

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : বেলা ১১.৩১ হেলিকপ্টার ইলা, দুপুর ১.৩৪ যুগ যুগ জিও, বিকেল ৩.৫৮ মাউলি, সন্ধে ৬.০০ টিসুম, ৭.৫৯ ভুজ, রাত ৯.৪৯ মস্তি

রাখী পূর্ণিমা সন্ধে ৭.৩০ জলসা মুভিজ

পৌষ-পার্বণ পর্ব

পাভলোভা চিকেন পিঠে এবং পীচ সুন্দরী তৈরি শেখাবেন রাত্রী রায়। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

জি সিনেমা : দুপুর ১২.২৯ মিস্টার জু কিপার, ২.৩০ বেবি জন, বিকেল ৪.৪৩ সুরয়া দ্য সোলজার, সন্ধে ৭.৫৯ ওয়ান্টেড, রাত ১০.৪৫ দবং-থ্রি

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.৫৬ কচ্চে ধাগে, দুপুর ১২.৫৪ সপনে সজন কে, বিকেল ৪.০১ ঘরওয়ালি বাহারওয়ালি, সন্ধে ৬.৫০ বেটা, রাত ১০.০৫ জুড়ওয়া

মাউলি বিকেল ৩.৫৮ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক সমস্যায় জেরবার হওয়ার সম্ভাবনা। লটারিতে আজ অর্থপ্রাপ্তির যোগ। বৃষ : আর্থিক উন্নতির সঙ্গে বৈষয়িক উন্নতির সম্ভাবনাও বাড়বে। সর্দি, কাশি ও বাতের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। ধর্মচর্চায় মানসিক চাপ কমবে। মিথুন : সম্পত্তি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। কর্কট : সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তির খবরে নিশ্চিন্ত হবেন। অফিসকর্মীদের পদোন্নতির খবর পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সামান্য মন্দা। সিংহ : আপনার উদ্ধত আচরণের কারণে বাড়িতে অশান্তি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। চটজলদি সিদ্ধান্তের কারণে আর্থিক ক্ষতি। কন্যা : অলসতার কারণে আজ বড় সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। কথাবার্তায় সংযমের অভাবে কর্মক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। তুলা : স্ত্রীর উপস্থিতবুদ্ধির বলে আজ বড় সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। বৃশ্চিক : বিদেশি কোনও কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। জনকল্যাণমূলক কাজে সামাজিক সম্মান প্রতিপত্তি বাড়বে। ধনু : বাড়ি সংস্কার নিয়ে আর্থিক চিন্তায় মানসিক চাপ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সমধুর ব্যবহারের কারণে পদোন্নতির সম্ভাবনা। মকর : কুচক্রী আত্মীয়ের কারণে সমসারে ঝামেলা লেগে থাকবে। কর্মপ্রার্থীরা আজ দারুণ খবর পেতে পারেন। কুম্ভ : বেফাঁস কথাবার্তায় বন্ধুমহলে অসম্মানিত হওয়ার সম্ভাবনা। মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। মীন : আজ একাধিক সূত্রে অর্থলাভের সম্ভাবনা। পুরোনো কোনও বন্ধুর সহযোগিতায় ভালো চাকরিপ্রাপ্তির যোগ। প্রেমে মান-অভিমান থাকবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ২২ পৌষ, ১২ জানুয়ারি, ২০২৬, ২৭ পুহ, সংবৎ ৯ মাঘ বদি, ২২ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৬। সোমবার, নবমী দিবা ২।১৭ স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ১০।৫৩ ধৃতিযোগ রাত্রি ৮।২৩। গরকরণ দিবা ২।১৭ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৩।১৬ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ১০।৫৩ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-দোষ নাই, রাত্রি ১০।৫৩ গতে দ্বিপদদোষ। যোগিনী-পূর্বে, দিবা ২।১৭ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৭।৪৫ গতে ৯।৬ মধ্যে ও ২।২৬ গতে ৩।৪৬ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।৬ গতে ১১।৪৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ২।১৭ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৮।২৩ গতে পুনর্যাত্রা নেই। শুভকর্ম-দিবা ২।১৭ গতে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ ধান্যবৃদ্ধিদান বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও দশমীর সপিণ্ডন। স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব দিবস। মাস্টারদা সূর্য সেনের প্রয়াণ দিবস। শিক্ষাবিদ ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রয়াণ দিবস। জাতীয় যুব দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৮ মধ্যে ও ১০।৪৪ গতে ১২।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৪ গতে ৮।৫০ মধ্যে ও ১১।২৪ গতে ২।৫১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা, ৩।৯ গতে ৪।৩৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

চরতোর্ষায় দ্রুত পাকা সেতু নির্মাণ শেষ করার দাবি

১৩ ঘণ্টা ট্রাক আটকে, যানজট

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১১ জানুয়ারি : শনিবার রাত এগারোটা নাগাদ ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কের চরতোর্ষা ডাইভারশনে বিকল হয়ে যায় এক পণ্যবাহী ট্রাক। ওই ট্রাকটি যখন সারাই করার কাজ শেষ হল, তখন রবিবার দুপুর বারোটা বাজে। দীর্ঘ ১৩ ঘণ্টা ট্রাকটি আটকে থাকায় দফায় দফায় যানজট হয় চরতোর্ষা ডাইভারশনে। অবশেষে আলিপুরদুয়ার থেকে গ্যারাজকর্মীরা এসে বিকল ট্রাকটি সারাই করেন। তারপর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

দিনকয়েক আগেই একইরকমভাবে ওই ডাইভারশনে একটি ডাম্পার ফেঁসে যাওয়ায় পাঁচ ঘণ্টা যানজট হয়েছিল। তবে এবার দ্বিগুণ ভোগান্তি হয়েছে। পথচলতি মানুষ থেকে শুরু করে পিকনিকের বেশ কিছু গাড়িও যানজটে আটকে পড়ে। ডাইভারশনে নজরদারির দায়িত্বে থাকা সিভিক ভলান্টিয়াররা সাধ্যমতো যানজট কাটাতে চেষ্টা চালিয়ে যান। এই পরিস্থিতিতে চরতোর্ষায় দ্রুত পাকা সেতুর কাজ শেষ করার দাবি উঠেছে।

ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কের চরতোর্ষা ডাইভারশন।

গত বছর বর্ষার পর থেকে চরতোর্ষা নদীর উপর মহাসড়কের দুটি পাকা সেতুর কাজ জোরকদমে শুরু হয়েছে। দুই সেতুর পিলার তৈরির কাজ শেষ। এখন পিলারের উপর কংক্রিটের গার্ডার বসানো হচ্ছে। তবে স্থানীয়দের দাবি, মাঝেমধ্যেই সেতুর কাজ বন্ধ থাকে। কাজ চলে ঢিমেতালে। স্থানীয় মুকুল বর্মন বলেন, 'এই চরতোর্ষা ডাইভারশন নিয়ে আট বছর ধরে আমরা ভোগান্তি পোহাচ্ছি। এতদিন বর্ষাকালে জলের ধাক্কায় ডাইভারশন ভেঙে ভোগান্তি হত। যাতায়াত বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু এবার শীতকালেও মাঝেমধ্যে ডাইভারশনে গাড়ি ফেঁসে যাচ্ছে। কখনও গাড়ি বিকল হচ্ছে। এজন্য যানজট হচ্ছে। তাই দ্রুত পাকা সেতুর কাজ শেষ করতে হবে।' একই দাবি রমেশ দাস, বিকাশ দাসদের। যদিও মহাসড়কের সাইট ইনচার্জ বিজয় গুপ্তা বলেন, 'চরতোর্ষায় কাজে কোনও ঢিলেমি হচ্ছে না। ধাপে ধাপে পাকা সেতুর কাজ এগোচ্ছে। এবার বর্ষার আগেই একটি সেতু চালু হয়ে যাবে।'

- শনিবার রাত ১১টা নাগাদ চরতোর্ষা ডাইভারশনে বিকল হয়ে যায় একটি ট্রাক
- ট্রাক সারাই শেষ হয় রবিবার দুপুর ১২টায়
- দীর্ঘ ১৩ ঘণ্টা ট্রাকটি আটকে থাকায় দফায় দফায় যানজট হয় চরতোর্ষা ডাইভারশনে

শনিবার রাতে ফালাকাটায় প্লাইবোর্ডের পণ্য নিয়ে আলিপুরদুয়ারের দিকে যাচ্ছিল ওই ট্রাকটি। চালক রমেশ শর্মা বলেন, 'এই রাস্তায় ঢুকেই ভুল করেছি। ঘোকসাডাঙ্গা, পুণ্ডিবাড়ি হয়ে গেলে বিপদ হত না। ডাইভারশনে এসে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। রাত এগারোটা থেকে গাড়িতেই ছিলাম। এভাবেই গোটা রাত কেটে যায়।' রাতে ঘন কুয়াশা থাকলেও, তার মধ্যেও ওই সড়কে প্রচুর যানবাহন চলাচল করে।

ডাইভারশনের পূর্ব প্রান্তে ট্রাকটি বিকল অবস্থায় ছিল। আর ওই প্রান্তেই ডাইভারশনের শুরুতে রয়েছে বড় একটি বাঁক। এজন্য ডাইভারশনে ওঠানামার ক্ষেত্রে অন্য গাড়ির চালকদের ভীষণ সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। ডাইভারশন পুরোপুরি সিঙ্গল রোড। তাই দুই পাশ থেকে গাড়ি মুখোমুখি হয়ে গেলেই ওই ট্রাকের কারণে যানজট তৈরি হচ্ছিল।

রবিবার সকাল থেকেই পণ্যবাহী গাড়ি, যাত্রীবাহী বাস, টোটো, অটোর মতো গাড়ি চলাচল শুরু হয়। মহাসড়কের কাজের ডাম্পারও যাতায়াত করতে থাকে। তাই দিনেরবেলা দফায় দফায় যানজট লেগে যায়।

ফালাকাটার উত্তর দেওগাঁওয়ে পাড় ভাঙছে মুজনাই নদী। -সংবাদচিত্র

রাস্তার কাজের সূচনায় ব্রাত্য সাংসদ

মাদারিহাট, ১১ জানুয়ারি : মাদারিহাট বাসস্ট্যান্ডের কাছে রাজ্য সড়ক থেকে মুজনাই চা বাগান পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার পাকা রাস্তার সংস্কারকাজের সূচনা অনুষ্ঠান হল রবিবার। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অর্থে মেরামত করা হবে রাস্তাটি। তবে এদিন সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে ডাক পাননি আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা। অথচ তৃণমূল কংগ্রেসের ছোট-বড় সব নেতাই উপস্থিত ছিলেন। মনোজের বক্তব্য, তাঁকে কিছুদিন আগে বলা হয়েছিল রাস্তার কাজের শিলান্যাস হবে। কিন্তু কোনও তারিখ জানানো হয়নি।

এই রাস্তাটি মুজনাইয়ের লাইফলাইন নামেই পরিচিত। দীর্ঘদিন মেরামতের অভাবে যাতায়াত করা কঠিন হয়ে পড়েছিল মুজনাই চা বাগান সহ মধ্য খয়েরবাড়ি, ছেকামারি ও প্রধাননগরের বাসিন্দাদের। তবে এই রাস্তার উপর মধ্য খয়েরবাড়ি বর্মনপাড়ায় বিশ্রামঝোরার উপর সেতু মেরামতি আজ পর্যন্ত করা হল না। অথচ দু'বছর আগে অর্থ অনুমোদন হয়েছিল। স্থানীয় রাজেশ সাউ বলেন, 'সেতুও দ্রুত মেরামত করলে ভালো হয়।'

৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকায় বিটুমেন দিয়ে মেরামত করা হবে রাস্তাটি। মুজনাই চা বাগানের সীমানা পর্যন্ত যাবে এই রাস্তা। মার্চের মধ্যেই শেষ হবে কাজ।

আলোচনা সভা

কামাখ্যাগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : রবিবার কামাখ্যাগুড়ি ঘোড়ামারা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে কুমারগ্রাম ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন কুমারগ্রাম ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি অরুণা লাকড়া, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলি লামা প্রমুখ।

অন্যদিকে, পানীয় জল পাম্প অপারেটর কর্মী ইউনিয়নের আলিপুরদুয়ার শাখার তরফে রবিবার বিবেকানন্দ কলেজে আলোচনা সভা হয়। মূলত কর্মীদের বকেয়া বেতন ও আগামী কর্মসূচি নিয়ে সভায় আলোচনা হয়।

১০ দিনে নদীগর্ভে আধ বিঘা আলুখেত

পৌষেও পাড় ভাঙছে মুজনাই

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১১ জানুয়ারি: আষাঢ়, শ্রাবণ নয়। ফালাকাটার দেওগাঁওয়ে পৌষ মাসেও পাড় ভাঙছে মুজনাই নদী। উত্তর দেওগাঁওয়ে লকিয়তউল্লাহ হাটের কাছে একাধিক জায়গায় শুখা মরশুমেও ভাঙন চলছে। মাসখানেক আগে থেকে হঠাৎ করেই নদীভাঙনের মাত্রা বেড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা জাহাঙ্গির আলমের আধবিঘা জমি দশদিনের মধ্যে নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। শনিবার জাহাঙ্গির বলছিলেন, 'এসময় নদী এভাবে পাড় ভাঙবে ভাবতেও পারিনি। দেড় মাস আগে আলুবীজ বপন করেছিলাম। তবে বীজ বপনের কিছুদিন পর থেকে নদী পাড় ভেঙে পূর্বদিকে সরে আসতে শুরু করে। দশদিনের মধ্যে আধবিঘা জমি আলু সহ নদীগর্ভে হারিয়ে গেল।'

মোট ১১ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছেন জাহাঙ্গির। এর মধ্যে সাড়ে তিন বিঘা নদীর পাড়ে। আলুর চেয়ে জমি রক্ষা নিয়েই এখন বেশি চিন্তায় জাহাঙ্গির। অবশ্য ওই এলাকায় একাধিক জায়গায় মুজনাই নদীর পাড়ভাঙন রোধে পাড়বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। নদীর পূর্ব তীরে দেওগাঁও এবং পশ্চিম তীরে জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পাড়বাঁধ তৈরি করেছে সেচ দপ্তর। জাহাঙ্গিরের কথায়, 'দেওগাঁও এলাকায় পাড়বাঁধটি আরও কমপক্ষে তিনশো মিটার সম্প্রসারিত করা দরকার। এলাকায় গিয়ে দেখা গিয়েছে, মুজনাই নদী ক্রমেই পূর্বদিকে এগিয়ে কৃষিজমিতে ধাক্কা মারছে। নদীতে এখনও অনেকটাই জল রয়েছে। স্রোতের ধাক্কায় নদীতে ভেঙে পড়ছে মাটির বড় বড় চাঙড়।'

জাহাঙ্গিরের মন্তব্য, 'অনেক প্রতিশ্রুতি মিলেছে, কিন্তু পাড়বাঁধ তৈরি হল না।' পাড়বাঁধ তৈরি করা না হলে সেগুন গাছের বাগানও নদীগর্ভে হারিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা সাকালু বর্মনের। তাঁর কথায়, 'নদীর পাড়ে আমার ৫ বিঘা জমি রয়েছে। অনেকবার পাড়বাঁধ তৈরির কথা শুনেছি। আমি এখন আর নেতা, পঞ্চায়েতদের ওপর ভরসা করি না।' এ নিয়ে ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির স্থানীয় সদস্যা শামীমা পারভিন বলেন, 'শুখা মরশুমে নদীভাঙন উদ্বেগজনক। পদক্ষেপের দাবিতে ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হব।'

এদিকে, উত্তর দেওগাঁওয়ের একেবারে উত্তরপ্রান্তে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের সীমানাতেও মুজনাই নদীর পাড়ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষকরা। ওই এলাকার নসিব ওরাওঁয়ের ৮ বিঘা জমি বছর দশেকের মধ্যে গ্রাস করেছে মুজনাই। লাইতু ওরাওঁ, সঞ্জিত ওরাওঁ, বলদেব ওরাওঁ, বন্ধন ওরাওঁরাও নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত। আবার মধ্য দেওগাঁওয়ে দু'দশকে উপেন বিশ্বাসের ১৫ বিঘা জমির সম্পূর্ণটাই গ্রাস করেছে মুজনাই। ৩ বিঘা জমি হারিয়েছেন আমিরউদ্দিন মিয়াঁ। কয়েকবছর আগে ভিটে হারান হেমন্ত সরকার, মাধব সরকার, নিতাই সরকাররা। এক দশকে শ্যামল বিশ্বাসের ১৫ বিঘা জমি নিশ্চিহ্ন।

মধ্য দেওগাঁওয়ে বাঁশ পুঁতে বালির বস্তা দিয়ে অস্থায়ী পাড়বাঁধ তৈরি করেও নদীভাঙন ঠেকানো যায়নি। দেওগাঁওয়ে পাড়ভাঙন নিয়ে জেলা পরিষদ সদস্যা তনুশ্রী রায় বলছেন, সেচ দপ্তর জানিয়েছে, টাকার অভাবে এই মুহূর্তে পাড়বাঁধ তৈরির কাজ করা সম্ভব নয়।'

পালটা প্রচারের প্রস্তুতি পদ্মর

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : গত ৩ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি চা বাগানে সভা করে গিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী বিধানসভায় চা বাগানের ভোটের দিকে তৃণমূলের যে বিশেষ নজর রয়েছে, সেটা স্পষ্ট হয়েছে তৃণমূলের ওই কর্মসূচিতে। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ারের চা মহল্লার নিজেদের শক্ত ঘাঁটি ছাড়তে নারাজ বিজেপিও। চা শ্রমিকদের কাছে অভিষেকের কর্মসূচি নিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন তৃণমূল নেতারা। সেটার পালটা প্রচারের জন্য জেলার বিভিন্ন এলাকায় জনসভা করা হবে বিজেপির তরফে।

চলতি মাসেই জেলার পাঁচটি বিধানসভায় একটি করে জনসভা করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সেই জনসভাগুলিতে যে কোনও রাজ্য নেতা থাকবেন বলে জানানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

রবিবার এ নিয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চা বাগান নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। এতদিনের সরকারে তৃণমূল তো কিছু করতে পারেনি। চা বাগানের মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। আমাদের জনসভা থেকে সেগুলোর উত্তর দেওয়া হবে।' বিজেপি সূত্রে খবর, সব বিধানসভা এলাকায় জনসভা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কোনওটা স্থির হয়েছে, কোনওটা নিয়ে আবার আলোচনা চলছে।

এখনও পর্যন্ত দুটি বিধানসভা এলাকার জনসভা প্রায় নিশ্চিত। ১৩ জানুয়ারি কালচিনি ও ১৮ জানুয়ারি খোয়ারডাঙ্গায় জনসভা হবে। দুই জায়গায় প্রধান বক্তা হিসেবে থাকবেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট।

কালচিনির সভাতেই দীর্ঘদিন পর বিজেপির কোনও বড় কর্মসূচিতে অংশ নেবেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক মোহন শর্মা। দীর্ঘদিন বিজেপি থেকে দূরত্ব রাখলেও ভোটের আগে বড় পদ পেয়েই ওইদিন থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি শুরু করবেন মোহন। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে ১৭ জানুয়ারি সভা হওয়ার কথা থাকলেও সেটা বাতিল করা হয়েছে। জনসভাগুলি থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগবেন বিজেপির নেতারা। অভিষেক চা বাগান নিয়ে যা বলেছেন, সেটার পালটা উত্তরও দেওয়া হবে বলে দলীয় সূত্রে খবর।

চা বাগানে অভিষেকের প্রভাব কাটানোর চেষ্টা

জানুয়ারিতে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও জেলা সফরে আসবেন বলে খবর। ২৪ জানুয়ারি কার্তিকা চা বাগানে বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। সেটা রাজনৈতিক কর্মসূচি না হলেও ওইদিন জেলার অন্য জায়গায় রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে পারেন শুভেন্দু। তৃণমূল যদিও বিষয়টিকে পাত্তা দিতে নারাজ। তাদের দাবি, চা বাগানের বিভিন্ন সমস্যা মেটানোর কথা বলেছেন অভিষেক। সেটা পূরণ করা হবে।

তৃণমূল নেতা তথা তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র ওরাওঁ বলেন, 'ভোটের আগে বিজেপির এইরকম অনেক কর্মসূচিই দেখা যাবে। তবে এসব করে লাভ নেই। চা বাগানে ভালো ভোট পাবে তৃণমূলই।'

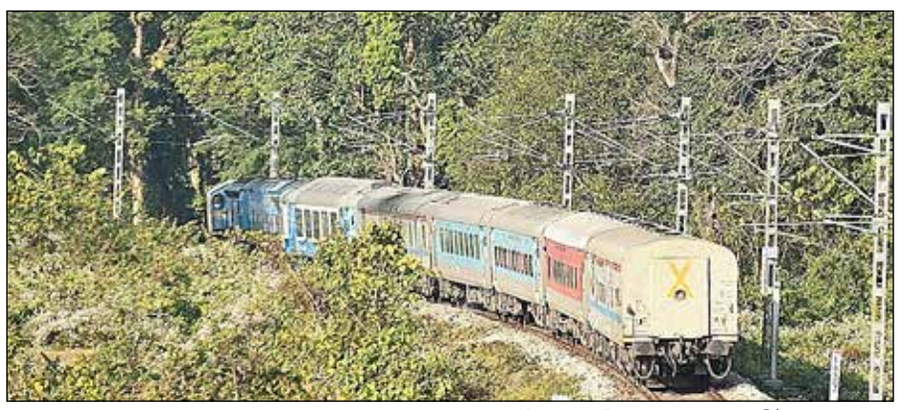

জঙ্গলের মাঝে রাজভাতখাওয়া যাওয়ার পথে। রবিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

তৃণমূলে আরও ভাঙন ধরানোর ছক

মৌসমের লক্ষ্য পুরাতন মালদা

মালদা, ১১ জানুয়ারি : এমনিতে দেখে মনে হবে ঘরে ফেরার পর খোশমেজাজে পিকনিকে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তৃণমূলে ভাঙন ধরাতে খুঁটি সাজাচ্ছেন মৌসম ও ইশা খান চৌধুরী। তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে সদ্য শনিবারেই মালদায় ফিরেছেন। রবিবার মৌসমকে দেখা গেল পরিবারের সঙ্গে পিকনিকে মেতে উঠতে। সেখানেই ইশা রাজ্যের শাসকদলে বড়সড়ো ভাঙনের ইঙ্গিত দিলেন। মুচকি হেসে ইঙ্গিত দিলেন মৌসমও। কোথায় ভাঙন ধরবে? স্পষ্ট করে মৌসম কিছু না বললেও সূত্রের খবর, পুরাতন মালদা পুরসভার তৃণমূলের একাধিক জনপ্রতিনিধি যোগ দিতে পারেন কংগ্রেসে। কংগ্রেসের অন্দরমহল বলছে, তাতে এমনকি বদলে যেতে পারে সেই পুর বোর্ডের সমীকরণটাও।

রবিবার এব্যাপারে জানতে চাইলে কংগ্রেসের মালদা জেলা কমিটির সভাপতি ইশা খান চৌধুরীর জবাব, 'একটু ধৈর্য ধরুন। আর কয়েকদিনের মধ্যেই খবর পাবেন।' একই সঙ্গে মৌসম বেনজির নুরের মন্তব্য, 'আমাকে দেখে যাঁরা তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই ফিরে আসবেন। ইতিমধ্যে যোগাযোগও শুরু করেছেন। তবে এখনই নাম বলছি না কৌশলগত কারণে।'

প্রতিবেশী দুই পুরসভা, ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদা-দুই জায়গাতেই এখন তৃণমূলের বোর্ড। পুরাতন মালদা পুরসভার মোট কাউন্সিলার ২০ জন। এই মুহূর্তে তার মধ্যে তৃণমূলের ১৮ জন ও বিজেপির ২ জন। সম্প্রতি তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন কার্তিক ঘোষ। নতুন চেয়ারম্যান হয়েছেন বিভূতিভূষণ ঘোষ। আর এরপর থেকেই বহু কাউন্সিলার ঘনিষ্ঠ মহলে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। আর মৌসম ফিরতেই মহানন্দার ওপারের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে তৈরি হওয়া সেই ক্ষোভের সদ্ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়েছেন জেলা কংগ্রেস নেতারা। যদিও তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর কটাক্ষ, 'কংগ্রেস নেতাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে সবে তাদের জন্ম হল। আগে মালদার মাটিতে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাক। এমনিতেই তো সাইনবোর্ডে পরিণত হয়েছে। চ্যালেঞ্জ থাকল, পুরাতন মালদা পুরসভা ভেঙে দেখাক।' এব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে চেয়ারম্যানকে ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি। তবে পুরাতন মালদা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলামের মন্তব্য, 'স্বপ্ন দেখতে তো আর কাউকে বাধা দিতে পারি না।'

রবিবার ছিল পৌষ মাসের শেষ রবিবার। তাই মালদা জেলাজুড়ে সর্বত্র বনভোজনের ধুম ছিল। পুরাতন মালদার কাদিরপুরে এক পারিবারিক বন্ধুর খামারবাড়িতে বনভোজনে গিয়েছিলেন সপরিবার মৌসম নুর। ছিলেন ইশা খান চৌধুরী, মৌসমের দিদি লিজু। তাছাড়াও ছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন দুই বিধায়ক অর্জুন হালদার আর মোত্তাকিন আলম।

পিকনিকের মুডে পরিবারের সঙ্গে মৌসম বেনজির নুর।

আটের দশকে আসামের বাঙালিরা এই রাজ্যে এসেছিলেন। তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন বংশীধরপুর, রাইচেঙ্গা, কালীপুর গ্রামে। ফালাকাটা বা আলিপুরদুয়ার যাতায়াতের জন্য তাঁরা যে জায়গা থেকে বাসে ওঠানামা করতেন লোকমুখে সেই জায়গার নাম হয় আসাম মোড়। বর্তমানে উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়ে অসম হলেও এই জায়গাটির নামে কোনও পরিবর্তন হয়নি।

অসম থেকে এসে বাস আসাম মোড়ে

কোন নামে ডেকে

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১১ জানুয়ারি : জায়গার নাম আসাম মোড়, তবে জায়গাটি অসমের অন্তর্গত নয়। কীভাবে এই জায়গার নাম আসাম মোড় হল বা এই জায়গার সঙ্গে অসমের যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে। কথা হচ্ছে ফালাকাটার আসাম মোড় এলাকার। জানা যায়, আটের দশকে অসমে যখন বাঙালি তাড়াও আন্দোলন হয়েছিল সেই সময় অর্থাৎ ১৯৮০-'৮২ সালে অসম থেকে বহু মানুষ ফালাকাটায় চলে আসেন। বেশকিছু পরিবার এসে ফালাকাটার চরতোর্ষা নদী লাগোয়া বংশীধরপুর গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে তখন সরকারের তরফে ত্রাণশিবিরও খোলা হয়েছিল। পরে তাঁরা ধীরে ধীরে ওই গ্রামের বাসিন্দা হয়ে যান। তাঁরা আর অসমে ফিরে যাননি। সেই থেকে ওই জায়গার নাম হয় আসাম ক্যাম্পের পাড়া।

ফালাকাটার আসাম মোড়।

পরবর্তীতে অসম থেকে আসা আরও কিছু পরিবার রাইচেঙ্গা, কালীপুর গ্রামে বাড়ি তৈরি করে। এইসব এলাকার বাসিন্দারা ফালাকাটা বা আলিপুরদুয়ার যাতায়াতের জন্য যেখান থেকে বাসে ওঠানামা করতেন, লোকমুখে সেই জায়গার নাম হয়ে যায় আসাম মোড়। খোঁজ নিলে জানা যায় যে, এই এলাকায় যাঁরা বসবাস করেন তাঁদের অনেক আত্মীয়স্বজন এখনও অসমে বসবাস করেন।

স্থানীয়রা জানান, এখন যেখানে আসাম মোড় বাসস্ট্যান্ড আগে সেখানে বাস দাঁড়াত না। স্থানীয়রা জোর করেই বাস থামাতেন। আবার কিছু কিছু বাস যাত্রী তোলার লোভে সেখানে দাঁড়াত। তারপর ওই রাস্তার দুইপাশে ধীরে ধীরে দোকানপাট তৈরি হয়। এভাবেই ধীরে ধীরে আসাম মোড়ে বাস দাঁড়াতে শুরু করে। ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কের ধারে এই বাসস্ট্যান্ড। এখন সেখানে মহাসড়ক তৈরি হচ্ছে বলে দুইধারের অনেক দোকান ভাঙা পড়েছে।

এলাকার পুরোনো বাসিন্দারা জানান, আসাম মোড়ের আগে শিশাগোড় ও বাবুরহাটের মাঝামাঝি কোনও বাসস্ট্যান্ড ছিল না। শিশাগোড়ের প্রবীণ বাসিন্দা ভবেশ্বর বর্মনের কথায়, 'অন্য একটি রাজ্যের নামে এরকম নাম ফালাকাটার অন্য কোথাও নেই। একমাত্র আসাম মোড়ই এরকম একটি জায়গা।'

কালীপুরের বাসিন্দা নিমাই দাসের কথায়, 'অসম থেকে আমরা এখানে এসেছিলাম। এখন আমরা এখানকার বাসিন্দা। অসমের সঙ্গে আমাদের এখন কোনও যোগসূত্র নেই। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জায়গার নাম আসাম মোড় হয়ে যায়।' নিতাই মজুমদার নামে স্থানীয় এক তরুণের কথায়, 'আমার জন্ম এখানেই হয়েছে। তবে বাবা-মা অসম থেকে এসেছিলেন। অসমে আমাদের আত্মীয়রা আছেন। মাঝেমধ্যে আমরা অসমে যাই। তাই আসাম মোড় নামকরণের পেছনের গল্পটা জানি।'

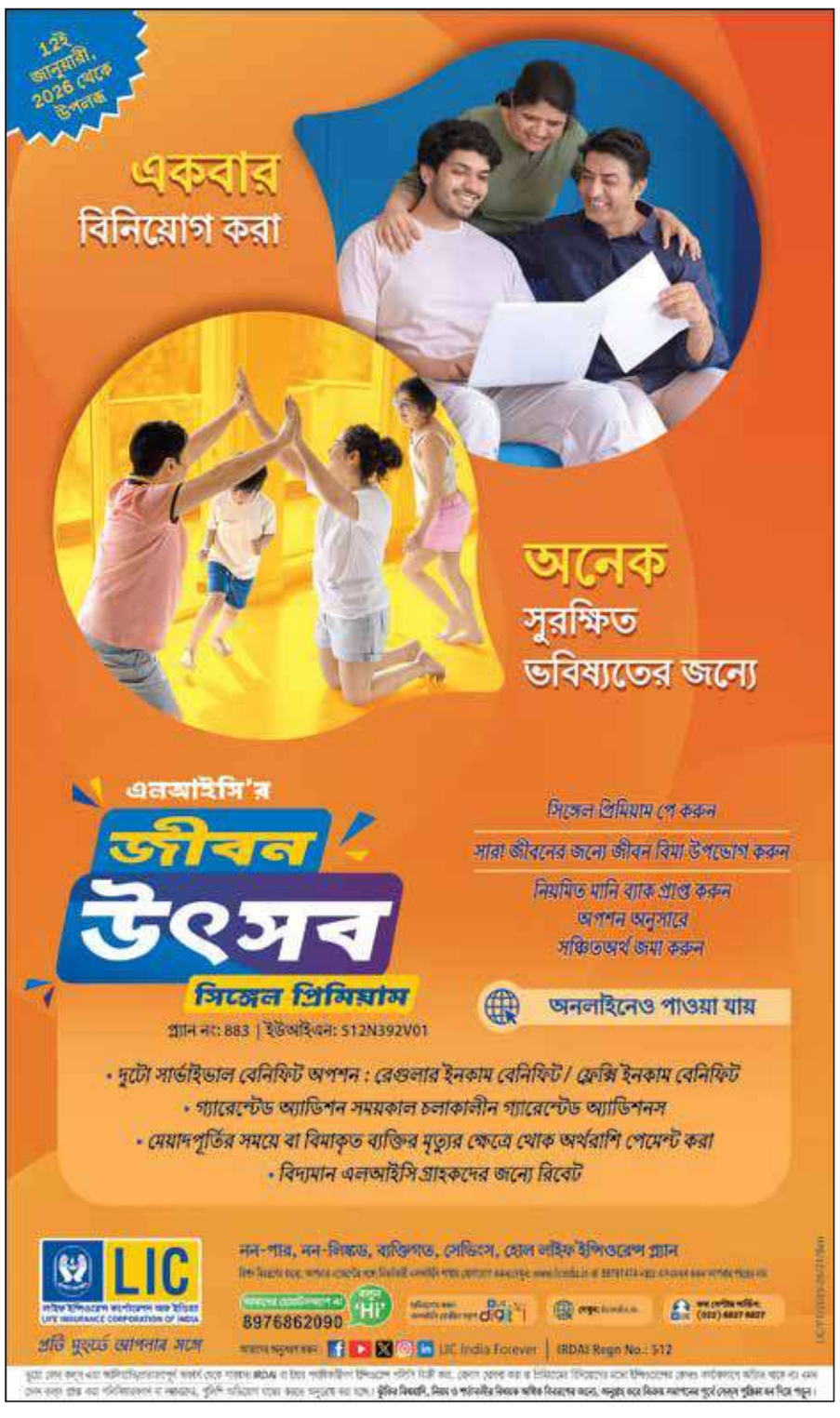

দেওয়াল লিখন শুরু বিজেপির

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি : নির্বাচন কমিশন ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করেনি। কোনও দল এখনও পর্যন্ত প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেনি। তবে এবারের বিধানসভা নির্বাচন যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা প্রচারেই বুঝিয়ে দিচ্ছে পদ্ম ও জোড়াফুল শিবির। ইতিমধ্যে বিজেপি বিভিন্ন এলাকায় ভোটের প্রচারে দেওয়াল লিখন শুরু করেছে। রবিবার কালচিনি ব্লকের হ্যামিল্টনগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় দেওয়াল লিখনে নেমেছেন কালচিনির বিজেপি বিধায়ক বিশাল লামা, দলের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক অলোক মিত্র ও জেলা সাধারণ সম্পাদক গৌরী ঠাকুর প্রমুখ। অলোক মিত্রর কথায়, 'হ্যামিল্টনগঞ্জ বাজার এলাকায় এদিন থেকে দেওয়াল লিখন শুরু হয়েছে। খুব দ্রুত কালচিনি বিধানসভা তথা জেলার সর্বত্র প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আমরা প্রস্তুত।'

এদিকে, তৃণমূলের তরফে ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচির ফাঁকে ভোটের প্রচার শুরু হয়েছে। রবিবার মালঙ্গি চা বাগানে তৃণমূলের সাংগঠনিক বৈঠকে ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া সোমবার জলপাইগুড়িতে পিএফ দপ্তর ঘেরাও কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়ে চর্চা হয়।

চুরি শহরে

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে শনিবার আলিপুরদুয়ার পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বেলতলা সংলগ্ন এলাকার একটি বাড়ি থেকে সোনার গয়না ও নগদ চুরি করল একদল দুষ্কৃতী। বাড়ির মালিক অভিজিৎ নন্দীর দাবি, গয়না ও নগদ মিলিয়ে মোট ৩ লক্ষ টাকার জিনিস চুরি হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা সপরিবারে সাড়ে আটটা নাগাদ ডুয়ার্স মেলায় গিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরি রাত এগারোটার দিকে। ওই সময়ের মধ্যেই চুরি হয়েছে।' অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিশেষ পুজো

জয়গাঁ, ১১ জানুয়ারি : ২০০৪ সালে জয়গাঁর ছোট মেচিয়া বস্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গায়ত্রী মন্দির। তারপর থেকে প্রতিবছর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। রবিবার গায়ত্রী শক্তিপীঠের আলিপুরদুয়ার জেলা কোঅর্ডিনেটর রাকেশ পান্ডে বলেন, 'সোমবার থেকে মন্দিরে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। প্রথমে কলসযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। তিনদিন ধরে মন্দিরে চলবে পুজো, যজ্ঞ। সঙ্গে ভাণ্ডারার মাধ্যমে ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হবে।'

৩০০ বিঘা জমিতে চাষ নিয়ে আশায় কৃষকরা

হাতি রুখতে ওয়াচটাওয়ার

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ১১ জানুয়ারি : এবার ঘন কুয়াশায় জলদাপাড়া বনাঞ্চলের হাতির উপদ্রবে যেন লাগাম পরছে না। আর হাতি তাড়াতে বন দপ্তর ও স্থানীয়দের একাধিক কৌশল জানা। তা সত্ত্বেও হাতিকে রোখা যাচ্ছে না। তবে পুরোনো কৌশলের মধ্যে একটি হল ওয়াচটাওয়ার। এখনও জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে কাঠের তৈরি ওয়াচটাওয়ার দেখা যায়। তবে এবারই প্রথম শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়িয়ায় তৈরি হল জেএফএমসির টাকায় পাকা ওয়াচটাওয়ার। একইভাবে পাশের সুরিপাড়া গ্রামেও তৈরি হচ্ছে আরেকটি পাকা ওয়াচটাওয়ার। রবিবার কলাবাড়িয়ার টাওয়ারের উদ্বোধন হয়। এই এলাকায় প্রায় ৩০০ বিঘা জমির চাষ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন চাষিরা। অনেকেই এবার ধান ঘরে তুলতে পারেননি। হাতির ভয়ে আলু চাষও করেননি। তবে ওয়াচটাওয়ার

কলাবাড়িয়া গ্রামে ওয়াচটাওয়ার।

তৈরি হওয়ায় এখন চাষাবাদ করার আশায় কৃষকরা।

কলাবাড়িয়া গ্রামে টাওয়ারটি তৈরি হয়েছে। পাশেই পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত। স্থানীয়রা বলছেন, এই দুই গ্রামে প্রায় তিনশো বিঘা জমিতে চাষাবাদ হয়। কিন্তু হাতির ভয়ে জমির ফসল অনেকেই ঠিকমতো ঘরে তুলতে পারেন না। স্থানীয় চাষি অখিল অধিকারীর পাঁচ বিঘা চাষের জমি। তাঁর কথায়, 'এবার জমির ধান সেভাবে ঘরেই তুলতে পারিনি। এই ভয়ে আলু চাষ করিনি।' আরেক চাষি প্রণব দাসের বলছেন, 'বাড়িতে রাত জাগলেও সব সময় হাতির গতিবিধি বোঝা যায় না। ওয়াচটাওয়ার তৈরি হয়েছে। ফসল রক্ষা করতে পারব।'

এই গ্রাম দুটির পাশেই জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জের শালকুমারহাট বিটের জঙ্গল। সেই জঙ্গল থেকেই হাতির দল মাঝেমধ্যে গ্রামে ঢুকে পড়ে। এজন্য শালকুমার সাউথ যৌথ বন পরিচালন কমিটি (জেএফএমসি) কলাবাড়িয়ায় একটি পাকা ওয়াচটাওয়ার তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। সংশ্লিষ্ট জেএফএমসির সভাপতি হুমায়ুন কবীরের কথায়, 'গ্রামের কৃষকরা এবার ঘরে ধান তুলতে পারেননি। অনেকে হাতির

- এবার প্রথম শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়িয়ায় তৈরি হল জেএফএমসি'র টাকায় পাকা ওয়াচটাওয়ার
- একইভাবে পাশের সুরিপাড়া গ্রামেও তৈরি হচ্ছে আরেকটি পাকা ওয়াচটাওয়ার
- রবিবার কলাবাড়িয়ার টাওয়ারের উদ্বোধন হয়, এলাকায় প্রায় ৩০০ বিঘা জমির চাষ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন চাষিরা

ভয়ে আলু চাষ করেননি। তাই সবার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে জেএফএমসির ফান্ডের প্রায় দেড় লক্ষ টাকা বরাদ্দে এই ওয়াচটাওয়ারটি তৈরি করা হয়।' তাঁর সংযোজন, 'একইভাবে দেড় লক্ষ টাকা বরাদ্দে সুরিপাড়াতেও একটি ওয়াচটাওয়ার তৈরি হচ্ছে। সেটিও কুড়িদিনের মধ্যে চালু হবে।'

ওয়াচটাওয়ারটি গ্রামে অবস্থিত। আর ওই টাওয়ারের উপরে একসঙ্গে ৫-৬ জন মানুষ থাকতে পারবেন। গ্রামের বাসিন্দারাই পর্যায়ক্রমে সেখানে রাতে থাকবেন। আর টাওয়ারের উপর দাঁড়িয়ে গ্রাম দেখা যাবে। থাকবে সার্চলাইট। তাই হাতির গতিবিধি অনেক আগে বোঝা সম্ভব হবে। আর টাওয়ারে থাকা বাসিন্দারা সঙ্গে সঙ্গেই বনকর্মীদের সেই খবর দিতে পারবেন। জলদাপাড়া সাউথের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর কথায়, 'স্থানীয়দের মাধ্যমে দ্রুত হাতির গতিবিধি জানতে পারব।' টাওয়ারের উদ্বোধন করেন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণী সহায়ক নবিকান্ত ঝা।

একের পর এক সভা বাতিলে প্রশ্ন বিজেপিতেই

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১১ জানুয়ারি : কোচবিহারের জন্য রাজ্য নেতারা সময় দিতে পারছেন না। তাই কোচবিহারে বিজেপির একাধিক জনসভা আপাতত বাতিল করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণার পরেও পদ্ম শিবির বিধানসভাভিত্তিক জনসভা করতে পারছে না। জানুয়ারি মাসেই প্রতিটি বিধানসভায় তাদের জনসভা করার কথা ছিল। যেখানে রাজ্য নেতৃত্ব অংশ নিত। কোন সভায় কে অংশ নেবেন তা-ও বিজেপি ঘোষণা করেছিল। কিন্তু কোচবিহার উত্তর ও দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের জনসভা হলেও

- কোচবিহার উত্তর ও দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে জনসভা হলেও বাকি কেন্দ্রে বিজেপির সভা বাতিল
- সাংগঠনিক দুর্বলতার জেরেই শেষমুহূর্তে সভা বাতিল বলে রাজনৈতিক মহলের দাবি
- দক্ষিণবঙ্গে সভার জেরে নেতারা সময় পাচ্ছেন না বলে দাবি করছেন নেতারা

বাকি কেন্দ্রগুলিতে আপাতত তা আর হচ্ছে না।

সোমবার তুফানগঞ্জে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের জনসভা ছিল। তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ১৪ জানুয়ারি মাথাভাঙ্গায় রাহুল সিনহার জনসভার কথা থাকলেও তা আপাতত হচ্ছে না। বিজেপির ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী গত শনিবার শীতলকুচি বিধানসভা এলাকায় সাংসদ খগেন মুর্মুর জনসভা করার কথা ছিল। তাও হয়নি। সাংগঠনিক দুর্বলতার জেরেই বিজেপি এই সভাগুলি শেষমুহূর্তে বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের দাবি। যদিও পদ্ম শিবিরের সাফাই, যে নেতাদের জনসভায় আসার কথা ছিল তাঁরা দক্ষিণবঙ্গে নানা সভা করছেন। পরবর্তীতে তাঁরা এখানে সভা করতে আসবেন। জনসভাগুলি স্থগিত হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই কর্মীদের মনোবল ভাঙছে। যদিও বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের বক্তব্য, 'আমাদের সাংগঠনিক কাজকর্ম নিয়মিত চলছে। জনসভাগুলি আপাতত বাতিল হয়েছে ঠিকই। তবে পরবর্তীতে প্রতিটি জায়গাতেই সেই কর্মসূচি চলবে।'

বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'পরিবর্তন সংকল্প জনসভা' নাম দিয়ে পদ্ম শিবির রাজ্যজুড়েই কর্মসূচি শুরু করেছে। ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতেই ২ জানুয়ারি কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মাঠে সেই জনসভায় মিঠুন চক্রবর্তী অংশ নিয়েছিলেন। ৯ জানুয়ারি কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের ছাগলবেড়ের জনসভায় রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ অংশ নেন। জানুয়ারি মাসে প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় তাদের পৃথক পৃথক জনসভা হবে বলে তার আগেই সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপির নেতৃত্ব ঘোষণা করেছিল। দিনহাটা ও সিতাইয়ের ক্ষেত্রে তারিখ ঠিক না হলেও বাকিগুলির ক্ষেত্রে তা ঠিকও হয়ে যায়। কিন্তু শেষমুহূর্তে তা বাতিল হল।

বিধানসভা ভোট এগিয়ে আসতেই শাসক-বিরোধী দুই দলের হেভিওয়েট নেতাদের কোচবিহার সফর চলছে। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, বিজেপির মিঠুন-শমীক-দিলীপ প্রত্যেকেই কোচবিহারে কর্মসূচি করেছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দু'দিন বাদেই কোচবিহারে সভা করতে আসছেন। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বিজেপির আরও বেশকিছু হেভিওয়েটকে নিয়ে জনসভা করার কথা থাকলেও আপাতত তা হচ্ছে না। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট মহলে স্বাভাবিকভাবেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

দিনশেষে।। হাসিমারায় ছবিটি তুলেছেন শুভম রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রাজনীতির অন্তরালে

'আদর্শচ্যুত' রাজনীতি দেখে সমাজসেবায় মন

তৃণমূলের জয়জয়কারেও পঞ্চায়েত ধরে রেখেছিলেন কংগ্রেস নেত্রী নিরলা মুর্মু। সঙ্গী সদস্যরা দল পরিবর্তন করলে ক্ষমতাচ্যুত হয় দল। আদর্শচ্যুত রাজনীতি দেখে ক্রমে সরে আসেন তিনি।

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১১ জানুয়ারি : একসময় দাপিয়ে রাজনীতি করেছেন। এখন রাজনীতি থেকে দশ হাত দূরে। কিন্তু, মানুষের মাঝে থাকতে, মানুষের পাশে দাঁড়াতে তিনি ভালোবাসেন। তাই নিজেকে সঁপে দিয়েছেন চার্চ ও সমাজসেবায় নিজেকে।

এমনই এক ব্যক্তিত্ব নিরলা মুর্মু। তিনি কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি এবং রাজ্য মহিলা কংগ্রেসের সম্পাদক পদেও ছিলেন। আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের শামুকতলাবস্তির বাসিন্দা। চোখের সামনে দেখা রাজনীতির এই দশায় তিনি বীতশ্রদ্ধ। তাঁর কথায়, আগের সেই আদর্শের রাজনীতি আর নেই। মতাদর্শ মেনে কোনও নেতাই চলেন না। নিজের নিজের মতাদর্শ তৈরি করে চলছেন অনেকে। আদর্শচ্যুত এই রাজনীতি ভালো লাগে না। রাজনীতি ছাড়া থেকে কেমন লাগছে? উত্তরে একটিই কথা, 'এই বেশ ভালো আছি।'

শামুকতলার আদিবাসী অধ্যুষিত প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত পুখুরিয়া গ্রামে বেড়ে ওঠা তাঁর। অরাজনৈতিক পরিবারে জন্ম হলেও পুরোদস্তুর রাজনৈতিক পরিবারে বিয়ে হয় তাঁর। ছয় দশক আগে শ্বশুর দানিয়েল মারান্ডি সে সময় শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের প্রধান। শ্বশুরের রাজনৈতিক জীবন এবং পরবর্তীতে স্বামী মানসিং মারান্ডির রাজনৈতিক কাজকর্ম দেখে তিনিও রাজনীতির পথে পা বাড়ান। শ্বশুরের মৃত্যুর পর সাত দফায় কংগ্রেসের প্রধান পদে দায়িত্ব পালন করেন স্বামী মানসিং মারান্ডি। কংগ্রেসের বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজে স্বামীর সঙ্গে শামিল হন নিরলা। রাজ্যের ক্ষমতার পালাবদল হলেও শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েত কংগ্রেসের দখলেই রয়ে গিয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান থাকার সময়ে মানসিং মারান্ডির মৃত্যু হয়। তারপর শক্তহাতে এলাকায় দলের দায়িত্ব নেন নিরলা। শামুকতলা অঞ্চল কংগ্রেসের সভাপতি পদে আসেন। চারিদিকে তৃণমূলের জয়জয়কার হলেও শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নেয় কংগ্রেস। পরবর্তীতে কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যরা প্রলোভনে পড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। নিরলা বলেন, 'দিনরাত পরিশ্রম করে মানুষের জন্য কাজ করার লক্ষ্য নিয়েই পঞ্চায়েতদের জিতিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত দখলে নিয়েছিলাম। কিন্তু স্বার্থান্বেষী কিছু পঞ্চায়েত সদস্য অন্য দলে যোগ দেওয়ার পর রাজনীতির প্রতি মোহভঙ্গ হল। কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়। তাই নোংরা রাজনীতি থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। এখন আধ্যাত্মিকতার

নিরলা মুর্মু।

মধ্যে এবং জনসেবায় নিজেকে জড়িয়ে রেখেছি।

লোকনাথপুর হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক পদে অবসর নেওয়ার পর চার্চ এবং জনসেবামূলক কাজকর্ম করতেই বেশি ভালো লাগে।'

তিনি ডুয়ার্স ডায়োসিসের গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। সাওতালপুর পাস্টোরেট-এর সম্পাদিকা তিনি। নিরলা বলেন, '২০১৬ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। শ্বশুর এবং স্বামীকে দেখেছি, মানুষের জন্য দিনরাত কাজ করতে। তাঁদের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু আদর্শচ্যুত রাজনীতি আমি মন থেকে মেনে নেইনি। চার্চ এবং জনসেবার কাজে শামিল হয়ে খুব ভালো আছি। অন্য দলে যোগ দেওয়ার লোভনীয় প্রস্তাব পেলেও সে পথে পা বাড়াইনি।'

হারানো টোটো ফেরাল পুলিশ

জটেশ্বর, ১১ জানুয়ারি : শনিবার জটেশ্বরের সাপ্তাহিক হাটে মুরগি বেচতে ঝাড়বেলতলি থেকে টোটো নিয়ে এসেছিলেন এক ব্যক্তি। জটেশ্বর বাজারে পৌঁছে টোটো রেখে বিক্রিবাটা করার পর তাঁর চোখে পড়ে, যে জায়গায় টোটো রেখেছিলেন সেখানে টোটো নেই। বহু জায়গায় তল্লাশি করলেও হদিস মেলেনি। অবশেষে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশকে বিষয়টি মৌখিকভাবেই জানান টোটোর মালিক। রবিবার জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আলিনগর এলাকা থেকে টোটোটি উদ্ধার করে মালিকের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।

রক্তদান শিবির

জটেশ্বর, ১১ জানুয়ারি : জটেশ্বরে কিশোর তীর্থ ক্লাবের এবছর ৬২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও বাৎসরিক সাংস্কৃতিক উৎসব পালন করা হবে। অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে আগামী ২৩ জানুয়ারি। সেই উপলক্ষ্যে রবিবার রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য শিবির আয়োজিত হল জটেশ্বরে। এদিন বহু মানুষের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। বীরপাড়া ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ২০ জন রক্তদান করেন। ক্লাব সম্পাদক মানস বক্সী বলেন, 'এবছরও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। তারই প্রস্তুতি পর্ব হল রক্তদানের মাধ্যমে।'

অনুষ্ঠান

হাসিমারা, ১১ জানুয়ারি : হাসিমারা ইউথ ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রবিবার ক্লাবের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে পুরোনো হাসিমারার রাজীবনগরে শিশু, কিশোর-কিশোরীদের জন্য অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় স্থানীয়রা নৃত্য ও গান পরিবেশন করেন।

কর্মীসভা

হাসিমারা, ১১ জানুয়ারি : হাসিমারার সাতালি চা বাগান সংলগ্ন শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র ময়দানে আরএসপির যুব সংগঠন আরওয়াইএফের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হল। রবিবার কালচিনি ব্লকের সংগঠনের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করতে কর্মীসভা বলে জানিয়েছেন রাজ্য সম্পাদক আদিত্য জোতদার।

কমিটি গঠন

কামাখ্যাগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : আইএনটিটিইউসির তরফে কামাখ্যাগুড়ি ট্যাক্সি ড্রাইভার ইউনিয়নের কমিটি গঠন করা হল। রবিবার মোট ১৩ জনের কমিটি গঠন করা হয়েছে। দুলাল দাসকে কামাখ্যাগুড়ি ট্যাক্সি ড্রাইভার ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

পর্যটক টানতে বিহারে নজর

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : এলাকায় বাড়ছে বিহারের পর্যটক। তাই এবার সেই প্রবণতাকে কাজে লাগাতে চাইছে লাটাগুড়ি। পর্যটক টানতে এবার বিহারকে ফোকাস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের দশম দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায়। রবিবার লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসর্টে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের তরফে সেখানে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সোশ্যাল মিডিয়ায় জোরদার প্রচার শুরু করার পাশাপাশি ডুয়ার্সের সঙ্গে বিহারের সরাসরি রেল যোগাযোগের দাবিও বিভিন্ন মহলে তুলে ধরা হবে বলে জানানো হয়েছে।

করোনা পরবর্তী সময়ে ডুয়ার্সের প্রাণকেন্দ্র লাটাগুড়িতে সামগ্রিকভাবে পর্যটকের সংখ্যা কিছুটা কমলেও সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার থেকে লাটাগুড়িতে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য হারে পর্যটকরা আসছেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পর্যটন ব্যবসা চাঙ্গা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এদিন সংগঠনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'বর্তমানে বিহারের বহু পর্যটক ডুয়ার্স ভ্রমণের ক্ষেত্রে লাটাগুড়িকে তাঁদের পছন্দের তালিকায় রাখছেন। চলতি মরশুমে বেশিরভাগ রিসর্টেই বিহারের প্রচুর মানুষ বুকিং করেছেন। তাই আগামীদিনে বিহারকে টার্গেট করে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার আরও বাড়ানো হবে।' পাশাপাশি সে রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখানকার পর্যটন মানচিত্রে ডুয়ার্স ও লাটাগুড়িকে আরও বেশি করে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

অন্যদিকে সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক অনুপ গোপ জানান, লাটাগুড়ি মূলত জঙ্গলকেন্দ্রিক পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল। তবে গত কয়েক বছরে বন দপ্তরের উদাসীনতার কারণে গরুমারার একাধিক নজরমিনারে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ রয়েছে। একইভাবে চুকচুকি ঝিলে নৌকাবিহারের সুবিধাও বন্ধ থাকায় পর্যটকরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এই সমস্ত পর্যটনের সুবিধা দ্রুত চালু করার দাবিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে আবেদন জানানো হবে বলেও সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন সাধারণ সভার উদ্বোধন করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান মলয় ভৌমিক। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ভাইস

- বিহারে লাটাগুড়ি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় জোরদার প্রচার শুরু করার কথা বলা হয়েছে
- ডুয়ার্সের সঙ্গে বিহারের সরাসরি রেল যোগাযোগের দাবিও বিভিন্ন মহলে তুলে ধরা হবে বলে জানানো হয়েছে
- লাটাগুড়ি পর্যটনের ক্ষেত্রে যে সুবিধা বন্ধ রয়েছে, তা দ্রুত চালু করার দাবিতে আবেদন জানানো হবে বলেও সিদ্ধান্ত হয়েছে

চেয়ারম্যান দিব্যজ্যোতি চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ সহ সংগঠনের অন্য সদস্যরা। সম্মেলন থেকে ১৯ জনের একটি কার্যনির্বাহী কমিটিও গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে যথাক্রমে মনোনীত হয়েছেন অরিন্দম চৌধুরী, দিব্যেন্দু দেব ও মিঠু মুখোপাধ্যায়। মহুয়া গোপ বলেন, 'লাটাগুড়িকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে জেলা পরিষদের তরফে একটি স্কাইওয়াক নির্মাণ ও সোনাঝুরি হাটের আদলে একটি পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

নাতির বাড়িতে নিখোঁজ দাদু

পলাশবাড়ি, ১১ জানুয়ারি : নাতির বাড়ি এসে নিখোঁজ হলেন দাদু। নিখোঁজের নাম বিরসা মুন্ডা (৬৯)। বাড়ি ঘাটপাড়ের ডাঙ্গাপাড়ায়। মেজবিলের বাসিন্দা নাতি সুনীল মুন্ডা। সুনীল বলেন, 'দাদু ৩ জানুয়ারি আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। ওইদিনই বিকেলবেলা বাইরে যাবেন বলে বেরোন। তারপর থেকে খোঁজ নেই দাদুর।' রবিবার সোনাপুর ফাঁড়িতে মিসিং ডায়েরি করেন। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বুথ চলো

ফালাকাটা, ১১ জানুয়ারি : তৃণমূল কিষান ও খেতমজদুর কংগ্রেসের তরফে রবিবার বুথ চলো কর্মসূচি হল ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের বাদাইটারি গ্রামে। সেখানে চাষিদের নিয়ে কৃষকবন্ধু প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। জনসংযোগ চলে। কর্মসূচিতে সংগঠনের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায়, জেলা সাধারণ সম্পাদক এক্রামুল হক, জেলা সহ সভাপতি কঙ্ক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অঞ্চল সম্মেলন

পলাশবাড়ি, ১১ জানুয়ারি : মেজবিলে পূর্ব কাঁঠালবাড়ি অঞ্চল সম্মেলন করে বিজেপি। রবিবার মেজবিল রাসমেলার মাঠে মঞ্চ করে সাংগঠনিক সম্মেলন করা হয়। বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবেই এই সম্মেলন। সেখানে বিজেপির ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন, বিজেপির ফালাকাটা ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রণজিৎ মুন্ডা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

কাজের সূচনা

কামাখ্যাগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : রবিবার খোয়ারডাঙ্গা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে 'পথশ্রী' প্রকল্পের রাস্তার কাজের সূচনা হয়। জগমোহন মিল থেকে ছোট দলদলি পর্যন্ত ১.৮ কিলোমিটার রাস্তা ৭৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৯৬৫ টাকায় নির্মিত হবে। কাজের সূচনায় ছিলেন খোয়ারডাঙ্গা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান চন্দনা দাস প্রমুখ।

জীর্ণ সাঁকো, ভাঙা রাস্তায় ভোগান্তি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১১ জানুয়ারি : ফালাকাটার উত্তর দেওগাঁওয়ে ১৯৯৩ সালে প্রবল বন্যায় রাস্তা ভেঙে তৈরি হয়েছিল বিরাট গর্ত। ৩২ বছর কাটলেও বন্ধ হয়নি সেই গর্ত। তিন দশক ধরে গর্ত পারাপারের কান্ডারি বাঁশের সাঁকো। তবে সরু, জীর্ণ ওই সাঁকো দিয়ে মানুষ চলাচল করতে পারলেও যানবাহন নিয়ে পারাপারে সাহসে কুলোয় না কারও। সেক্ষেত্রে ভরসা অন্যের জমি। বর্ষাকাল এলে বাধা সেখানেও। বৃষ্টির জল পড়তে না পড়তেই তিন-চার মাস জলে ভরাট হয়ে থাকে জমিটি। গর্ত লাগোয়া জমিতে তাই বিকল্প হিসেবে তৈরি হয়েছে একটি সরু কাঁচা রাস্তা। ২০২৫-এ এই নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হলে কাঁচা রাস্তাটিতে একটি ছোট কালভার্ট (ডাইভারশন) তৈরি করা হয়। তবে গত বর্ষাতেই জলের তোড়ে কালভার্টের অ্যাপ্রোচ রোডও ভেঙে যায়। এখন ওই কালভার্টের অ্যাপ্রোচ রোড হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বাঁশের সাঁকো।

কমবেশি ১৫ হাজার মানুষের ভরসা ওই রাস্তার সাঁকোটি রয়েছে উত্তর দেওগাঁওয়ের রায়পাড়ায়। লকিয়তউল্লাহ হাট থেকে রায়পাড়া হয়ে গোবিনহাটে রাঙ্গালিবাজনা পাঁচমাইল রোডে সংযুক্ত হয়েছে রাস্তাটি। তবে আজ পর্যন্ত গর্তের ওপর কালভার্ট তৈরি করা হয়নি। বছর তিনেক আগে রাস্তাটি পাকা করা হয়েছিল। তবে কিছুদিন পর থেকেই পিচ উঠে যেতে যেতে সেই পিচ আজ নিশ্চিহ্ন।

রায়পাড়ার রঞ্জিত অধিকারী বলেন, 'সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় বর্ষাকালে। জনপ্রতিনিধিদের বছরের পর বছর অনুরোধ করা হচ্ছে। অথচ গর্তের ওপর কালভার্ট তৈরিতে পদক্ষেপ করা হচ্ছে না।'

এই সমস্যায় সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী স্কুল পড়ুয়ারা। বর্ষা এলেই তিন-চার মাস তাদের ঘুরপথে স্কুলে যাতায়াত করতে হয়। এছাড়া লকিয়তউল্লাহ হাট থেকে কোথাও গাড়ি নিয়ে যেতে হলে বটতলা হয়ে ঘুরপথে যেতে হয়।

পশ্চিম দেওগাঁওয়ের লিটন ইলাহি বলছেন, 'কয়েক বছর আগেই রায়পাড়ায় গর্তটির ওপর কালভার্ট তৈরি করা প্রয়োজন ছিল। ওই এলাকায় যাতায়াতে আমাদের ঘুরপথ ব্যবহার করতে হয়।' ২০২২ সালে দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন উপপ্রধান রহিফুল আলম জানিয়েছিলেন, রায়পাড়ায় কালভার্ট তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু টাকার অভাবে কাজ করা যাচ্ছে না।

এদিকে ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান সদস্য শামিমা পারভিন বলছেন, 'রায়পাড়ায় কালভার্ট তৈরি করা প্রয়োজন। তবে এলাকায় উন্নয়নের জন্য আমার পাঠানো প্রস্তাবগুলির বেশিরভাগই খারিজ করে দিচ্ছে প্রশাসন।' তবে কি এভাবেই দশকের পর দশক রায়পাড়ার বাসিন্দাদের ভোটের আশ্বস্ত 'স্তুতি'তেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ঘুরপথেই স্কুলের মুখ দেখবে?

উত্তর দেওগাঁওয়ে এই সাঁকোর জায়গায় কালভার্টের দাবি তিন দশকের।

চলতি কা নাম গাড়ি... *রবিবার কলকাতায়। - পিটিআই।*

আশ্বাস রোল অবজার্ভারের

নথি নিয়ে উদ্বেগ নয়

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম না থাকার কারণে যাঁদের শুনানিতে ডাকা হয়েছিল, তাঁদের নথি নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনও কারণ নেই। নির্বাচন কমিশনের রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'কোনও কোনও মহল থেকে শুনানিতে জমা পড়া নথি অসংগতিপূর্ণ বলে যে প্রচার হচ্ছে, তার কোনও ভিত্তি নেই।'

প্রথম দফার শুনানিতে ২০০২-এর সঙ্গে যাঁরা সরাসরি বা বাবা-মায়ের সূত্রে কোনওরকম যোগসূত্র দেখাতে পারেননি সেই প্রায় ৩১ লক্ষ নামের শুনানি চলছে পুরোদমে। রবিবার পর্যন্ত শুনানি হয়েছে ৩০ লক্ষের কিছু বেশি। প্রতিদিন বিধানসভাওয়াড়ি এক বা একাধিক শুনানি কেন্দ্রের ১১টি টেবিলে গড়ে ৮০ থেকে ১০০টি পর্যন্ত শুনানি হচ্ছে। সেই শুনানিতে কমিশনের নির্ধারিত আধার বাদে ১৩টি নথির মধ্যে অন্তত যে কোনও একটি নথি জমা দিতে হচ্ছে। কমিশন সূত্রে এদিন পর্যন্ত পাওয়া হিসেবে দেখা গিয়েছে কোচবিহারে শুনানিতে উপস্থিত হয়েছেন ২২ হাজারের কিছু বেশি। সেখানে জমা পড়ার নথির সংখ্যা ২৩ হাজারের কিছু বেশি। একইভাবে আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিংয়েও শুনানিতে হাজিরার সংখ্যার তুলনায় জমা পড়া নথির সংখ্যা সামান্য হলেও কিছু বেশি। কমিশনের মতে, শুনানির হাজিরা ও কমিশনের পোর্টালে আপলোড হওয়া নথির সংখ্যা থেকেই স্পষ্ট যে জমা পড়া নথিতে এখনও পর্যন্ত অবৈধ হওয়ার কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বাদ যায়নি। ফলে শুনানিতে জমা পড়া নথি অবৈধ হওয়ার কারণে বাদ পড়ছে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। তবে নথি সন্দেহজনক মনে হলে যে কোনও সময়ই কমিশন তা পুনর্যাচাই করতে পারে। ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম থাকার পরও যাঁরা নামের বানান বা প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে আনম্যাপড হয়ে গিয়েছেন, তাঁদের শুনানিতে আর ডাকা হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট বিএলওরাই ওইসব ভোটারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের ২০০২ ও ২০২৫-এর সর্বশেষ ভোটার তালিকার নথি স্ক্যান করে বিএলও অ্যাপে তা আপলোড করে দেবেন। সঙ্গে সঙ্গেই তা ইআরও এবং এইআরওদের ড্যাশবোর্ডে চলে আসবে। ইআরও ও এইআরওরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই নথি মিলিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনে বিএলওদের অনুমোদন দেবেন।

সম্প্রতি চা ও সিঙ্কোনা বাগানের শ্রমিকদের বাসস্থান ও কর্মক্ষেত্রের পরিচয় হিসেবে তাঁদের নিয়োগ সংক্রান্ত নথিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছিল সিইও দপ্তর। একই দাবি জানিয়েছিল বিজেপিও। এদিন তাতে সায় দিয়েছে কমিশন।

মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচিতে নজর শা'র মন্ত্রকের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : এসআইআরে রাজ্যবাসীর হেনস্তার প্রতিবাদ করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে বার বার চিঠি দিয়েও কোনও ফল পাননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার কমিশন অভিযানে দিল্লি যাওয়ারও প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েছেন তিনি। তাতেই নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। রবিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের খবর, মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন কমিশন অভিযান করলে তা ঘেরাওয়ের পর্যায়ে যেতে পারে বলে তাদের আশঙ্কা। তাই আগাম খবর পেতে এরাজ্যে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগকে কাজে লাগানো হয়েছে।

আইপ্যাক অফিসে ইডির হানার প্রতিবাদে গত শুক্রবার যাদবপুরে মিছিল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মিছিল থেকেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সতীর্থ, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'কল্যাণ আমাদের 'নেক্সট ডেস্টিনেশন' (পরবর্তী লক্ষ্য) হল দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের অফিস। চলো লড়াই হবে। কলকাতা থেকে দিল্লি।' মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই কথা শুনেই আগাম সতর্ক হতে চাইছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। মন্ত্রক আরও নিশ্চিত হয়েছে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক ঘোষণায়। অভিষেক বলেছেন, 'ভ্যানিশ কুমার তৈরি থাকুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাবেন।' এই প্রচ্ছন্ন হুমকির পরই আগাম সতর্কতায় নজর ও গুরুত্ব দিচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

গত শুক্রবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অফিসের বাইরে তৃণমূলের ৮ সাংসদের ধনার্ি ভাবিয়ে তুলেছে শা'র মন্ত্রককে। মন্ত্রকের আশঙ্কা, মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি অভিযান ও কমিশন ঘেরাও কর্মসূচি হলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সামলানো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

রবিবার তৃণমূলের এক প্রবীণ নেতার মন্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী প্রায় প্রকাশ্যেই দিল্লিতে নির্বাচন কমিশন অভিযানের কথা বলেছেন। কিছু পরিকল্পনা না থাকলে মুখ্যমন্ত্রী কিছু বলেন না। নিশ্চয়ই তাঁর মাথায় কিছু আছে। তা না হলে এমন কথা বলতেন না তিনি।' রাজনৈতিক মহলের ধারণা, ভোটের আগে বঙ্গে পরিস্থিতি সরকারি দল ও বিরোধীদের এ ধরনের কর্মসূচির ধারায় দিনের পর দিন উত্তপ্ত হবেই।

সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন নিষ্ঠুরতার নিদর্শন

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : কর্মক্ষেত্রে স্ত্রীর সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন ও সহকর্মীদের সামনে হেনস্তা করা মানসিক নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত নিদর্শন বলে পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। সম্প্রতি একটি বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, জনসমক্ষে চরিত্রহনন, অবমাননা, মানহানি, একজন ব্যক্তির মর্যাদা ও মানসিক শান্তির ওপর সরাসরি আক্রমণ। তাই একে ছোটখাটো দাম্পত্য কলহ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই ধরনের নিষ্ঠুরতার ভিত্তিতে বিবাহবিচ্ছেদ হতে পারে।

আদালত সূত্রে খবর, ২০০৭ সালে বিশেষ বিবাহ আইনের অধীনে ওই দম্পতির বিয়ে হয়। আবেদনকারীর স্ত্রী কার্শিয়াং হাসপাতালে কর্মরত। তাঁর অভিযোগ, স্বামী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী দাবি করলেও বাস্তবে তিনি একজন দিনমজুর। তাঁর কার্শিয়াং হাসপাতালে গিয়ে সহকর্মীদের সামনে নির্যাতন ও সতীত্ব নিয়ে গুজব ছড়িয়েছেন এমনকি হুমকিও দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টত জানিয়েছে, পেশাগত পরিবেশে অপমান করার মানসিক প্রভাব গভীর। পেশাগত মর্যাদা একজন ব্যক্তির পরিচয়ের অপরিহার্য অংশ। স্ত্রী তাঁর অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রমাণ না দেখাতে পারায় নিম্ন আদালত বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন খারিজ করে দেয়। তাই নিম্ন আদালতের নির্দেশ খারিজ করে হাইকোর্টের যুক্তি, যে সম্পর্ক বাস্তবে মৃত তাকে টিকিয়ে রাখা উভয়ের পক্ষেই মানসিক যন্ত্রণা। তবে তাঁদের নাবালক সন্তানের মানসিক স্বার্থ বিবেচনা করে অভিযুক্ত স্বামীকে তাঁর সন্তানের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দিয়েছে আদালত।

পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

৩৫৬ নয়, ভোটে আস্থা

মমতার সরকারকে উচ্ছেদের ডাক দিয়ে শুভেন্দুর মিছিল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পথেই মমতার সরকারকে উৎখাত করা যাবে। দুর্নীতির দায়ে এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তোলা গিয়েছে। আইপ্যাক কাণ্ডের পরে এমনটাই মনে করছে বিজেপি। তার জন্য রাষ্ট্রপতি শাসনের দরকার হবে না।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও একাধিক দুর্নীতি কাণ্ডে রাজ্য সরকারের মন্ত্রীসভার প্রভাবশালী মন্ত্রীদের নাম জড়ালেও সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর গায়ে দুর্নীতির কালি ছেটানো যায়নি। বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের ক্ষমতার পরিবর্তনের দাবিতে তৃণমূল ও বর্তমান রাজ্য সরকারের দুর্নীতি বড় অস্ত্র বিজেপির। সেই প্রশ্নে আইপ্যাক কাণ্ডে মমতার ভূমিকা দলের কাছে সহায় হতে পারে বলে মনে করছে বিজেপি। আইপ্যাকের দপ্তরে ইডির হানার খবর পেয়েই রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের বড় কর্তাদের নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে কিছু ফাইল ও ল্যাপটপ নিয়ে আইপ্যাকের দপ্তর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। ঘটনাস্থলেই ইডির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ওরা আমার দলের ফাইল, গোপন নথি চুরি করতে এসেছিল। সেগুলি আমি নিয়ে এসেছি। সেই ঘটনা ও মুখ্যমন্ত্রীর সেই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে ইডি। এদিন সেই প্রসঙ্গেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর প্রতিবাদ মিছিল থেকে বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নিজেই তো বলেছেন তিনি ইডির হাত থেকে ফাইল, ল্যাপটপ ছিনিয়ে এনেছেন। এরপর আর কী বলার আছে? তাই মানুষ বলছে, ফাইল চোর মমতা, জেনে গিয়েছে জনতা।' আইপ্যাক কাণ্ডে ইডির হানার প্রতিবাদে মিছিল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার কার্যত সেই একইপথে (যাদবপুর থেকে দেশপ্রিয় পার্ক) মমতার পোস্টার হাতে মিছিল করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর কর্মসূচির সমর্থনে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'মামলা আটকাতে আইনমন্ত্রী ও তৃণমূলপন্থী আইনজীবীরা হাইকোর্টে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে শুনানি বন্ধ করায় ইডিকে সুপ্রিম কোর্টে যেতে হয়েছে। এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের সাংবিধানিক সংকটকে আরও গভীর করেছে। তবে এরপরও স্বৈরাচারী, সংবিধানবিরোধী, প্রতিহিংসাপরায়ণ সরকারকে গণতান্ত্রিক উপায়েই উৎখাত করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক আচরণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের চোখ খুলে দিয়েছে।' দিল্লি থেকে এদিনই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা রবিশংকর প্রসাদ এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'অপেক্ষা করুন না আর তো মাত্র দু-চার মাস। রাজ্যের মানুষ মমতার সরকারকে গণতান্ত্রিকভাবেই উৎখাত করবে। তার জন্য রাষ্ট্রপতি শাসনের দরকার হবে না।'

রবিবার যাদবপুর থেকে দেশপ্রিয় পার্ক পর্যন্ত মিছিলে শুভেন্দু। - রাজীব মণ্ডল।

ময়নাগুড়িতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও বলেছেন, 'আসলে মুখ্যমন্ত্রীই চাইছেন তাঁর সরকারকে বরখাস্ত করুক কেন্দ্র। তাহলে সহানুভূতির হাওয়ায় উনি আবার রাজ্যের ক্ষমতায় ফিরতে পারেন। কিন্তু সেই সুযোগ আমরা দেব না।' শনিবার রাতে পুরুলিয়া থেকে ফেরার পথে তৃণমূলি হামলার মুখে পড়ার পর রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও আইপ্যাক কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করলেও রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবির বিষয়ে এড়িয়ে গিয়েছেন শুভেন্দু।

জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে জোর

ভিনরাজ্যে ফের হেনস্তা

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : ওডিশায় পরিযায়ী শ্রমিক হেনস্তার ঘটনা থেকে শুরু করে এসআইআর-এর চাপে ক্লাসরুমের মধ্যে শিক্ষকের আত্মহত্যার অভিযোগে কাঠগড়ায় বিজেপি। বিজেপি শাসিত ওডিশায় হেনস্তার শিকার হয়েছেন হুগলির গোঘাটের বাসিন্দা রাজা আলি। আট মাস আগে পাথরশ্রমিক হিসেবে কটকে কাজে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, চলতি সপ্তাহে বুধবার এই ঘটনা ঘটেছে। বাংলায় কথা বলায় তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়। জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে বাধ্য করে ১০-১২ জন। বেধড়ক মারধর করা হয়। আতঙ্কে বাড়ি ফিরেছেন তিনি। ২২ জানুয়ারি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলিতে যাবেন। তখন এই বিষয়টি তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন রাজা। তবে এই ঘটনায় কেন্দ্রকে বিঁধে রাজার পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

অপরদিকে এদিনই মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার পাইকমারি চর এলাকার এক শিক্ষকের মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। শনিবার রাতে স্কুলের মধ্যেই আত্মঘাতী হন তিনি। পরিবারের দাবি, পূর্ব আলাইপুর গ্রামে একটি বুথে বিএলও হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। এসআইআর-এর কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। এই পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন ভগবানগোলার তৃণমূল বিধায়ক রিয়াত হোসেন সরকার। তাঁর দাবি, 'বিজেপির চাপে কমিশন তাড়াহুড়ো করে কাজ শেষ করতে চাইছে। প্রত্যেক বিএলওই চাপে রয়েছেন।' এই নিয়ে আটজন বিএলও'র মৃত্যু হয়েছে।

এদিনই এসআইআর-এর শুনানি লাইনে দাঁড়িয়ে হাওড়ার ডোমজুড়ের ৬৫ বছরের বৃদ্ধের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। যা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে তৃণমূলের তোপ, বাংলায় এসআইআর চক্রান্তের বলি আরও এক। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে ষড়যন্ত্র করেছে বিজেপি আর কমিশন।

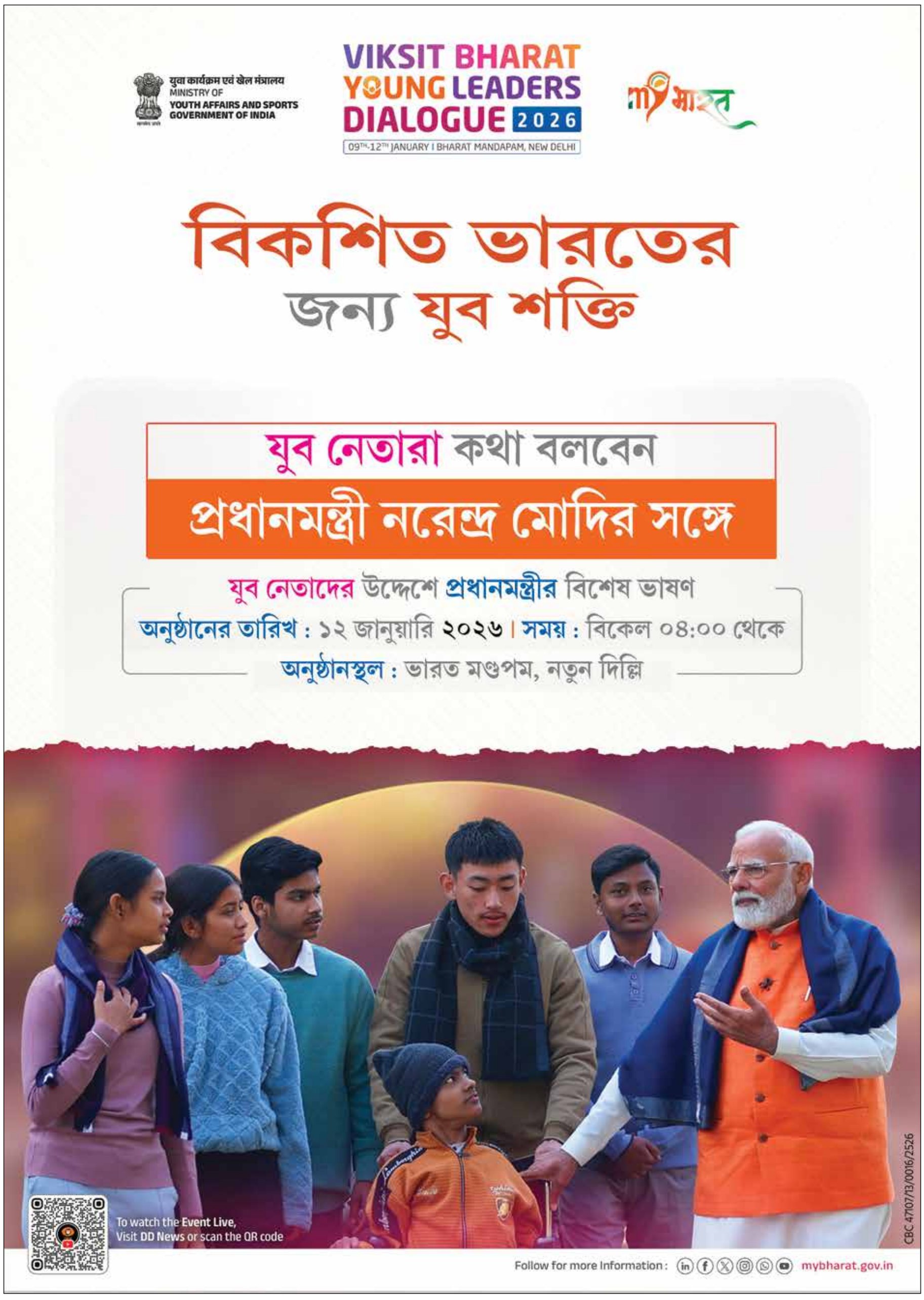

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৩৪ সংখ্যা, সোমবার, ২৭ পৌষ ১৪৩২

খেলাতেও বিদ্বেষ বিষ

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে আর মাসখানেক বাকি। অথচ ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি খুন হওয়ার পর থেকে সেদেশ এমন অশান্ত যে সাধারণ নির্বাচন করানো চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে। হাদির হত্যাকাণ্ডের পর এখনও পর্যন্ত হামলায় নিহত হয়েছেন ছয় থেকে সাতজন হিন্দু। হিন্দু নিপীড়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

এই পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রমশ খারাপ হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক। এর মধ্যে আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) নির্ভরযোগ্য বাঁহাতি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) দল থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ায় পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে।

বিসিসিআইয়ের নির্দেশে কোনও কারণ দেখানো হয়নি বটে, কিন্তু বিভিন্ন মহল প্রায় নিশ্চিত যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ফরমানে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বিসিসিআইকে। অথচ বিসিসিআই স্বশাসিত সংস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গুলিহেলনে চলার কথা নয়। অন্যদিকে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বলতে না বলতে কেকেআর কর্তৃপক্ষ দ্রুত মুস্তাফিজুরকে টিম থেকে সরিয়ে দিল।

ক্ষুব্ধ, ব্যথিত, হতাশ মুস্তাফিজুর ভারতে আর কখনও খেলবেন না জানিয়ে দিয়েছেন। বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর প্রথম আইপিএলে খেলেছিলেন ২০১৬ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে। তারপর খেলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে। কেকেআর ছেড়ে দেওয়ায় মুস্তাফিজুর এখন পাকিস্তান সুপার লিগে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কেকেআর মুস্তাফিজুরকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) ভীষণ ক্ষুব্ধ। আসন্ন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে তিনটি ম্যাচ নির্ধারিত ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু বিসিবি ভারতে নিজ দেশের ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার অভাবের যুক্তি দেখিয়ে বিসিসিআইকে জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা ভারতে কোনও ম্যাচই খেলবে না।

কিছুদিন আগেও দুটো দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ঝামেলার প্রভাব খেলাধুলোর ওপর তেমনভাবে পড়ত না। বরং রাজনীতির তিক্ততা মুছে যেত খেলার মাঠে। দেখা যেত সৌজন্য ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ। আজ সম্পূর্ণ উলটো চিত্র। পহলগামে জঙ্গি হামলার পর গত বছর এশিয়া কাপে পাকিস্তানে কোনও ম্যাচ খেলবে না বলে ভারত সিদ্ধান্ত নেয়। তখন এশিয়া কাপ কর্তৃপক্ষ ম্যাচের স্থান ঠিক করল দুবাইয়ে।

দুবাইয়ে ক্রিকেট দুনিয়ায় বরাবরের হাই ভোল্টেজ ভারত-পাক ম্যাচ। বহু দশক ধরে ভারত-পাক ম্যাচকে কেন্দ্র করে উত্তেজনায় টগবগ করে ফোটে দুবাই। এবারও সেজে উঠেছিল মরুশহর। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ম্যাচ শেষে দু'দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে করমর্দনের সৌজন্যের ছবি দেখা গেল না। ভারত এবং পাকিস্তান পরস্পরের মাঠে ম্যাচ খেলবে না- এটা এতদিন চলছিল। এখন সঙ্গে যোগ হল বাংলাদেশ।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে, কোনও টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ চলতে থাকলে তো ভবিষ্যতে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার আশা নেই। এমনিতেই ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সময় থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি ঘটেই চলেছে। হাসিনা ভারতে আশ্রিতা। অন্তর্বর্তী সরকার একাধিকবার হাসিনার প্রত্যর্পণ চেয়ে চিঠি দিলেও দিল্লি তাতে সাড়া না দেওয়ায় বাংলাদেশ আরও ক্ষুব্ধ।

সম্প্রতি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে পাঠিয়েছিল ভারত। খালেদা-পুত্র ও বিএনপি নেতা তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাঠানো চিঠি তুলে দেন জয়শংকর। দুজনের মধ্যে কথাও হয় বেশ কিছুক্ষণ। বাংলাদেশের নির্বাচনি আসরে আওয়ামী লিগের অনুপস্থিতিতে বিএনপির দিকে ঝুঁকে ভারত কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু মুস্তাফিজুরকে কেকেআর থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও জটিল করে তুলল।

অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাববেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল।

-স্বামী বিবেকানন্দ

ব্যক্তি জনপ্রিয়তা ও গণতন্ত্রের রাজনীতি

মানুষ আজ তত্ত্বের চেয়ে মুখ খোঁজে, আদর্শের চেয়ে অনুভব। এই বাস্তবতা সম্ভাবনা ও সতর্কতা, দুই-ই বহন করে।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

ইতিহাসে স্বৈরাচারী শাসকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। প্রায় প্রত্যেক স্বৈরাচারী শাসকের উত্থান ব্যক্তি জনপ্রিয়তার হাত ধরে ঘটে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের দেশে জনপ্রিয় ব্যক্তিসত্তা কখনো-কখনো রাজনৈতিক পরিসর নিয়ন্ত্রণ করলেও ব্যক্তি কখনও সেই অর্থে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। দু-একটি ক্ষেত্রে তেমন সম্ভাবনা তৈরি হলেও গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সাধারণ মানুষ সেই প্রবণতা প্রতিহত করেছেন।

আজকের দিনে শুধু আমাদের দেশ নয়, সারা বিশ্বে রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বে ব্যক্তির জনপ্রিয়তা অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। দল, সমাজতত্ত্ব কিংবা মতাদর্শের গণ্ডি ছাড়িয়ে মানুষ একজন ব্যক্তির প্রতি বেশি আস্থাশীল হতে চাইছেন, যিনি দুঃখে-সুখে পাশে দাঁড়াবেন। যিনি শুধু তত্ত্বকথা নয়, অনুভব দিয়ে জীবনের গভীরে পৌঁছাতে পারেন। রাজনীতি আজ তাই অনেকটাই আবেগের।

এখানেই উঠে আসে ব্যক্তি জনপ্রিয়তা পরিমাপের প্রশ্ন। কেবল নির্বাচনি জয় কি এর একমাত্র সূচক? নাকি এমন পরিস্থিতি ব্যক্তি জনপ্রিয়তার প্রকৃত মাপকাঠি, যেখানে দলের প্রতি ততটা আস্থাশীল না হলেও ব্যক্তি হিসেবে একজন নেতা এতটাই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেন যে, দীর্ঘ সময় তিনি শাসনের কেন্দ্রে অবস্থান করেন! আমাদের দেশের বেশ কয়েকজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনপ্রিয়তার নিরিখে পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁদের শাসনকালে দলীয় মতাদর্শ ও রাজনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা অস্বীকার করারও উপায় নেই।

- এআই

নেহরুর কথা

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দীর্ঘ সময় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উপস্থিতি ছিল ইতিহাসের অনিবার্য বাস্তবতা। কিন্তু এই দীর্ঘ শাসনকালকে কি আমরা আজকের অর্থে 'ব্যক্তি জনপ্রিয়তা'র উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি? নাকি তখনকার রাজনৈতিক বাস্তবতায়, স্বাধীনতা পরবর্তী সর্বভারতীয় পরিসরে জাতীয় কংগ্রেসের সমান্তরালে কোনও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তি না থাকায় নেহরুই স্বাভাবিক ও সর্বসম্মত নেতৃত্ব হিসেবে সামনে এসেছিলেন?

নেহরুর জনপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে ছিল, কিন্তু তা অনেকটা ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের ফসল। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা, জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধির রাজনৈতিক উত্তরসূরি এবং সমদর্শিতার পূজারি। ফলে নেহরুর দীর্ঘ প্রধানমন্ত্রিত্ব ব্যক্তি জনপ্রিয়তার চেয়ে বেশি ছিল প্রতিষ্ঠান ও ইতিহাসনির্ভর।

পথ দেখালেন ইন্দিরা

বরং ইন্দিরা গান্ধির উত্থান ভারতীয় রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। জরুরি অবস্থা জারি করে গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করার পর ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে তাঁর পরাজয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন- এই দুই বিপরীত অভিজ্ঞতা ব্যক্তি জনপ্রিয়তার শক্তিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। বিশেষত ১৯৭১ সালে প্রবল আন্তর্জাতিক চাপ উপেক্ষা করে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ও স্বীকৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইন্দিরাকে দৃঢ়, আপসহীন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।

যেখানে দল ও মতাদর্শের ঊর্ধ্বে এক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ও সাহস জাতীয় আবেগের কেন্দ্রে স্থান পায়। একই সময়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়াকে সংহত করা এবং জাতিসত্তার প্রশ্নকে সামনে রেখে মুলায়ম সিং যাদব, কাশীরাম, লালুপ্রসাদ যাদব, নীতীশ কুমার, জর্জ ফার্নান্ডেজদের মতো নেতাদের উত্থান ব্যক্তি জনপ্রিয়তার প্রাথমিক উপসর্গ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

অনন্য দক্ষিণ ভারত

দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে ব্যক্তি জনপ্রিয়তার আরও নাটকীয় রূপ দেখা যায়। এমজি রামচন্দ্রন কিংবা এনটি রামারাও চলচ্চিত্রের পর্দা থেকে সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছোন। তাঁদের জনপ্রিয়তা জটিল রাজনৈতিক তত্ত্বের ওপর নয়, বরং গড়ে ওঠে নায়কোচিত ভাবমূর্তি, দরিদ্রের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি এবং আঞ্চলিক জাতিসত্তার আবেগকে সামনে রেখে। এম করুণানিধির নেতৃত্বে দ্রাবিড় রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিচয় যুক্ত হয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক পরিসর নির্মাণ করে।

বাজপেয়ী ও জোট রাজনীতি

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে অটলবিহারী বাজপেয়ীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত হলেও তিনি এককভাবে নিজের ক্যারিশমায় দলকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় আনতে পারেননি। তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে জোট রাজনীতির ওপর। এর একটি বড় কারণ, তাঁর সময়ে কংগ্রেসের বাইরে কোনও রাজনৈতিক দল দেশ চালাতে পারে- এমন বিশ্বাস মানুষের মনে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেননা, ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা পরবর্তী প্রথম মোর্চা সরকার এবং ১৯৮৯ সালে রাজীব গান্ধি পরবর্তী ভিপি সিংয়ের নেতৃত্বে দ্বিতীয় মোর্চা সরকারের অভিজ্ঞতা ও দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতা দেশবাসীর মনে অনিশ্চয়তা তৈরি করে দিয়েছিল।

ফলে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির বাজপেয়ীর পক্ষে একা কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে ধর্মীয় আবেগনির্ভর একটি দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আস্থাশীল করা সহজ ছিল না। তা সত্ত্বেও জোট রাজনীতিতে ভর করে তাঁর পাঁচ বছরের দেশশাসন কম কৃতিত্বের নয়। আসলে রাজনীতিতে ব্যক্তি জনপ্রিয়তার তাত্ত্বিক প্রবণতা ব্যাখ্যা করতে গেলে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারের 'Charismatic Authority' তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

ওয়েবারের মতে, ক্যারিশমাটিক কর্তৃত্ব এমন এক শাসনরূপ যা আইন বা প্রথার ওপর নয়, বরং জনগণের বিশ্বাস ও আবেগের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক গণতন্ত্রে গণমাধ্যম ও প্রযুক্তি এই ক্যারিশমাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। নেতা আজ কেবল প্রশাসক নন, তিনি প্রতীক, গল্পকার এবং অনেক সময় জাতির মানসিক অভিভাবক। তাই আজ শুধু আমাদের দেশে নয়, বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় নেতার সংজ্ঞা যেমন বদলেছে, তেমনই নেতৃত্বের প্রকাশ ও ধরন পালটে গিয়েছে।

ব্যক্তিনির্ভরতার নয়া যুগ

এই বাস্তবতায় উত্থান নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির। তাঁর আগে অ-কংগ্রেসি সরকার দেশ শাসন করায় জনগণের মনে বিকল্প শাসনের ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই প্রস্তুত জমিতে মোদি নিজের ব্যক্তিগত ক্যারিশমা, উন্নয়নের ভাষ্য এবং শক্ত নেতৃত্বের প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করে দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় আছেন। যে প্রবণতার প্রতিফলন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও স্পষ্ট।

জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সময়ে দল ও মতাদর্শ ছিল রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি। ব্যক্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও কখনও দলের ঊর্ধ্বে ওঠেনি। বর্তমান বাস্তবতায় বহু সমালোচনা সত্ত্বেও ব্যক্তির প্রতি ভরসাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বারবার শাসনক্ষমতায় ফিরিয়ে আনছে। তাঁর রাজনৈতিক ভাষা তাত্ত্বিক নয়, আবেগী। প্রশাসনিক নয়, মানবিক। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্পগুলিতে অর্থনৈতিক সহায়তার পাশাপাশি একধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিনিয়োগ ঘটেছে। এগুলি মানুষের মনে বিশ্বাস জাগিয়েছে যে, রাষ্ট্র তাঁদের দেখছে ও চিনছে।

বিশ্বের দরবারে

বিশ্ব রাজনীতিতেও ব্যক্তি জনপ্রিয়তার যুগ স্পষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বারাক ওবামার Yes We Can স্লোগান একসময় প্রজন্মের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার সেই আবেগকে উলটোদিক থেকে কাজে লাগিয়ে বলেছেন, Make America Great Again. অর্থাৎ জাতীয় গর্ব, অতীতের মহিমা ও ক্ষোভ- এই ত্রিমাত্রিক আবেগের ওপর ভর করে তিনি নিজের জনপ্রিয়তা গড়ে তুলেছেন। দলীয় জনপ্রিয়তা কম থাকা সত্ত্বেও তাঁর নেতৃত্বে রিপাবলিকান পার্টি আবার হোয়াইট হাউসের ক্ষমতায়।

তুরস্কের রিসেপ তায়িপ এর্দোগান প্রথাগত রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙে একক ব্যক্তিত্বে দেশ চালানোর সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন। ইউক্রেনের ভোলোদোমির জেলেনস্কিও জনপ্রিয়তার এই নতুন রাজনৈতিক সূত্রের অনুসারী। তবে ব্যক্তি জনপ্রিয়তার এই যুগে গণতন্ত্রের ঝুঁকি কম নয়। অতিমাত্রায় জনপ্রিয় নেতা কখনো-কখনো প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে দেন, সমালোচনাকে শত্রুতা হিসেবে দেখেন এবং শাসন ব্যবস্থাকে অতিরিক্ত ব্যক্তিনির্ভর করে তোলেন।

ইতিহাস দেখিয়েছে, যেখানে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে গ্রাস করেছে, সেখানে গণতন্ত্র সংকটে পড়েছে। আবার যেখানে জনপ্রিয়তা ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা গিয়েছে, সেখানে গণতন্ত্র প্রাণ পেয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, রাজনীতিতে ব্যক্তি জনপ্রিয়তা কোনও সাময়িক প্রবণতা নয়। এটা সমাজের গভীর মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের প্রতিফলন।

মানুষ আজ তত্ত্বের চেয়ে মুখ খোঁজে, আদর্শের চেয়ে অনুভব। এই বাস্তবতায় ব্যক্তি জনপ্রিয়তা যেমন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়, তেমনই সতর্কতার সংকেত বহন করে। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে এই প্রশ্নের উত্তরের ওপর- আমরা কি কেবল ব্যক্তির মোহে ভাসব নাকি সেই মোহের মধ্যেই প্রতিষ্ঠান ও বিবেককে দৃঢ় করে ধরে রাখতে পারব?

(লেখক শিক্ষক। দিনহাটার বাসিন্দা)

আজ

১৮৬৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন স্বামী বিবেকানন্দ।

১৯৩৪

মাস্টারদা সূর্য সেন শহিদ হন আজকের দিনে।

আলোচিত

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিটা প্রায় হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু এটা ট্রাম্পের চুক্তি ছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কেবল একটা ফোন করতেন মোদি। কিন্তু মোদি এতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেননি। উনি ফোন করেননি। চুক্তির জটিলতা নিয়ে বন্ধ দরজার আড়ালে দুই দেশের কথা হবে। প্রকাশ্যে নয়।

- পীযূষ গোয়েল

ভাইরাল/১

রাতের অন্ধকারে পাহাড় বেয়ে উঠছে কে? অশরীরী নাকি অন্য কিছু? মান্ডির ভিডিও ঘিরে তোলপাড় নেটদুনিয়া। ঘুটঘুটে অন্ধকারে এক কালো ছায়ামূর্তি খাড়া পাহাড় বেয়ে তরতরিয়ে উঠছে। তার চোখ দুটি গাড়ির হেডলাইটের মতো জ্বলছে।

ভাইরাল/২

খামেনেই সরকারের বিরুদ্ধে লন্ডনের কেনসিংটনে ইরানি দূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভ চলছিল। সেই সময় এক বিক্ষোভকারী দূতাবাসের দিকে ছুটে যান। তারপর দেওয়াল বেয়ে ব্যালকনিতে উঠে পড়েন। ইরানের জাতীয় পতাকা টেনে ছিঁড়ে ফেলেন। শ্রীঘরে প্রতিবাদী।

জনমন
জনমত

বিবেকানন্দ এক আলোকবর্তিকা

চতুর্দিকে এখন সামাজিক অবক্ষয়ের চালচিত্র। প্রতিহিংসার দাবানলে জ্বলছে পৃথিবী। 'বিনা রণে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' - এই মনোভাব দ্বারা পুষ্ট সকলে। ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবার নোঙর বাঁধা একই ঘাটে। হিংস্র পশুর থেকেও অধম। মানবিকতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, শৌর্য পরাস্ত মানবকুলের কাছে। এখনও জাতপাতের ছত্রছায়ায় সুখনিদ্রায় মগ্ন। যতদিন এই পৃথিবী থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই সমীকরণ চলতেই থাকবে।

আমরা ভুলে গিয়েছি যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার কথা। একটি কৌপীন সম্বল করে নিদারুণ শীতে, অনাহারে মাত্র পাঁচ মিনিটের বক্তৃতায় বিশ্ব জয়ের কথা সে এক ইতিহাস! বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বামীজির বাণী খুবই প্রাসঙ্গিক। বিবেকানন্দ পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে আলো জ্বালাতে চেয়েছিলেন প্রতিটি ঘরের আঙিনায়।

সেই আঙিনায় ফুল, মালায় সাজাই তাঁকে। তাঁর কর্ম ও ধর্ম উদ্বেলিত করে। দিশেহারা তরুণসমাজ আজ মেরুদণ্ডহীন। তোমার গৈরিক রংয়ের প্রেমের বাণীতে রাঙানো বাকি বাস্তবের মাটি। তাঁর আশা ও স্বপ্ন এখনও আলো দেখায়।

হে মহামানব! তুমি পথভ্রষ্ট পথিকের একমাত্র দিশা। চিরন্তন সত্য তুমি রয়েছ স্মরণে মননে। জীবনের পাথেয় হোক তোমার আশীর্বাদ।

সন্ধ্যা দত্ত, শিলিগুড়ি।

ট্রেনের বর্ধিত ভাড়ায় আপত্তি

ভারতের রেল ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী মাধ্যম হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে ট্রেনই একমাত্র ভরসা। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে রেলের ভাড়া ধারাবাহিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের ওপর বাড়তি আর্থিক চাপ পড়েছে।

মধ্যবিত্ত পরিবারের আয় সীমিত। শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির মধ্যেই তাদের জীবনযাপন করতে হয়। এর ওপর যদি যাতায়াতের খরচও বেড়ে যায়, তাহলে ট্রেনে ভ্রমণ করাও অনেকের কাছে কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। ছাত্রছাত্রী, চাকরিজীবী, ছোট ব্যবসায়ী এবং গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে কাজ করতে আসা মানুষজনের জন্য এই ভাড়া বৃদ্ধি বিশেষভাবে সমস্যা তৈরি করে। রেলপথ শুধু যাতায়াতের মাধ্যম নয়, এটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত থাকে। রেলের ভাড়া কমানো হলে মানুষ আরও বেশি ট্রেনে যাতায়াত করতে উৎসাহিত হবেন। আমাদের দাবি, রেল কর্তৃপক্ষ যেন মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে টিকিটের ভাড়া যুক্তিসংগতভাবে কমায়।

রীতম হালদার
সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।

বিবেকের মুখোমুখি হয়ে তাঁকে স্মরণ

মানুষ কি এগোচ্ছে? তার আত্মবিশ্বাস কি বেড়েছে? আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে তাঁর এই প্রশ্নগুলিই আমাদের পাথেয়।

শমিত বিশ্বাস

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন এলেই আমরা অভ্যাসমতো আলো জ্বালাই, মঞ্চ সাজাই, স্মরণসভা করি। বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা যেন নিজেদের দায় শেষ করি। পরদিন আবার স্বস্তির জীবনে ফিরে যাই—যেখানে প্রশ্ন নেই, অস্বস্তি নেই, কেবল চলমান অভ্যাস। কিন্তু এই স্মরণ কি সত্যিই স্মরণ? নাকি এটি আত্মতুষ্টির এক নীরব আয়োজন, যেখানে আমরা মানুষটিকে স্মরণ করি, কিন্তু তাঁর প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে যাই?

যাঁর নামের মধ্যেই আছে 'বিবেক', তাঁকে স্মরণ করতে হলে আগে নিজের বিবেকের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। আর এই মুখোমুখি হওয়াটাই মানুষের কাছে সবচেয়ে কঠিন। কারণ বিবেক প্রশ্ন করে, আর প্রশ্ন মানুষের আরামের শত্রু। বিবেকানন্দ কোনও উৎসবের মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন অস্বস্তির মানুষ। যেখানে সমাজ নিশ্চিন্তে নিজেকে সঠিক বলে ধরে নেয়, সেখানে তিনি আয়নার মতো দাঁড়িয়ে বলতেন—নিজের মুখটা একবার ভালো করে দেখো। তিনি ঈশ্বরকে আকাশে বসাননি। রেখেছিলেন মানুষের ভেতরে। তাই তাঁর দর্শন এত কঠিন, এত নির্দয়ভাবে সত্য। আকাশের ঈশ্বরকে অস্বীকার করা যায়, ধর্মগ্রন্থের ঈশ্বরকে নিয়ে তর্ক করা যায়, কিন্তু মানুষের ভেতরের ঈশ্বরকে অস্বীকার করলে নিজের কাছেই অপরাধী হতে হয়। আর মানুষ নিজের কাছে অপরাধী হতে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়। এই ভয় থেকেই জন্ম নেয় নীরবতা, আপস আর ভণ্ড শ্রদ্ধা।

আজ আমরা কোন সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি? রাষ্ট্র শক্তিশালী—এই দাবি জোরালো। উন্নয়নের গল্প চারদিকে ছড়িয়ে আছে। অর্থনীতি সংখ্যায় বড় হচ্ছে, পরিসংখ্যান বলছে আমরা এগোচ্ছি। কিন্তু প্রশ্ন হল—মানুষ কি এগোচ্ছে? তার আত্মবিশ্বাস কি বেড়েছে? তার মর্যাদা কি সুরক্ষিত হয়েছে? নাকি সে কেবল আরও নিখুঁতভাবে টিকে থাকার কৌশল শিখে নিয়েছে? এই প্রশ্নগুলো বিবেকানন্দের প্রশ্ন। কিন্তু আজকের সমাজ সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার বদলে সেগুলো এড়িয়ে যাওয়াকেই নিরাপদ পথ বলে মেনে নিয়েছে। আমরা উন্নয়নের কথা বলতে ভালোবাসি, কিন্তু সেই উন্নয়নের ভেতরে মানুষের চোখের দিকে তাকাতে ভয় পাই। কারণ সেই চোখে আছে ক্ষুধা, আছে অপমান, আছে দীর্ঘ অপেক্ষার ক্লান্তি।

- এআই

বিবেকানন্দ বলেছিলেন—'আগে মানুষ হও, তারপর সবকিছু।' কিন্তু আমরা উলটো পথ বেছে নিয়েছি। আমরা আগে ব্যবস্থা বানিয়েছি, তারপর মানুষকে সেই ব্যবস্থার ভেতরে ঢুকিয়ে তাকে যন্ত্রের একটি অংশে পরিণত করেছি। ফলে উন্নয়ন হয়েছে, কিন্তু উন্নয়ন মানুষের ভেতরে ঢোকেনি। শিক্ষা বেড়েছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা কমেছে। প্রযুক্তি এসেছে, কিন্তু সংবেদনশীলতা কমে গিয়েছে। সবচেয়ে ভয়ংকর জায়গাটি এখানেই—আমরা আর লজ্জা পাই না। ক্ষুধার্ত মানুষ দেখে আমাদের অস্বস্তি হয় না। বেকার তরুণ আমাদের কাছে একটি পরিসংখ্যান মাত্র। অসুস্থ মানুষকে আমরা বোঝা বলে ভাবতে শিখেছি। এই অনুভূতিহীনতাই বিবেকানন্দের দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত।

তিনি শক্তির কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেই শক্তি ছিল আত্মিক—আত্মসম্মান থেকে জন্ম নেওয়া শক্তি। আজ আমরা শক্তি বুঝি দখল হিসেবে, ক্ষমতা হিসেবে, নিয়ন্ত্রণ হিসেবে। কিন্তু যে শক্তি অন্যকে ছোট করে, যে শক্তি ভয় দেখিয়ে টিকে থাকে—সে শক্তি নয়, সে দুর্বলতার নগ্ন প্রকাশ। বিবেকানন্দ যে ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে ভারত ভিক্ষা করে বাঁচবে না। সে ভারত মাথা তুলে দাঁড়াবে—মর্যাদায়, আত্মবিশ্বাসে, মানবিকতায়।

(লেখক অক্ষরকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৪২

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। ছোলা, বুট ৪। ভয়প্রদ, মমতা, ব্যথা ৫। খোনা, নাকি ৭। বড় কচ্ছপ, কচ্ছপ ৮। স্বপক্ষীয় লোকজন ৯। ইংরেজি বছরের মাস ১১। দেবরাজ ইন্দ্র ১৩। ইতিহাসোক্ত মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সৈন্যদল ১৪। অশ্বারোহী সৈন্যদল ১৫। দেবমন্দিরাদির পরিচালক সন্ন্যাসী, নবধা ভক্তিযুক্ত কৃষ্ণভক্ত।

উপর-নীচ : ১। মালাইচাকির আরেক নাম ২। পা, পদক্ষেপ, ঘোড়ার গতিভঙ্গি ৩। আবেগে বিহ্বল, আতিশয্যজনিত অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি ৬। ওস্তাদ, কর্মকুশল পণ্ডিত, স্বর্ণকার ৯। প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরি ১০। সরু ও কোমলতার ভাবপ্রকাশ ১১। বরিশালে উৎপন্ন সরু ধান ও তার চাল ১২। বাংলার একটি ঋতু।

সমাধান ■ ৪৩৪১

পাশাপাশি : ১। মিজোরাম ৩। খটকা ৫। খবরদার ৭। শপতি ৯। কলমি ১১। কলমবাজ ১৪। কয়েদ ১৫। কক্ষান্তর।

উপর-নীচ : ১। মিশমিশ ২। ময়ূখ ৩। খদির ৪। কাবার ৬। দামাল ৮। পঞ্চাল ১০। মিতাক্ষর ১১। কয়েক ১২। মরদ ১৩। জম্বুক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সোমনাথের শৌর্যে হিন্দুত্বে শান নমোর

আহমেদাবাদ, ১১ জানুয়ারি : রবিবার গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরে ‘শৌর্য যাত্রা’য় নেতৃত্ব দিয়ে এক গভীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতের হাজার বছরের লড়াই এবং পুনর্জাগরণের কথা বলতে গিয়ে তিনি কার্যত আসন্ন নির্বাচনের আগে ‘হিন্দুত্ব’ এবং ‘সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ’-এর পালে নতুন হাওয়া দিয়েছেন। ১০৮টি ঘোড়া এবং বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান কেবল ধর্মীয় উৎসবে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং তা হয়ে উঠেছে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এক বড় মঞ্চ।

সোমনাথ স্বাভিমান পর্বে যোগ দিয়ে এদিন তাঁর ভাষণে বারবার ‘দাসত্বের মানসিকতা’র কথা উল্লেখ করেছেন। তা করতে গিয়ে তিনি নাম না করে নিশানা করেন মূলত নেহরু-গান্ধি পরিবার এবং কংগ্রেসকে। ইতিহাসকে টেনে এনে তিনি ইঙ্গিত দেন যে, স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব সোমনাথ মন্দিরের সংস্কারে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। মোদি বলেন, ‘যাঁরা ভারতের নিজস্ব আধ্যাত্মিক শক্তিকে অস্বীকার করে তোষণের রাজনীতি করেছিলেন, তাঁরা আজ ইতিহাসের পাতায় বিলীন, কিন্তু সোমনাথের বিজয়পতাকা আজও অমলিন।’

তিনি বলেন, ‘ঘৃণা, অত্যাচার আর সন্ত্রাসের প্রকৃত ইতিহাস আমাদের থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। আমাদের শেখানো হয় মন্দির লুট করতেই হামলা চালানো হয়েছিল। স্বাধীনতার পর যখন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সোমনাথ মন্দির

> **যাঁরা ভারতের নিজস্ব আধ্যাত্মিক শক্তিকে অস্বীকার করে তোষণের রাজনীতি করেছিলেন, তাঁরা আজ ইতিহাসের পাতায় বিলীন, কিন্তু সোমনাথের বিজয়পতাকা আজও অমলিন**
>
> নরেন্দ্র মোদি

পুনর্নির্মাণের শপথ নিলেন, তখন তাঁর পথেও বাধা দেওয়া হয়েছিল।’ প্রধানমন্ত্রীর সাফ কথা, ‘স্বাধীনতার পর যে শক্তি গুজরাটে সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের বিরোধিতা করেছিল, তারা এখনও সক্রিয় রয়েছে। ভারতকে তাই সতর্ক, ঐক্যবদ্ধ ও ওই শক্তিকে হারানোর মতো ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।’

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মোদি সোমনাথের ধ্বংস এবং পুনর্গঠনের ইতিহাসকে অত্যন্ত সুকৌশলে সমসাময়িক রাজনীতির মেরুকরণে ব্যবহার করছেন। গজনি থেকে ঔরঙ্গজেব—আক্রমণকারীদের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বারবার হিন্দু বীরত্বের কথা বলেছেন। এর মাধ্যমে তিনি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, বিজেপিই একমাত্র শক্তি যারা ‘আক্রমণকারীদের’ ইতিহাস মুছে ভারতের গৌরব পুনরুদ্ধার করছে। একই সঙ্গে নিজেকে ‘হিন্দুহৃদয় সম্রাট’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি আসলে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ধর্মের এক অচ্ছেদ্য মেলবন্ধন ঘটাচ্ছেন।

১২ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রথম অর্থাৎ সোমনাথ মন্দিরের ট্রাস্টি হিসেবে মোদি নিজেকে ঐতিহ্যের অতন্দ্রপ্রহরী হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, ‘সোমনাথের কাহিনী হল ভারতের গল্প। বৈদেশিক শক্তি এই মন্দিরের মতো বারবার ভারতকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। হানাদাররা ভেবেছিল এই মন্দিরটি ধ্বংস করে তারা জিতে যাবে। কিন্তু ১ হাজার বছর পরও সোমনাথের ধ্বজা মাথার ওপরে উড়ছে। ১০০০ বছরের এই সংগ্রামের সঙ্গে সমসাময়িক ইতিহাসের সমতুল্য কোনও কিছুই নেই।’

শৌর্য যাত্রায় অন্য মেজাজে প্রধানমন্ত্রী। রবিবার সোমনাথে।

রুবিও ‘প্রেসিডেন্ট’ হলে আপত্তি নেই

এবার কিউবাকে সতর্কবার্তা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন ও কারাকাস, ১১ জানুয়ারি : ভেনেজুয়েলার ক্ষমতা দখলের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার প্রতিবেশী দেশ কিউবার দিকে নজর ঘোরালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রবিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ সরাসরি কিউবাকে হুমকি দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, সময় থাকতে আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি না করলে চরম মূল্য চোকাতে হবে। ট্রাম্পের স্পষ্ট বার্তা, ভেনেজুয়েলা থেকে কিউবায় যাওয়া তেল ও অর্থের জোগান এবার পুরোপুরি বন্ধ হতে চলেছে।

নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বড় হরফে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘কিউবায় আর এক ফোঁটা তেল বা এক পয়সাও যাবে না-শূন্য! আমি পরামর্শ দিচ্ছি, দেরি হওয়ার আগেই ওরা যেন আমাদের সঙ্গে চুক্তি করে ফেলে।’ ট্রাম্পের দাবি, কয়েকদশক ধরে ভেনেজুয়েলার ‘একনায়ক’দের নিরাপত্তা দেওয়ার বিনিময়ে কিউবা বিপুল পরিমাণ তেল ও অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে। কিন্তু গত সপ্তাহে ভেনেজুয়েলায় মার্কিন অভিযানের পর সেই সমীকরণ বদলে গিয়েছে। ট্রাম্পের কথায়, ‘বেশিরভাগ কিউবান নিরাপত্তারক্ষী গত সপ্তাহে মার্কিন হামলায় মারা পড়েছে। ভেনেজুয়েলাকে ওই গুন্ডা আর তোলাবাজদের হাত থেকে বাঁচানোর দরকার নেই।’

এদিন আরও একধাপ এগিয়ে

> **কিউবায় আর এক ফোঁটা তেল বা এক পয়সাও যাবে না-শূন্য! আমি পরামর্শ দিচ্ছি, দেরি হওয়ার আগেই ওরা যেন আমাদের সঙ্গে চুক্তি করে ফেলে।**
>
> ডোনাল্ড ট্রাম্প

ট্রাম্প ঘোষণা করেন, ভেনেজুয়েলাকে রক্ষা করার জন্য এখন আমেরিকার শক্তিশালী সেনাবাহিনী রয়েছে। পাশাপাশি মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও কিউবার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হতে পারেন, এমন একটি পোস্ট শেয়ার করে ট্রাম্প লেখেন, ‘শুনতে খারাপ লাগছে না!’ পর্যবেক্ষকদের মতে, ভেনেজুয়েলার পর কিউবার ওপর এই অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ লাতিন আমেরিকায় মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের এক বৃহত্তর কৌশলের অংশ।

অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক প্রত্যক্ষদর্শী রক্ষীর দাবি, মার্কিন সেনার অত্যাধুনিক ‘সনিক ওয়েপন’ বা শব্দ-অস্ত্রের দাপটে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল ভেনেজুয়েলার সেনাবাহিনী। তিনি বলেন, ‘হঠাৎ ওরা এমন কিছু একটা ছুড়ল যাতে মনে হচ্ছিল তীব্র এক শব্দতরঙ্গ আমার মাথার ভেতরে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। আমাদের সবার নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করল, কেউ কেউ রক্তবমি করছিল। আমরা নড়াচড়া করার ক্ষমতা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম।’ ভীত-সন্ত্রস্ত ওই রক্ষীর সাবধানবাণী, ‘যারা আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা ভাবছে, তাদের জন্য এটি একটি সতর্কবার্তা। ওরা কী করতে পারে, সে সম্পর্কে কারও কোনও ধারণাই নেই।’

কদম কদম বাড়ায়ে যা... *রবিবার নয়াদিল্লির কর্তব্যপথে।*

স্বামীর খুনের সাক্ষী হওয়ায় প্রাণ গেল বধূর

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : ঠিক যেন কোনও টানটান ক্রাইম থ্রিলারের নৃশংস চিত্রনাট্য। তবে সিনেমা নয়, দিল্লির রাজপথে ঘটে যাওয়া এক পৈশাচিক বাস্তবতা। ২০২৩-এ চোখের সামনে স্বামীকে খুন হতে দেখেছিলেন বছর ৪৪-এর রচনা যাদব। সেই খুনের মামলার প্রধান সাক্ষী ছিলেন তিনি। কিন্তু আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া আর হল না। স্বামীর খুনিদের হাতেই প্রাণ দিতে হল উত্তর-পশ্চিম দিল্লির শালিমারবাগের গৃহবধূকে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, রচনার পথ আটকায় দুই দুষ্কৃতী। খুব শান্ত গলায় একজন তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করে। রচনা নিজের পরিচয় দিতেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তাঁর কপালে গুলি চালিয়ে দেয় আততায়ী। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

গুজরাটে ৭ লক্ষ কোটি লগ্নি ঘোষণা আম্বানির

রাজকোট, ১১ জানুয়ারি : গুজরাটের মাটি থেকে বড় চমক দিলেন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার মুকেশ আম্বানি। রবিবার রাজকোটে আয়োজিত ‘ভাইব্রান্ট গুজরাট’ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে তিনি ঘোষণা করেন, আগামী পাঁচ বছরে গুজরাটে ৭ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে রিলায়েন্স। গত পাঁচ বছরের তুলনায় এই বিনিয়োগের অঙ্ক ঠিক দ্বিগুণ।

আম্বানি বলেন, ‘জামনগরকে বিশ্বের বৃহত্তম গ্রিন এনার্জি হাবে পরিণত করা হবে এবং সেখান থেকেই ভারত পরিবেশবান্ধব শক্তি রপ্তানি করবে।’ সাধারণ মানুষের কাছে সস্তায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পৌঁছে দিতে জামনগরেই তৈরি হচ্ছে দেশের বৃহত্তম ‘এআই-রেডি’ ডেটা সেন্টার। জিও-র মাধ্যমে এই পরিষেবা মিলবে স্থানীয় ভাষায়। এছাড়া ২০৩৬ সালে আহমেদাবাদে অলিম্পিক আয়োজনের স্বপ্ন পূরণে সরকারের সঙ্গী হবে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন। এদিন প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের ‘অজেয় রক্ষাকবচ’ আখ্যা দিয়ে আম্বানি বলেন, ‘মোদি জমানাতে ভারত উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে কর্মতৎপরতার পথে এগিয়েছে।’

কেন্দ্রের রোষ, পদক্ষেপ এক্সের

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : মার্কিন ধনকুবের এলন মাস্কের সংস্থা এক্সের এআই প্ল্যাটফর্ম ‘গ্রোক’ ব্যবহার করে নানাবিধ অশ্লীল ছবি তৈরি ও সেইসব ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। কেন্দ্রের কড়া নির্দেশে এআই-এর অপব্যবহার রুখতে সম্প্রতি ৩,৫০০-এর বেশি পোস্ট ব্লক এবং ৬০০টি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে এক্স। কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক জানিয়েছে, এক্স যদি নিয়ম মেনে কাজ না করে, তাহলে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৭৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী তারা তাদের আইনি রক্ষাকবচ হারাবে। চাপের মুখে মাস্কের সংস্থা জানিয়েছে, ভবিষ্যতে বিতর্ক ঠেকাতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

ভারত আমাকে ভয় পায়, দাবি সইফুল্লার

ইসলামাবাদ, ১১ জানুয়ারি : পহলগামে ২৬ জন নিরীহ মানুষের রক্তপাতের পৈশাচিক স্মৃতি আজও দেশবাসীর মনে টাটকা। সেই ক্ষতে নুন ছিটিয়ে এবার বিষোদ্গার করল হামলার মূলচক্রী তথা লস্কর-ই-তৈবার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা সইফুল্লা কাসুরি। আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তান জঙ্গিদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখার যতই নাটক করুক না কেন, খোদ পাক সেনার সঙ্গে তাদের ‘গলাগলি’ যে কতটা গভীর, তা এবার প্রকাশ্য জনসভায় ফাঁস করে দিল এই কুখ্যাত জঙ্গি। সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, পাকিস্তানের এক স্কুলের অনুষ্ঠানে কচিকাঁচাদের সামনে দাঁড়িয়ে সগর্বে সে দাবি করছে, ভারত নাকি তাকে যমের মতো ভয় পায়!

ভিডিওতে কাসুরিকে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলতে শোনা যায়, ‘তোমরা কি জানো, ভারত আমাকে ভয় পায়? পহলগাম হামলার মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে আজ আমার নাম গোটা বিশ্বে পরিচিত হয়ে গিয়েছে।’ শুধু তাই নয়, জঙ্গি দমনে ভারতের সাম্প্রতিক ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সাফল্যকে খাটো করার চেষ্টা চালিয়ে জঙ্গি নেতার হুংকার, ‘অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে শুধু জঙ্গিঘাঁটি বেছে নিয়ে হামলা চালিয়ে ভারত বড় ভুল করেছে।’ লস্কর যে কখনও জঙ্গিবাদের লক্ষ্য ছেড়ে পিছু হটবে না, সেই হুঁশিয়ারিও শোনা গিয়েছে তার গলায়।

তবে কাসুরির বক্তৃতায় সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্যটি হল পাক সেনাবাহিনীর সঙ্গে সরাসরি যোগসাজশ। আন্তর্জাতিক চাপ এড়াতে ইসলামাবাদ বরাবর জঙ্গি-যোগ অস্বীকার করলেও কাসুরি প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছে, সে পাক সেনার নিয়মিত অতিথি। তার দাবি, ‘পাক সেনা আমাকে রীতিমতো আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ জানায়। কোনও পাক সেনার মৃত্যু হলে জনাজার নমাজ পাঠ করার জন্য সেনা কর্তৃপক্ষ বিশেষ সম্মানের সঙ্গে আমাকেই ডেকে পাঠায়।’

কাসুরির মন্তব্যে স্পষ্ট, ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকার শীর্ষ নামগুলি প্রতিবেশী দেশে কার্যত ‘রাষ্ট্রীয় অতিথি’র মর্যাদা পাচ্ছে। এনআইএ-এর চার্জশিটে মূল অভিযুক্ত হিসেবে নাম থাকা কাসুরির এই ‘স্বীকারোক্তি’ দিল্লির সরকারি মহলে নতুন করে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

ঘিরে ধরে কুয়াশা যখন... *রবিবার প্রয়াগরাজে।*

সাইবার প্রতারণার শিকার দম্পতি

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : এক অনাবাসী বয়স্ক দম্পতি দিল্লিতে জালিয়াতির শিকার হলেন। অভিযোগ, সাইবার অপরাধীরা তাঁদের ১৭দিন বাড়িতে ডিজিটাল গ্রেপ্তার করে রেখেছিল। ওইসময় তারা প্রায় ১৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। ঘটনা ঘিরে হইচই পড়ে গিয়েছে পুলিশ প্রশাসনে। প্রতারণা চক্রের অনুসন্ধানে তদন্তে নেমেছে দিল্লি পুলিশ।

প্রতারিত স্বামী-স্ত্রী ড. ওম তানেজা ও ইন্দিরা তানেজা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করতেন। তাঁরা ছিলেন রাষ্ট্রসংঘের কর্মী। ৪৮ বছর আমেরিকায় ছিলেন। কর্মক্ষেত্র থেকে অবসরের পর ২০১৫ সালে ভারতে এসে দাতব্যসেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেন তাঁরা। প্রতারণা সম্পর্কে তদন্তে জানা গিয়েছে, ২৪ ডিসেম্বর এক ব্যক্তি নিজেকে টেলিকম দপ্তরের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে ফোনে বলেন, দম্পতির নামে সিম কার্ড নথিভুক্ত হয়ে অবৈধ কাজ চলছে। ওই ব্যক্তির শাগরেদরা নিজেদের সিবিআই পরিচয় দিয়ে দম্পতিকে ভয় দেখান যে, দম্পতি অর্থ পাচারের মামলায় জড়িত। অভিযুক্তরা তাঁদের নজরবন্দি করে জানায় তাঁরা ডিজিটালি গ্রেপ্তার হয়েছেন। অভিযোগ, দম্পতিকে ১৭ দিন ডিজিটাল গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছিল। ওই সময়ে ধাপে ধাপে তাঁদের অ্যাকাউন্ট থেকে ১৪.৮৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারকেরা। ওই অবস্থায় আর থাকতে না পেরে দম্পতি পুলিশের দ্বারস্থ হন। বিষয়টি তদন্ত করছে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের সাইবার ইউনিট ‘দ্য ইনটেলিজেন্স ফিউশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক অপারেশনস (আইএফএসও)’।

ইনস্টাগ্রামে সিঁধ কাটছে হ্যাকাররা

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : সমাজমাধ্যমে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা কি শুধুই একটা শব্দবন্ধ? সাইবার দুনিয়ায় শোরগোল ফেলে দিয়েছে ইনস্টাগ্রামের তথ্য ফাঁসের খবর। সাইবার সুরক্ষা সংস্থা ‘ম্যালওয়্যারবাইটস’-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, প্রায় ১৭.৫ কোটি ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য এখন হ্যাকারদের হাতের মুঠোয়। এই বিপুল তথ্য ডার্ক ওয়েব বা ইন্টারনেটের অন্ধকার দুনিয়ায় বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে, যা ডিজিটাল সুরক্ষা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

কোন কোন তথ্য বেহাত হয়েছে? জানা গিয়েছে, ব্যবহারকারীদের নাম, ই-মেল আইডি, ফোন নম্বর, এমনকি ঠিকানাও পৌঁছে গিয়েছে হ্যাকারদের কাছে। ম্যালওয়্যারবাইটসের এক আধিকারিকের কথায়, ‘ডার্ক ওয়েব স্ক্যান করার সময় আমরা দেখেছি এই তথ্যগুলি বিনামূল্যে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে ফিশিং বা অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড বদলে যাওয়ার ঝুঁকি কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে।’ বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ২০২৪ সালের একটি ‘এপিআই’ ত্রুটি থেকে এই তথ্য চুরি হয়েছে।

ইতিমধ্যেই বহু ব্যবহারকারী অভিযোগ করেছেন, তাঁরা ইনস্টাগ্রাম থেকে না চাইতেই ‘পাসওয়ার্ড রিসেট’ ই-মেল পাচ্ছেন। ম্যালওয়্যারবাইটসের সতর্কবার্তা, হ্যাকারেরা আপনার ফোন নম্বর বা ই-মেল ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই ‘ডেটা ব্রিচ’ সাধারণ ব্যবহারকারীদের অন্য সমাজমাধ্যম অ্যাকাউন্টেও বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। ভারতে ইনস্টাগ্রামের বিশাল বাজার রয়েছে। প্রায় ৪৮ কোটি মানুষ এই অ্যাপ ব্যবহার করেন। ফলে তথ্য ফাঁসে ভারতীয়দের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাও বেশি। ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন আইন অনুসারে এই ধরনের ঘটনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও, এখন পর্যন্ত মেটা এই বিষয়ে কোনও বিবৃতি জারি করেনি।

রোহিঙ্গা খুঁজবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

মুম্বই, ১১ জানুয়ারি : দেশ থেকে রোহিঙ্গা এবং অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করতে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট সহ যতগুলি রাজ্যে এসআইআর হয়েছে, সেখানে কোথাও এখনও পর্যন্ত একজনও অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গা খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই পরিস্থিতিতে মুম্বই মহানগরকে রোহিঙ্গা এবং অনুপ্রবেশকারীমুক্ত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের সাহায্য নেওয়া হবে বলে জানিয়ে চমক দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।

কিন্তু এআই দিয়ে রোহিঙ্গা, অনপ্রবেশকারী খুঁজে বের করা? শুনতে অদ্ভুত লাগলেও ভোটে জিতে ক্ষমতায় এলে এই অসাধ্যসাধনটিই করে দেখাতে চাইছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন মহাযুতি। রবিবার মুম্বইয়ে পুরভোটের ইস্তাহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের গলায় আধুনিক মুম্বই গড়ার অঙ্গীকারের ডাক দেন। সেখানেই ওই চমকদার ঘোষণাটি করা হয়। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী শনাক্তকরণে প্রযুক্তির ব্যবহারের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে ফড়নবিশ বলেন, ‘আমরা মুম্বইকে অবৈধ বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের হাত থেকে মুক্ত করব।’ এই কাজের জন্য আইআইটি-র বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে একটি বিশেষ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই টুল তৈরি করা হবে, যা অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে। নাগরিক পরিষেবা থেকে দুর্নীতি দূর করতে এবং পুরসভার স্কুলগুলিতে এআই ল্যাব তৈরির প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কীভাবে এই কাজটি করা সম্ভব তা অবশ্য খোলসা করেননি ফড়নবিশ বা শিন্ডে।

তবে কেবল অনুপ্রবেশ দমন নয়, মুম্বইবাসীকে এক আধুনিক ও স্বচ্ছন্দ নগরী উপহার দেওয়ার একাধিক ‘স্মার্ট’ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে জোট। পাশাপাশি বর্ষায় মুম্বইয়ের চিরচেনা জলমগ্ন দশা কাটাতে ‘জাপানি প্রযুক্তি’ এবং মাটির নীচে বিশাল ফ্লাড ওয়াটার ট্যাংক তৈরির স্বপ্নও দেখানো হয়েছে এই ইস্তাহারে।

ফোন, নেট ছাড়াই দোভালের জীবন

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় প্রযুক্তির জয়জয়কার চারদিকে। হাতে স্মার্টফোন আর তাতে নেট সংযোগ না থাকলে বর্তমান প্রজন্মের নাভিশ্বাস ওঠে। অথচ এই আকাশছোঁয়া প্রযুক্তির যুগে দাঁড়িয়ে ভারতের ‘ধুরন্ধর’ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) অজিত দোভাল শোনালেন এক বিস্ময়কর তথ্য। তাঁর দাবি, তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ফোন বা ইন্টারনেট, কোনওটাই ব্যবহার করেন না! তার বদলে দেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় সামলানোর জন্য সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে থাকা ভিন্নতর কিছু যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেন তিনি।

রবিবার নয়াদিল্লিতে আয়োজিত ‘বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ’-এ যোগ দিয়েছিলেন দোভাল। সেখানেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ৩ হাজার তরুণদের সামনে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের এই চাঞ্চল্যকর অভ্যাসটি শেয়ার করেন তিনি। ফোন ছাড়া কীভাবে চলে কাজ? অনুষ্ঠানে এক তরুণ দোভালকে প্রশ্ন করেন, ফোনের এই যুগে তিনি কীভাবে সবার সাথে যোগাযোগ রাখেন? মৃদু হেসে তিনি উত্তর দেন, ‘আমি কীভাবে ফোন ছাড়াই কাজ চালাই, সেটা আপনারা জানলেন কী করে? হ্যাঁ, এটা সত্যি যে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমি ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করি না বললেই চলে। তবে হ্যাঁ, বিদেশের কারও সঙ্গে জরুরি প্রয়োজনে কথা বলতে হলে মাঝে মাঝে ফোন ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু সাধারণত যোগাযোগের জন্য এমন কিছু পদ্ধতি আমি ব্যবহার করি, যা সাধারণ মানুষের অজানা।’ আসলে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে গোয়েন্দা প্রধানরা এমন এনক্রিপ্টেড বা অত্যন্ত গোপনীয় মাধ্যম ব্যবহার করেন, যা হ্যাকারদের নাগালের বাইরে থাকে।

পার্লামেন্টে ‘আমেরিকা নিপাত যাক’ স্লোগান

তেহরান, ১১ জানুয়ারি : রবিবার সকালে ইরানি ‘মজলিস’ (পার্লামেন্ট)-এর পরিবেশটা আর পাঁচটা দিনের মতো ছিল না। অধিবেশন শুরুর আগে থেকেই সদস্যদের মধ্যে উত্তেজনার আঁচ টের পাওয়া যাচ্ছিল। যখন স্পিকার মহম্মদ বাকের কালিবাফ পোডিয়ামে দাঁড়ালেন, তাঁর গলায় যুদ্ধের হুংকার। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক হুঁশিয়ারির জবাবে কালিবাফ বলেন, ‘আমেরিকা যদি ভুল করেও ইরানে আঘাত হানে, তবে তার ফল হবে ভয়াবহ। শুধু মার্কিন ঘাঁটি নয়, আমাদের নিশানায় থাকবে ইজরায়েল এবং সমুদ্রে ভাসমান মার্কিন নৌবহরও।’

কালিবাফের এই বার্তার সঙ্গে সঙ্গেই পার্লামেন্টে শুরু হয় প্রচণ্ড শোরগোল। সাংসদরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে থাকেন- ‘আমেরিকা নিপাত যাক’। এই দৃশ্যই বলে দিচ্ছিল, পরিস্থিতি কতটা খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েক সপ্তাহে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আর মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবাদে শুরু হওয়া আন্দোলন খামেনেই প্রশাসনের ভিত নড়িয়ে দিয়েছে। ইরানি মুদ্রা রিয়ালের দাম এতটাই পড়ে গিয়েছে যে সাধারণ মানুষের পক্ষে খাবার জোটানো দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে ওয়াশিংটন। হোয়াইট হাউস থেকে ট্রাম্প স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, ‘ইরান স্বাধীনতার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, আর আমেরিকা সাহায্য করতে তৈরি।’ আমেরিকার সংবাদমাধ্যমগুলি দাবি করছে, পেন্টাগন ইতিমধ্যে ইরানের নির্দিষ্ট সামরিক লক্ষ্যবস্তু এবং পরমাণু কেন্দ্রগুলির তালিকা তৈরি করে ফেলেছে। প্রয়োজনে আকাশপথে বড় ধরনের হামলার ছকও কষা হয়েছে। মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিওর সঙ্গে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ঘনঘন ফোনালাপ সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে।

ইরানের অন্দরে বিক্ষোভ দমন করতে প্রশাসন এখন চরম কঠোর। রাজধানী তেহরান থেকে শুরু করে মাশহাদ-সর্বত্রই জ্বলছে প্রতিবাদের আগুন। ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েও মানুষের ক্ষোভকে আড়াল করা যাচ্ছে না। মানবাধিকার সংগঠনগুলির দাবি, শয়ে শয়ে প্রতিবাদী প্রাণ হারিয়েছেন এবং হাজার হাজার মানুষ কারাবন্দি। হাসপাতালগুলিতে আহতদের ভিড় উপচে পড়ছে। যদিও সরকারি হিসাবে নিহতের সংখ্যা ৬৫ বলে দাবি করা হচ্ছে। সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল মহম্মদ মোহাহিদি আজাদ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, প্রতিবাদীদের ‘আল্লার শত্রু’ হিসেবে গণ্য করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

বিশ্লেষকদের মতে, ইরান সরকারের পিঠ ঠেকে গিয়েছে। একদিকে দেশের অভ্যন্তরে চরম বিদ্রোহ, অন্যদিকে আমেরিকার সামরিক হুমকি। এর ওপর গত বছরের জুনে ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষে ইরানের আকাশপথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই দুর্বল অবস্থায় ইরান যদি পালটা আঘাতের পথে হাঁটে, তবে তা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা করতে পারে। সব মিলিয়ে, পারস্য উপসাগরের শান্ত জল এখন উত্তাল হয়ে ওঠার অপেক্ষায়। স্পিকার কালিবাফের সেই হুংকার কি শুধু কথার কথা, না কি সত্যিই তেহরান এক বড় ধ্বংসলীলার প্রস্তুতি নিচ্ছে- তা নিয়ে এখন চরম উদ্বেগে আন্তর্জাতিক মহল।

পালটা হামলার হুঁশিয়ারি তেহরানের

নজরে ইরান

- ইজরায়েল, মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্যবস্তু, জানাল তেহরান
- ইরানে বিক্ষোভকারীদের ওপর দমন-পীড়ন জারি থাকলে বড় ধরনের বিমান হামলার ছক ওয়াশিংটনের
- দেশজুড়ে বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা
- রিয়ালের দামে রেকর্ড পতন, আকাশছোঁয়া মুদ্রাস্ফীতি

ইংরেজিতে নম্বর তোলার কৌশল

বিকাশ সাহা, *শিক্ষক*
জোড়াই উচ্চবিদ্যালয়
কোচবিহার

ছাত্রছাত্রীরা, মাধ্যমিক পরীক্ষা তোমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। হাতে রয়েছে মাত্র কয়েকটি দিন। এই সময় প্রতিটি বিষয়েই তোমাদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সেরে নেওয়ার পালা। ইংরেজিতে একটি কথা আছে 'All's well that ends well' তোমরা যদি শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পর্বটি খুব ভালোভাবে সেরে নিতে পারো, তাহলে প্রতিটি বিষয়েই খুব ভালো পরীক্ষার আশা করতে পারো। মাধ্যমিকের বিষয়গুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অনেকের কাছে ভীতির বিষয় হল ইংরেজি। যেহেতু পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিকে ইংরেজি পরীক্ষা হয়ে থাকে তাই গোটা পরীক্ষার সূচিজুড়ে আত্মবিশ্বাস ও মানসিক স্থিরতা বজায় রাখার জন্য ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা ভালো হওয়াটা খুবই দরকার। তাই আজ তোমাদের ইংরেজি বিষয়টির সার্বিক তথা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কীভাবে সেরে নেওয়া দরকার, সেই বিষয়ে আলোচনা করব।

❑ Text বইয়ের Prose ও Poetry গুলি একবার করে ভালো line by line অর্থ বুঝে পড়ে নেওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে Prose ও poetry-এর ক্ষেত্রে prose/poetry টির নাম ও author/poet-এর নাম বানান সহ শিখে নেবে। prose গুলির থেকে 1 ও 2 নম্বরের প্রশ্নগুলি পড়ে নেবে। চেষ্টা করবে text থেকে হুবহু লাইন copy না করে প্রশ্নটি পড়ে প্রশ্নের ভাষা অনুসারে text থেকে information নিয়ে উত্তর লেখার। প্রতিটি poetry-এর summary, central idea পড়ে যাবে সেই সঙ্গে 1 ও 2 নম্বরের প্রশ্ন লেখা অভ্যাস করে যাবে, এক্ষেত্রেও poetry থেকে হুবহু লাইন copy না করে প্রশ্নটি পড়ে প্রশ্নের ভাষা অনুসারে text থেকে তথ্য নিয়ে উত্তর লিখবে। এখানে যদিও তোমাদের পাঠ্যবইয়ের Prose এবং Poetry তুলে দিয়ে উত্তর করতে বলা হয়, তবুও বলব প্রদত্ত অংশটি মনোযোগ দিয়ে একবার পড়ে নিয়ে উত্তর লেখা শুরু করবে। জানা Prose বা Poetry হওয়ার জন্য তোমরা অনেকেই না পড়েই উত্তর লেখা শুরু করে দাও। এটা করবে না। প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদত্ত অনুচ্ছেদের উপর ভিত্তি করেই যেহেতু লিখতে হয় তাই লক্ষ রাখবে তোমার উত্তরে প্রদত্ত অনুচ্ছেদের বাইরের তথ্য যেন ঢুকে না যায়।

❑ Unseen-এর জন্য সারাবছর ধরে প্র্যাকটিস চালিয়ে যেতে হবে। এই মুহূর্তে তোমরা Test Paper থেকে Unseen Comprehension গুলি ধারাবাহিকভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকো। এই Section টি তোমাদের কাছে ভীতির অন্যতম কারণ। প্রথমেই প্রদত্ত Passage টি কী ধরনের (Newspaper report/Story/Article/Essay) তা দেখে নেবে। তারপর ঠান্ডা মাথায় মনোযোগ দিয়ে পুরো Passage একবার পড়ে যতটা সম্ভব বোঝার চেষ্টা করো। প্রথমেই সম্পূর্ণ বুঝবে না, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এখানে একটি কথা বলে রাখি Passage টি পড়ার আগে কখনোই passage-এর নীচে দেওয়া Question গুলি দেখবে না। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই এই ভুলটি করে থাকে। যদি প্রথমেই Question গুলি দেখে নাও, তাহলে Passage টি পড়ে বুঝতে সমস্যা হবে। কারণ তুমি যখন Passage টি পড়তে থাকবে, নিজের অজান্তেই তুমি Question-এ দেওয়া লাইনগুলো Passage-এ খুঁজতে থাকবে। তাই Passage-এর বিষয়বস্তু বোঝার ক্ষেত্রে তুমি মনোনিবেশ করতে পারবে না। প্রয়োজনে Passage-এর নীচের Question গুলো ঢেকে নিয়ে Passage টি পড়ো। প্রথমবার পড়ে যতটুকু বুঝলে বুঝে নেওয়ার পর Passage টির বিষয়বস্তুর সাপেক্ষে অজানা শব্দগুলির অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। কোনও একটি নির্দিষ্ট লাইনের একটি অজানা শব্দের অর্থ ওই লাইনের বাকি শব্দগুলির সম্মিলিত অর্থের দ্বারা বোঝার চেষ্টা করবে, দেখবে খানিকটা বুঝতে পারছ। এভাবে অন্তত দু'বার ভালো করে পড়ে নিয়ে উত্তর লেখা শুরু করবে।

মাধ্যমিকের প্রস্তুতি ২০২৬

❑ Grammar section টি নম্বর তোলার জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি grammar-এ ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও খুব বেশি থাকে। তাই সারাবছর ধরে grammar-এর প্র্যাকটিসের পাশাপাশি শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি হিসেবে তোমরা structure of various tenses, voice change, narration change, degree change, বিভিন্ন রকম transformation of sentence-এর নিয়মগুলি অবশ্যই আরও একবার ঝালিয়ে নেবে। এর পাশাপাশি vocabulary-এর অন্তর্গত phrasal verb, appropriate preposition-এর মতো topic গুলিও একবার করে চোখ বুলিয়ে নেবে।

পরীক্ষায় grammar-এর উত্তর করার সময় তোমাদের দ্বিগুণ সচেতন থাকতে হবে। প্রথমেই instruction-টি পড়ে নিয়ে ঠান্ডা মাথায় একটু ভেবে নিয়ে উত্তর লেখা শুরু করবে। Do as directed প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার সময় প্রতিটি word লেখার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এখানে Sentence-এ be verb/ preposition/tense/proper form of verb এই সংক্রান্ত ভুলগুলি হামেশাই হয়ে থাকে। তাই খুব সতর্কতার সঙ্গে উত্তর লিখতে হবে। বাড়িতে প্র্যাকটিস করার সময় থেকেই এই বিষয়গুলো মাথায় রাখবে। Phrasal verb-এর ক্ষেত্রে শুধু underlined শব্দটি না পড়ে পুরো sentence টি পড়ে নিয়ে সঠিক phrasal verb টি নির্বাচন করতে হবে। অনেক সময় underlined word-এর পূর্বে was/were, has/have/had ইত্যাদি auxiliary হিসেবে থাকে, সেক্ষেত্রে underlined verb টি অবশ্যই past participle form-এ রয়েছে। যে verb গুলির past আর past participle form একই, সেই verb গুলির ক্ষেত্রে শুধু underlined word টি দেখে সেটিকে তোমরা past form বলে ভুল করতে পারো, তাই অবশ্যই পুরো sentence পড়ে নিয়ে সঠিক form টি বুঝে সেই অনুসারে phrasal verb টির সঠিক form লেখা বাঞ্ছনীয়। form ভুল হলে নম্বর কাটা যেতে পারে।

Grammar and vocabulary section-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল Finding words from the passage (Unseen)। এখানে 4টি Word-এর জন্য 8 নম্বর থাকে। তাই ভালো নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে এটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টি নির্ভর করে তোমার নিজস্ব Word Stock-এর ওপর। যার শব্দভাণ্ডারের ওপর দখল যত বেশি সঠিক শব্দ নির্বাচন করা তার পক্ষে তত সুবিধাজনক। চারটি Word-এর মধ্যে যদি দু'-একটির উত্তর তোমার জানা থাকে তবে খুব ভালো। বাকিগুলোর উত্তর নির্বাচনের জন্য guess work-কে কাজে লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে একটি কৌশল অবলম্বন করবে। প্রথমেই দেখে নেবে প্রদত্ত word-টি কোন Parts of Speech। এবার Passage থেকে word খোঁজার ক্ষেত্রে unknown word থেকে তুমি ওই Parts of Speech-এর Word-ই খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। যেমন প্রদত্ত Word-টি যদি Adjective হয় তাহলে ওই word এর Similar meaning-টিও অবশ্যই Adjective হবে। এই কৌশল অবলম্বন করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমানো যাবে।

❑ Writing Skill section টি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যেহেতু এখানে 3টি writing-এর জন্য 30 নম্বর বরাদ্দ থাকে তাই সারাবছর ধরে ধারাবাহিক প্রস্তুতি অপরিহার্য। এই শেষ মুহূর্তে Test Paper-এর Question Set গুলি থেকে নতুন নতুন writing গুলি একটু নিজের মতো করে গুছিয়ে নিয়ে লেখার মতো প্রস্তুতি নিতে থাকো। তবে এই মুহূর্তে নতুন করে খুব বেশি writing মুখস্থ না করাই ভালো। এক্ষেত্রে আগের মুখস্থ করা writing গুলি বারবার করে revise করবে। মনে রাখবে 3টি writing-ই তুমি পরীক্ষায় common পাবে এবং তিনটিই মুখস্থ করে হুবহু পরীক্ষায় লিখবে, এরকম আশা না করাই ভালো। একটি বা দুটি যদি তোমার মুখস্থ করা থেকে common পেয়ে যাও, তাহলে খুবই ভালো, বাকি writing গুলি কোনও মতেই ছেড়ে না এসে সেই writing-এর Rules বা structure মেনে, points দেওয়া থাকলে points গুলি ধরে ধরে গুছিয়ে নির্ভুলভাবে লিখে আসার চেষ্টা করবে। মনে রাখবে, লেখা অল্প হোক, কিন্তু তা নির্ভুল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রতিটি writing লেখার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম বা pattern বা structure মেনে লিখতে হয়। এই নিয়ম বা pattern বা structure গুলি ভালো করে রপ্ত করে যাবে। সব ধরনের writing-এর জন্য নিয়ম বা pattern বা structure গুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ভুল হওয়া একদম বাঞ্ছনীয় নয়। ভুল হলে নম্বর কাটা যাবে। যেমন বিভিন্ন ধরনের formal letter কিংবা informal letter গুলি লেখার জন্য আলাদা আলাদা structure অবলম্বন করতে হয়। এখানে structure-এ গণ্ডগোল করে, main body of the letter খুব ভালো লিখলেও নম্বর কাটা যাবে। তাই এই বিষয়ে খুব সচেতন থাকবে। Notice লেখার সময় Notice-এর date-এর সঙ্গে যেন programme-এর date এর অবশ্যই সামঞ্জস্য থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি পরীক্ষায় Celebration of World Environment Day বিষয়ে Notice লিখতে বলা হয় সেক্ষেত্রে Notice লেখার date টি পরীক্ষার দিনের date (03/02/2026) লিখে programme-এর date notice লেখার date থেকে 7-8 দিন পরের date বসিয়ে দিলে কিন্তু বড়সড়ো ভুল হয়ে যাবে। কারণ World Environment Day 5th June পালিত হয়। তাই এক্ষেত্রে notice date 5th June-এর 7-8 দিন আগের date দেবে। এরকম বিশেষ বিশেষ দিনের Celebration সংক্রান্ত notice লিখতে বলা হলে Date লেখার বিষয়ে খুবই যত্নবান থাকবে। writing-এর প্রদত্ত প্রশ্নটি আগে ভালো করে পড়ে বুঝে নেবে, যদি প্রশ্নের সঙ্গে points/hints উল্লেখ করা থাকে তাহলে সেই প্রতিটি points/hints যেন অবশ্যই তোমার writing-এর লেখা হয়। কোনও point/hint বাদ গেলে তার জন্য নম্বর কাটা যাবে।

2026 সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য যে writing খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলি হল: 1. Notice Writing, 2. Personal বা Informal Letter, 3. Story writing, 4. Paragraph Writing/process writing/biography writing এছাড়াও অন্যান্য writing গুলিও লিখে আসার মতো প্রস্তুতি নিয়ে যাবে।

ছিটমহলের ইতিহাস

রমেন্দ্রনাথ ভৌমিক, *সহকারী অধ্যাপক, শামুকতলা সিধো কানহো কলেজ, আলিপুরদুয়ার*

দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাসের চতুর্থ সিমেস্টারের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ছিটমহল। এই বিষয়টির উপর তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে। তাই বর্তমান সময়ের এই প্রাসঙ্গিক বিষয়টি নিয়ে আজ আলোচনা করা হল- ভারত বিভাজনের পর, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা ছাড়াও একটি বড় সমস্যা ছিল ছিটমহল সমস্যা। প্রশ্ন হল ছিটমহল কী? পার্থপ্রতিম বাসিল বলেন, 'ছিটমহল হল রাষ্ট্রের এক বা একাধিক ক্ষুদ্র অংশ, যা অন্য রাষ্ট্র দ্বারা আবদ্ধ বা পরিবেষ্টিত। ওখানে যেতে হলে অন্য রাষ্ট্রের জমির ওপর দিয়ে যেতে হয়, অর্থাৎ অন্য একটি দেশের মূল ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে বিরাজমান জনপদ।' অর্থাৎ ছিটমহল হল এমন একটি ভূখণ্ড যা একটি দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য একটি দেশের মধ্যে অবস্থিত।

২০১৫ সালের চুক্তি অনুসারে ভারত বাংলাদেশকে হস্তান্তর করে ১১১টি ছিটমহল যার আয়তন ছিল ৩৫০০ একর জমি এবং প্রায় এক লাখ লোক। বাংলাদেশ ভারতকে হস্তান্তর করে ৫১টি ছিটমহল যার আয়তন ছিল ৩০০০ একর জমি এবং জনসংখ্যা প্রায় ৭০,০০০। ফলে দেখা যায় দুই দেশের ১৬২টি ছিটমহল ২০১৫ সালের চুক্তির শর্ত অনুসারে বিনিময় করে এবং দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধের অবসান ঘটায়।

● **প্রবন্ধের উদ্দেশ্য :** ছিটমহল ও তিনবিঘা করিডর নিয়ে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই এই প্রবন্ধে আমি বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের মানদণ্ডে দেখানোর চেষ্টা করেছি- ১) ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহল সমস্যার উৎস ও অভিমুখ। ২) ছিটমহলের মানুষের আর্থসামাজিক বর্তমান অবস্থা। ৩) কোন কোন অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী শক্তি এই সমস্যার সমাধানে অন্তরায়। ৪) বাংলাদেশের দহগ্রাম ও অঙ্গারপোঁতার ছিটমহলের মানুষের সংকট ও ভারতের ছিটমহল শালবাড়ি, দেওতি, নটকটকা, বেওলাডাঙ্গা, কাজলদিঘি, নাজিরগঞ্জ, দইখাতা প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষের সংকটের প্রকৃত সমাধান কীভাবে সম্ভব। ৫) এই তিনবিঘা করিডর সমস্যার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা।

● **গবেষণালব্ধ প্রশ্ন :** স্বভাবতই কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আসে তা হল ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহলের উৎসভূমি ও অভিমুখ কী ছিল? ছিটমহলের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা দেশভাগের পূর্বে কেমন ছিল অথবা এখন কেমন আছে? কোন কোন অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী শক্তি সমস্যার সমাধানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল? ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহলের ধরন কি সমগোত্রীয়?

● **ছিটমহলের উদ্ভবের কারণ :** ছিটমহল নানা ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে-যেমন নদীর গতিপথ পরিবর্তনের জন্য অনেক জায়গায় ছিটমহল সৃষ্টি হয়ে থাকে। ঐতিহাসিকগণ মনে করে যে, ছিটমহল সমস্যা ব্রিটিশ যুগের নয়। মধ্যযুগে রংপুর ও কোচবিহার রাজার আমল থেকে এই সমস্যার বীজ লুকিয়েছিল। কারণ তিস্তার পাড়ে কোচবিহারের রাজা এবং রংপুরের মহারাজার মধ্যে দাবা, তাস ও পাশা খেলায় বাজির পুরস্কার হিসেবে এই এলাকাগুলো আদানপ্রদান হত। ফলে কোচবিহার এবং রংপুরের কিছু অংশ একে অপরের ভিতর ঢুকে যায়। এরপর ব্রিটিশ যুগে সমস্যাটি সমাধান না করে বাংলা বিভাজনের জন্য চারজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয় যার সভাপতি ছিলেন স্যর সিরিল র‍্যাডক্লিফ। এছাড়া ছিলেন সিসি বিশ্বাস (কংগ্রেস), বিকে মুখার্জি (কংগ্রেস), সালেহ মোহাম্মাদ আক্রাম (মুসলিম লিগ)। বাংলা বিভাজনের জন্য তাঁরা দিল্লিতে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মোহাম্মাদ আলি জিন্নাহ এবং লিয়াকত আলি খানের সঙ্গে। এঁদের মধ্যে বাংলা সম্পর্কে যাঁর একেবারেই ধারণা নেই তাঁকে দেওয়া হয়েছিল মূল দায়িত্ব। তাই র‍্যাডক্লিফ সাহেব যখন সীমানা নির্ধারণ করেন তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেননি এই জটগুলো। কিন্তু এই জট যে বটের শিকড়ের মতো এতদূর বিস্তৃত হবে তা ভাবেননি।

উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস

এছাড়া আরও নানা কারণে ছিটমহলের উৎপত্তি হতে পারে। যেমন যুদ্ধের পর স্থান বিনিময় চুক্তির মাধ্যমেও ছিটমহলের উদ্ভব হয় এই বিষয়টি সমর্থন করেন অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষ ও দেবব্রত চাকি। অধ্যাপক কার্তিকচন্দ্র সূত্রধর বলেন যে, 'মোগলদের সময়ে কোচবিহার সীমান্তের কিছু অংশ তারা দখল করে নেয়। এই খণ্ড খণ্ড গ্রামগুলিই পরবর্তীকালে ছিটমহলে রূপান্তরিত হয়।' উল্লেখযোগ্য, কয়েকটি ছিটমহল হল-বত্রিশগাছ কিসমত, শিব প্রসাদ মোস্তাফি, করলা, মশালডাঙ্গা, কছয়া, কানতুনুগগর, বাঁশজানি পোয়াতুরকুঠি প্রভৃতি। নীচের মানচিত্রের মাধ্যমে ছিটমহলের ধারণা পাওয়া যেতে পারে-

● **মূল্যায়ন :** স্বাধীনতার পর এতগুলো বছর অতিক্রান্ত হল, তবুও আমরা উত্তরবঙ্গের সীমান্ত সমস্যার নিরসনে কতটুকু সফল হলাম? কেন আমরা দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি না? এখন প্রশ্ন হল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহল সমস্যা আর কতদিন চলবে? যাঁরা এখনও বাংলাদেশের অধীন ভারতীয় ছিটে বসবাস করছেন তাঁরা প্রত্যাশা করেন তাঁদের যন্ত্রণার অবসান ঘটবে। আবার যাঁরা বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের দ্বারা উৎখাত হয়ে পালিয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে এসেছেন তাঁরা আশা করেন ভারত সরকার তাঁদের নাগরিকত্ব প্রদানের পাশাপাশি সমস্তরকম নাগরিক সুযোগসুবিধা প্রদান করবে।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, বাংলাদেশের ছিটমহলের আর্থসামাজিক উন্নতি হলে ভারতীয় ছিটের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে কেন উন্নয়ন হবে না? শুভাশিস সেন, তাই মন্তব্য করেন যে, 'এই ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলের বাসিন্দারা যেমন মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন তেমনি সে দেশের নির্বাচনে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হন। যা কিছু অন্তর্নিহিত কারণ ছাড়া অসম্ভব।' ১৯৯৫ সালে ২০ মার্চ অমর রায় প্রধান যখন সরকারের কাছে জানতে চান যে সরকার ছিটমহলের বাসিন্দাদের ভোটাধিকারের কথা কী ভাবছে, সে সময় সরকারের স্পষ্ট উত্তর ছিল ছিটমহলগুলিতে সরকারের কোনও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নেই। এখানে আইন বলে কিছু নেই। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। কারণ এখানে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা কোনও কিছুরই ভালো বন্দোবস্ত নেই। ভারতের ছিটমহল যেমন শালবাড়ি, দেওতি, নটকটকা, বেওলাডাঙ্গা, কাজলদিঘি, নাজিরগঞ্জ, দইখাতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে চিত্রগুলো আরও কঠিন ও নিদারুণ।

মাধ্যমিক ভূগোলের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

সজল মজুমদার, *শিক্ষক*
বালা পুর উচ্চবিদ্যালয়
তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর

সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় প্রতিটা বিষয়ের নিবিড় অনুশীলন ও অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূগোলের ক্ষেত্রেও বহু বিকল্প ভিত্তিক (MCQ) প্রশ্নের পাশাপাশি বড় প্রশ্ন, ব্যাখ্যামূলক, ধারণাগত প্রশ্নের সঠিক উত্তর ভালো নম্বর তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্ন

প্রশ্নমান ৫

১) শুষ্ক অঞ্চলে বায়ু এবং জলধারার মিলিত কার্যের ফলে সৃষ্ট পাঁচটি ভূমিরূপের সচিত্র বিবরণ দাও?

২) নদীর নিম্নগতি ও উচ্চগতিতে ক্ষয়কার্য এবং সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট পাঁচটি ভূমিরূপের বিবরণ দাও?

৩) বায়ুর ক্ষয়কার্য ও সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট পাঁচটি ভূমিরূপের সচিত্র বিবরণ দাও?

৪) হিমবাহ ও জলধারার মিলিত কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপের বিবরণ দাও?

৫) বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার তারতম্যের পাঁচটি প্রধান কারণ ব্যাখ্যা করো?

৬) পৃথিবীর নিয়ত বায়ুগুলির উৎপত্তি ও গতিপথ ব্যাখ্যা করো?

৭) পৃথিবীর বায়ুচাপ বলয়গুলির সঙ্গে নিয়ত বায়ুর সম্পর্ক লেখো?

৮) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত ও পরিচলন বৃষ্টিপাত কীভাবে সংঘটিত হয় চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো?

৯) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু, ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু, তুন্দ্রা জলবায়ুর অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো?

১০) সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির কারণ এবং এর নিয়ন্ত্রকগুলি আলোচনা করো?

১১) ভারতের জনসংখ্যার অসম বণ্টনের পাঁচটি কারণ আলোচনা করো?

১২) ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থায় পাঁচটি গুরুত্ব আলোচনা করো?

১৩) ভারতে নগর গড়ে ওঠার পাঁচটি কারণ আলোচনা করো?

১৪) জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাঁচটি কারণ লেখো?

১৫) পশ্চিম ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্পের উন্নতির কারণ আলোচনা করো?

১৬) ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে পেট্রো রসায়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবনের পাঁচটি কারণ উল্লেখ করো?

১৭) ইক্ষু, চা, কার্পাস, কফি, ধান চাষের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ আলোচনা করো?

১৮) ভারতের পশ্চিম হিমালয়ের ভূপ্রকৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও?

১৯) বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব লেখো?

২০) ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব লেখো?

২১) পূর্ব উপকূল ও পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমির তুলনা করো?

২২) দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বরাবর হিমালয় পর্বতের ভূপ্রকৃতি আলোচনা করো?

২৩) ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদের শ্রেণিবিভাগ করে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও?

২৪) উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদনদীর তুলনা করো?

২৫) ভারতের অর্থনীতিতে পরিবহণ ও জলপথের গুরুত্ব আলোচনা করো?

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

প্রশ্নমান ৩

১) দূর সংবেদন ব্যবস্থার গুরুত্ব অথবা সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করো?

২) ভূবৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রের তিনটি ব্যবহার উল্লেখ করো?

৩) জিও স্টেশনারি এবং সান-সিনক্রোনাস উপগ্রহের মধ্যে পার্থক্য লেখো?

৪) পরিবেশের ওপর বর্জ্যের তিনটি প্রভাব আলোচনা করো?

৫) প্রকৃতি অনুসারে বর্জ্যের উদাহরণ সহ শ্রেণিবিভাগ করো?

৬) গ্যাসীয় বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের তিনটি উপায় লেখো?

৭) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার 4R পদ্ধতি বলতে কী বোঝো?

৮) জলপথকে উন্নয়নের জীবনরেখা বলা হয় কেন?

৯) অ্যাক্টিভ সেন্সর ও প্যাসিভ সেন্সর-এর মধ্যে পার্থক্য লেখো?

১০) ভারতের পশ্চিমবাহিনী নদী মোহনায় বদ্বীপ গড়ে ওঠেনি কেন?

১১) ঘূর্ণবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণবাতের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো?

১২) স্বচ্ছ ভারত এবং নমামি গঙ্গে প্রকল্প কী?

১৩) মোটরগাড়ি ও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সমস্যা ও সমাধান লেখো?

১৪) সিফ বালিয়াড়ি ও তীর্যক বালিয়াড়ির তিনটি পার্থক্য লেখো?

১৫) সবুজ বিপ্লব সম্পর্কে লেখো?

১৬) BOD ও COD কী?

১৭) FCC ও TCC কী?

১৮) ওজোন গ্যাসের গুরুত্ব সম্পর্কে লেখো?

১৯) বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে লেখো?

২০) বৃষ্টির জল সংরক্ষণের পদ্ধতি গুলো কী কী? সেগুলো সম্পর্কে লেখো?

২১) দক্ষিণ ভারত কফি চাষে উন্নত কেন?

২২) বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলো কী কী?

মনে রাখবে, খুঁটিয়ে পুরো বই পড়ার কোনও বিকল্প নেই। সুস্পষ্ট বিষয়গত ধারণার প্রকাশ পরীক্ষার্থীদের ফুল মার্কস পেতে সাহায্য করে। ২০২৬ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সামগ্রিকভাবে সম্ভাব্য কিছু প্রশ্ন দেওয়া হল।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

প্রশ্নমান ২

১) বেস লেভেল অফ ইরোসন কী?

২) মাস মুভমেন্ট কী?

৩) পর্যায়ন কী?

৪) এরোসল কী?

৫) অধঃক্ষেপণ কী?

৬) স্বাভাবিক বাঁধ কীভাবে গড়ে ওঠে?

৭) পলল শঙ্কু ও পলল ব্যজনীর মধ্যে দুটো পার্থক্য লেখো?

৮) নুনাটকস কী?

৯) হিমশৈল কী?

১০) জেরোফাইট উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য লেখো?

১১) জেট বায়ু কী?

১২) রেগুর মৃত্তিকা কী?

১৩) লোয়েস সমভূমি কী?

১৪) রেটুন কী?

১৫) খরিফ শস্য কী?

১৬) নগরায়ণ কী?

১৭) ধারণযোগ্য উন্নয়ন কী?

১৮) পণ্যসূচক কী?

১৯) শিকড় আলগা শিল্প কী?

২০) উদীয়মান শিল্প কী?

২১) ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প কাকে বলে?

২২) হিমপ্রাচীর কী?

২৩) এল নিনো ও লা নিনা কী?

২৪) রিমোট সেন্সিং কী?

২৫) পুনঃরপ্তানি বন্দর কী?

২৬) অবরোহণ ও আরোহণের দুটি পার্থক্য লেখ?

২৭) সামাজিক বনসৃজনের দুটি উদ্দেশ্য লেখো?

২৮) নদীগ্রাস কী?

২৯) কিউসেক ও কিউমেক কী?

৩০) ঝুলন্ত উপত্যকা কী?

৩১) বৈপরীত্য উত্তাপ কী?

৩২) ইনসুলেশান কী?

৩৩) গর্জনশীল চল্লিশা কী?

৩৪) মৌসুমি বিস্ফোরণ কী?

৩৫) মোনেক্স কী?

৩৬) শৈবাল সাগর কাকে বলে?

৩৭) অ্যাপোজি কী?

৩৮) স্ক্রাবার কী?

৩৯) ফ্লাই অ্যাশ কী?

৪০) জনবিস্ফোরণ কী?

৪১) জনাকীর্ণতা কী?

৪২) শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি কী?

৪৩) হীরক চতুর্ভুজ কী?

৪৪) শস্যাবর্তন কী?

৪৫) সমচাপ রেখা কাকে বলে?

একশো শতাংশ অসম্ভব নয় জীবনবিজ্ঞানে

১০০/১০০

২০২৫ মাধ্যমিকে অর্চিষ্মান রায় চৌধুরী আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল থেকে জীবনবিজ্ঞানে ১০০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করতে নিজের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি পড়াশোনা বিভাগে জানাল অর্চিষ্মান রায় চৌধুরী।

২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জানাই আন্তরিক শুভকামনা। মাধ্যমিক জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা, তাই এই সময় মনের মধ্যে ভয়, উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তা থাকা স্বাভাবিক। তাই সকলকে শেষপর্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে।

মাধ্যমিকের 'জীবনবিজ্ঞান' পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য তোমাদের কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ তুলে ধরলাম :

● **গুরুত্ব দাও বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নকে :** মাধ্যমিকের প্রায় সকল পরীক্ষাতেই MCQ-কে একটি কঠিন বিভাগ বলে গণ্য করা হয়। জীবনবিজ্ঞানও এর ব্যতিক্রম নয়। ফলস্বরূপ পরীক্ষায় সকল MCQ-এর উত্তর করতে হলে কমপক্ষে দুই-তিনটি পাঠ্যবই পড়তে হবে। পরীক্ষার আগে রিভাইস করা জরুরি।

● **প্র্যাকটিস করো সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :** MCQ-এর পর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটি হল দুই নম্বরের 'সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন'। এই বিভাগটির ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রশ্নগুলিকে অনেকটাই ঘুরিয়ে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ – 'মানবদেহে ইনসুলিন হরমোনের ভূমিকা' এই প্রশ্নের পরিবর্তে 'মিষ্টি খাওয়ার পর মানবদেহে হরমোনের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করো' করা হয়ে থাকে। এই সকল প্রশ্নের উত্তর করতে হলে পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ার সঙ্গে প্রয়োজন উপস্থিত বুদ্ধি, তৎপরতা ও লেখার নৈপুণ্যতা অর্থাৎ উত্তর যেন শব্দসীমার মধ্যে সঠিক পয়েন্ট ধরে আলোচিত হয়।

● **গুরুত্ব দেবে চিত্র অঙ্কনে :** 'মানসচিত্র, শব্দচিত্র' ভালো করে দেখে যেও। আর চিত্রভিত্তিক প্রশ্নগুলির উত্তরে চিত্র অঙ্কন ও চিহ্নিতকরণের সময় পেন্সিল ব্যবহার কোরো।

● **পরীক্ষার আগে বারবার রিভাইস করো :** উপরোক্ত বিষয়গুলি মাথায় রেখে এখন কেবল টেস্ট পেপার, বিভিন্ন মডেল সেট সলভের ওপরে জোর দিতে হবে। আর বিগত বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ধরে ধরে সলভ করতে হবে। এর পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিভিশন দিয়ে পরীক্ষার সেটগুলোকে শেষ করার প্র্যাকটিস করতে হবে। এই সময় বাড়তি চাপ নেওয়া যাবে না ও আত্মবিশ্বাস হারালে হবে না। পাঠ্যবইয়ের সমস্ত অধ্যায়ের কঠিন এককগুলি তোমরা তোমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে ভালো করে বুঝে নেবে। সবশেষে বলব, পরীক্ষায় যেন তোমরা তোমাদের সেরাটা দিতে পারো সেটার চেষ্টা করবে। আশা করি, তোমাদের সবার পরীক্ষা ভালো হবে।

ছোট্ট তারা

শুভদীপ শীল আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি আঁকায় পারদর্শী সে। এছাড়াও ক্রিকেট খেলার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

হারিয়ে যাচ্ছে ক্রুশকাঁটার শীতবস্ত্র

শীতকাল মানেই বাহারি শীতবস্ত্র। বর্তমান সময় রেডিমেড শীতের পোশাক পাওয়া গেলেও একটা সময় ছিল যখন সবাই হাতে বোনা শীতবস্ত্র গায়ে দিত। হালকা শীত পড়তে বাড়ির মা, কাকিমা, জেঠিমারা একসঙ্গে উঠোনে বসে ক্রুশকাঁটা নিয়ে সোয়েটার, মাফলার, টুপি ইত্যাদি বুনতেন। এর ফাঁকে চলত সংসারের গল্প। কিন্তু আজ সেই দৃশ্য কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। এই প্রজন্মের কাছে সোয়েটার বা মাফলার বোনার সময় নেই। তবুও অনেকে আছেন যাঁদের জন্য বেঁচে আছে এই ক্রুশকাঁটার কাজ। খোঁজ নিলেন দামিনী সাহা।

ভালোবাসার ভাষা

শীতের সময় মা-কাকিমারা বাড়ির সকলের জন্য বিশেষত ছোটদের জন্য বিভিন্ন রকমের শীতের পোশাক বানাতেন। তাঁরা রংবেরংয়ের উলের বল ও ক্রুশকাঁটা নিয়ে সোয়েটার, মাফলার ইত্যাদি বুনতেন। শহরের প্রবীণ বাসিন্দা রিনা সাহার কথায়, 'উলের কাঁটা হাতে নিলে সময়ের হিসেব থাকত না। কখন সকাল গড়িয়ে বিকেল হয়ে যেত, বুঝতেই পারতাম না। কার জন্য কী বানাব, সেটাই ছিল সবচেয়ে আনন্দের। আজও নাতি-নাতনিদের জন্য উল দিয়ে জামা বানাই। এই ক্রুশকাঁটায় বোনা জামাগুলি আমার কাছে ভালোবাসা প্রকাশের সহজ ভাষা।' তিনি আরও জানান, তাঁর বাড়িতে ছোট্ট গোপাল রয়েছে। তিনি সেই গোপালের জন্যও শীতের জামা বানান। হাতে বানানো জিনিসের মধ্যে একটা আবেগ রয়েছে।

মা-জেঠিমাদের থেকে শেখা

আগে সবাই বাড়িতে মা-কাকিমাদের দেখে দেখে ক্রুশকাঁটায় শীতের পোশাক কীভাবে বুনতে হয় তা শিখত। কিন্তু এই প্রজন্মের মধ্যে সেই শেখার আগ্রহ সেভাবে দেখা যায় না। শহরের আরেক প্রবীণ বাসিন্দা বিভা পাল দাস বলেন, 'শীতের আগের থেকে বাড়িতে মা-জেঠিমারা যখন সোয়েটার, মাফলার ইত্যাদি বানাতেন তখন তাঁদের পাশে বসে থেকে তাঁদের দেখে দেখে হাত পাকিয়েছি। কিন্তু এখন আর কেউ দেখতেও চায় না, শিখতেও চায় না।' তিনি জানান, এখনও তিনি বাজার থেকে বিভিন্ন রংয়ের উল কিনে আনেন। কিছু না কিছু জিনিস তৈরি করেন।

সময়ের অভাব

এই প্রজন্মের কাছে এখন সময়ের বড় অভাব। তাই রেডিমেড পোশাকের প্রতি সবার ঝোঁক বেড়েছে। শহরের তরুণী ঝর্ণা সাহার কথায়, 'কীভাবে ক্রুশকাঁটা দিয়ে শীতবস্ত্র বুনতে হয় তা শেখার কথা কখনও মাথায় আসেনি। এখন সব কিছু রেডিমেড পাওয়া যায়। ব্যস্ত জীবনে সময় বাঁচানোটাই বড় কথা। হাতে বানানো জিনিসের মধ্যে যে আবেগ রয়েছে, তা আমাদের প্রজন্ম আর তেমনভাবে অনুভব করে না।'

অনলাইনে অর্ডার

বর্তমান যুগে বেশিরভাগ মানুষই নিজেদের পছন্দের জিনিস অর্ডার করে নেন। কোনও জিনিস বানানোর ধৈর্য কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। শহরের আরেক তরুণী প্রিয়স্মিতা সরস্বতী বলেন, 'হাতে বানানো সোয়েটার দেখতে ভালো লাগে ঠিকই, কিন্তু আমি পারি না। কেউ শেখায়নি, এখন নতুন করে শুরু করাও কঠিন। অনলাইনে অর্ডার করলে সব পাওয়া যায়।

উলের চাহিদা

শহরের ব্যবসায়ী ধ্রুব পাল জানান, মাঝে উল কেনার চাহিদা কমে গেলেও এখন কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। তরুণ প্রজন্ম সমাজমাধ্যম থেকে ফের ক্রুশকাঁটা দিয়ে শীতের পোশাক ও অন্য জিনিস বানাতে শিখছে। তাই তাঁরাও এখন দোকানে উল রাখছেন।

শেষ হয়েও হইল না শেষ

ব্যবসা ছুঁল ১০০ কোটি

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : কুড়িতম বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসবে বড় অঙ্কের ব্যবসা হয়েছে এবার। সব মিলিয়ে ১০০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উৎসবের প্রথম দিকের কয়েকদিন ব্যবসা তুলনামূলকভাবে ধীরগতির হলেও শেষ চারদিনে চিত্র পুরোপুরি বদলে যায়। ওই চারদিনেই আনুমানিক ৬০ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয় বলে জানা গিয়েছে। মূলত সপ্তাহান্তে ছুটির দিন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের টানে শেষলগ্নে মানুষের ঢল নামে মেলায়।

উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী, এবছর বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসবে মোট ব্যবসার পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকা ছুঁয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণ ও তার আশপাশ মিলিয়ে ছোট-বড় প্রায় ২৫০০টি দোকান বসেছিল।

এবছরের ডুয়ার্স উৎসবের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের দিক থেকেও রেকর্ড গড়েছে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানে প্রায় ৭ হাজার শিশু-কিশোর অংশগ্রহণ করেছে এবার। পাশাপাশি মূল মঞ্চে প্রায় ১০ হাজার শিল্পী নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন জনজাতির কয়েক হাজার শিল্পী তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি, নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করেছেন।

মেলার সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'এবছর মেলায় মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রতিদিনই কয়েক লক্ষ মানুষ মাঠে এসেছেন। তবে মানুষের কেনাকাটার প্রবণতায় একটা পরিবর্তন এসেছে। এখন মানুষ অনেক বেশি সাশ্রয়ী ও সঞ্চয়মুখী। তাই মনে করা হচ্ছে, উপস্থিতির নিরিখে বিক্রি হয়তো আরও বেশি হতে পারত।'

মেলায় অংশ নেওয়া দোকানদারদের বক্তব্যেও উঠে এসেছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কলকাতা থেকে আসা পোশাক ব্যবসায়ী রবীন্দ্র সরকার বলেন,

'ভিড় প্রচুর ছিল, বিশেষ করে শেষ চারদিন বিক্রি ভালো হয়েছে। তবে আগের বছরগুলোর তুলনায় মানুষ দরদাম বেশি করছে। তবুও নতুন ক্রেতা পাওয়ার দিক থেকে মেলাটা আমাদের জন্য লাভজনক।'

স্থানীয় এক খাবারের দোকানদার সঞ্জয় রায় জানালেন, খাবারের দোকানে ভিড় সবদিনই ছিল। সন্ধ্যার পর তো সামলানো মুশকিল হয়ে যেত। বিশেষ করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দিনগুলোতে বিক্রি দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল।

অন্যদিকে, হস্তশিল্পের স্টল নিয়ে বসা কোচবিহারের এক মহিলা শিল্পী মিনা বর্মন বলেন, 'বিক্রিও ভালো হয়েছে, পাশাপাশি অনেক মানুষ আমাদের কাজ দেখেছেন, প্রশংসা করেছেন। ভবিষ্যতে অর্ডার পাওয়ার আশা আছে।'

প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও জেলার বিভিন্ন চা বাগান থেকে একদিনের জন্য বিশেষ গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এবছর ২০টি চা বাগানে গাড়ি পাঠানো হয়, যার ফলে প্রচুর চা শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার মেলায় এসে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করে। সব মিলিয়ে, এবছর বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসব শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক মিলনমেলা নয়, বরং জেলার অর্থনীতিতেও বড়সড়ো প্রভাব ফেলেছে।

ভাঙামেলাতেও জমজমাট ভিড়। রবিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

শুরু মাঠ পরিষ্কারের কাজ

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : শনিবার শেষ হয়েছে বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসব। রবিবার থেকেই উৎসব প্রাঙ্গণ পরিষ্কারের কাজে হাত লাগাল আলিপুরদুয়ার পুরসভা। মেলা শুরুর প্রথম দিন থেকেই পুরসভার সাফাইকর্মীরা প্রতিদিন মেলা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করছিলেন। তবে মেলা শেষ হতে প্যান্ডেল ও স্টল খুলতে দেখা যায়। বিভিন্ন উচ্ছিষ্ট সহ প্লাস্টিকে পুরো মাঠ আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে।

রবিবার সকাল হতেই ঝাড়ু হাতে মাঠ পরিষ্কারের কাজে নামেন পুরসভার সাফাইকর্মীরা। শহরের ফুসফুস বলে পরিচিত প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রতিবছরই আয়োজন করা হয় ডুয়ার্স উৎসবের। এদিন দেখা যায় প্যারেড গ্রাউন্ডের চারদিকে জমে থাকা আবর্জনা পুরসভার সাফাইকর্মীরা ঝাঁটা দিয়ে জড়ো করছেন। তারপর সেই জড়ো করা আবর্জনা পুরসভার গাড়িতে তুলে নেওয়া হচ্ছে।

এনিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বললেন, 'মেলা শুরুর প্রথম দিন থেকেই আমাদের ১০০ জন কর্মী মাঠে থাকা আবর্জনা সাফাই করেছেন। সব প্যান্ডেল ও স্টল খুলে ফেললে আমরা এক-দুইদিনের মধ্যে সব আবর্জনা সাফাই করে মাঠকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব।'

এদিনও মেলায় ভিড় করেছিলেন অনেকে। তাঁদের মধ্যে মদন দাস বললেন, 'এই ক'দিনের উৎসবে প্রচুর মানুষ এসেছেন। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই আবর্জনা হওয়ারই কথা। তবে পুরসভা যে মাঠ সাফাইয়ে উদ্যোগী হয়েছে তা প্রশংসাযোগ্য।'

ভাঙামেলায় কম দামে জিনিস

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : উৎসব শেষ, কিন্তু আমেজ এখনও কাটেনি। হাফ দামে বা তুলনামূলক কম দামে জিনিস কিনতে বিভিন্ন স্টলে ক্রেতারা ভিড় জমিয়েছেন। ছবিটি বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসবের। ১২ দিন ধরে চলা ডুয়ার্স উৎসব শনিবার শেষ হয়েছে। কিন্তু এক্সপোমেলায় রবিবারও ক্রেতাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে দোকানদাররা জিনিসগুলো কম দামে বিক্রি করছিলেন। শনিবার রাতেও যে স্টলগুলির সামনে এক দাম লেখা ছিল সেই দোকানদাররাও বেশ কম দামে এমনকি হাফ দামেও এদিন জিনিস বিক্রি করেছেন। এই জিনিসের মধ্যে যেমন সোয়েটার, কার্পেট, ব্যাগ রয়েছে তেমনি মেয়েদের গয়না, কাপ-প্লেট ইত্যাদিও রয়েছে।

এদিন বিভিন্ন স্টলে শীতের পোশাক, ম্যাট, মেয়েদের কসমেটিক্স সহ কাপ-প্লেটের সেট ১০০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছিল। ছাড় পেয়ে অনেকে সেসব জিনিস কিনতে ভিড় জমিয়েছিলেন দোকানগুলিতে। অনেকে উৎসব চলাকালীন বিভিন্ন দোকানে জিনিস পছন্দ করে গিয়েছিলেন। সেই জিনিসগুলি এদিন বিকেলে কিনতে এসেছিলেন তাঁরা। যাঁরা এক্সপোমেলায় এসেছিলেন প্রত্যেকে কিছু না কিছু জিনিস কিনে বাড়ি ফিরছিলেন।

তবে হঠাৎ একরাতে জিনিসের দাম এত কীভাবে কমে গেল জিজ্ঞেস করতে এক শীতের পোশাক বিক্রেতা বিকাশ খুরেসি বলেন, 'এটা ভাঙামেলা। তাই বিশেষ অফার। কম দামে জিনিস বিক্রি করছি।' তাঁর মতো একই কথা জানান এক কার্পেট বিক্রেতা প্রদীপ বসাক।

তিনি বলেন, 'আমি কোচবিহার থেকে এসেছি। শনিবার মেলা শেষ হলেও কিছু মাল বেঁচে গিয়েছে। গাড়ি ভাড়া করে এত জিনিস ফিরিয়ে নিয়ে যেতে খরচ আরও বেশি। তাই শনিবার রাত পর্যন্তও ৪টি ম্যাট ১০০ টাকায় বিক্রি করেছি কিন্তু আজ ৫টি ম্যাট ১০০ টাকায় বিক্রি করছি।'

সোয়েটার বিক্রেতাদের গলাতেও একই সুর শোনা যায়। প্রতিবছরই তাঁরা ডুয়ার্স উৎসব শেষে বেঁচে থাকা মাল কম দামে বিক্রি করে দেন। ভালো বিক্রি হয়। একই জিনিস তুলনামূলক কম দামে পেয়ে ক্রেতাদের মুখেও হাসি ফুটেছে।

এদিন নিজেদের পছন্দের কসমেটিক্স কিনতে গিয়ে ভালো ছাড় মেলায় হাসিমুখে বাড়ি ফেরেন পম্পা সরকার, পিয়ালি মজুমদারদের মতো তরুণীরা। পম্পা জানান, আগে মেলায় এসে একটা জুয়েলারি সেট দেখে গিয়েছিলাম। তখন ওই সেটের দাম বলেছিল ৩০০ টাকা। এদিন সেই একই জিনিসের দাম জিজ্ঞেস করায় ১৮০ টাকা বলেন দোকানদার। তাই আর কথা না বাড়িয়ে কিনে নেন তিনি।

অভিজিৎ রায় নামের আরেক তরুণ এদিন ৭০০ টাকা দামের জ্যাকেট ৩০০ টাকায় কেনেন। তাঁর কথায়, 'আগের বছরও উৎসব শেষ হওয়ার পরের দিন ভাঙামেলায় এসেছিলাম। অনেক কম দামে জিনিস কিনতে পেরেছিলাম। তাই এবারেও এসেছি। পছন্দের জ্যাকেট নিয়ে বাড়ি চললাম।'

শীতবস্ত্র কিনতে ভিড় ডুয়ার্সমেলায়। রবিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

- শনিবার ডুয়ার্স উৎসব শেষ হলেও এক্সপোমেলায় রবিবার বেশ ভিড় ছিল
- মেলার স্টলগুলিতে কম দামে এমনকি হাফ দামে জিনিস বিক্রি হচ্ছিল
- দাম কম থাকায় ক্রেতারাও হাসিমুখে নিজেদের পছন্দের জিনিস কিনে বাড়ি ফেরেন

সাজিয়ে তোলা হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি। রবিবার আলিপুরদুয়ারে।

স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি

বীরপাড়া, ১১ জানুয়ারি : মঙ্গলবার বীরপাড়া হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর পূর্তি উৎসবের সূচনা হবে। সকালে পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রাক্তনী এবং স্থানীয়দের একটি শোভাযাত্রা স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে বীরপাড়ার বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করবে। এরপর আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। প্রাক্তনী এবং আমন্ত্রিত শিল্পীদের অনুষ্ঠান চলবে রাত পর্যন্ত। প্রধান শিক্ষক জয়ব্রত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান চলবে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত।

রাস্তার কাজ

বীরপাড়া, ১১ জানুয়ারি : বীরপাড়ার বড়বাজারে একটি রাস্তার ৫২ মিটার অংশে পেভার্স ব্লক বসানোর কাজের সূচনা করা হয় রবিবার। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে ২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ব্যয়ে এই কাজ করা হচ্ছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা কাজের সূচনা করেন। ছিলেন বীরপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য কৈলাস আগরওয়াল। তৃণমূলের বীরপাড়া অঞ্চল কমিটির (দক্ষিণ অংশ) সভাপতি অঙ্কিত গোয়েল জানান, এই প্রকল্পে বীরপাড়ার বেশ কয়েকটি রাস্তায় পেভার্স ব্লক বসানো হচ্ছে এবং কংক্রিট ঢালাই করা হচ্ছে।

জন্মতিথি

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার রামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৪তম জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। স্বামীজির বিশেষ পুজো উপলক্ষ্যে হোমযজ্ঞ ও পুষ্পাঞ্জলির পর ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরে সন্ধ্যা আরতি হয়।

অন্যদিকে, সোমবার যুব দিবস উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিশেষ শোভাযাত্রা করা হবে। এছাড়াও চিকিৎসা শিবির ও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক কমলেশচন্দ্র সেন।

পুনর্মিলন

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুনর্মিলন উৎসবের দ্বিতীয় দিন রবিবার বৃক্ষরোপণ ও রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে স্কুল চত্বরে ৪৭টি চারাগাছ রোপণ করা হয়। পাশাপাশি ৩৭ জন অনুষ্ঠানে রক্তদান করেন।

কাজের সূচনা

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : রাজ্যবাসীর নিজের এলাকার ছোটখাটো সমস্যার কথা বুথ স্তর থেকে শোনা ও তার সমাধানের উদ্দেশ্যে সূচনা হয়েছিল 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্প। আলিপুরদুয়ারেও এই প্রকল্পে নিজেদের এলাকার বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরার পাশাপাশি সমাধানের আবেদন করেন অনেকে। রবিবার সেইসব আবেদনের ভিত্তিতে পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের ৬০টি বুথে ১০ লক্ষ টাকা করে মোট ছ'কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের শিলান্যাস করা হয়। এদিন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, ভাইস চেয়ারম্যান মাম্পি অধিকারী সহ অন্যদের উপস্থিতিতে এই কাজের সূচনা হয়।

পিঠেপুলি উৎসবের আয়োজন

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : হাতেগোনা ক'দিন পরেই পৌষ সংক্রান্তি। বাঙালিদের কাছে পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠে খাওয়ার এক আলাদাই ঐতিহ্য রয়েছে। বাড়িতেই নারকেল ও ক্ষীরের পাটিসাপটা, চিতই পিঠে, দুধপুলি সহ নানা ধরনের পিঠে তৈরি করা হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে সকলেই কমবেশি কাজে ব্যস্ত থাকে। আগের মতো আর বাড়িতে পিঠে ওইভাবে খাওয়া হয় না। সেই রীতি বজায় রাখার জন্যে প্রতিবছরের মতো এবারও আগামী ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে সপ্তম বর্ষে দু'দিনের পিঠেপুলি উৎসব হতে চলেছে। শহরের ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল প্রাঙ্গণে তোড়জোড়ও শুরু হয়ে গিয়েছে।

প্রথম দিন পিঠে বানানোর প্রতিযোগিতা রয়েছে। দ্বিতীয় দিন ফ্রুট ও স্যালাডের টেবিল সাজানোর প্রতিযোগিতা থাকবে। দু'দিনে দুটি প্রতিযোগিতায় প্রায় ৮০ জন অংশগ্রহণ করবেন।

সংগঠনের সম্পাদক গৌতম দাস জানান, পৌষ সংক্রান্তির জন্য সকলেই অপেক্ষা করে। সেই আগের ঐতিহ্য যাতে হারিয়ে না যায় তাই পিঠেপুলি উৎসব আয়োজন করা হয়। নানা ধরনের পিঠে খেতে সকলেরই খুব ভালো লাগে। মহিলাদের পিঠে তৈরিতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এবং পৌষ-পার্বণের আমেজকে ধরে রাখার জন্য এমন উদ্যোগ।

নলেন-পাটালি গুড় খাঁটি তো, সংশয়

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১১ জানুয়ারি : সামনেই পৌষ-পার্বণ। আর পৌষ-পার্বণ মানেই নলেন গুড়ের পায়েস, রকমারি পিঠেপুলি। বাজারে এই সময় পাটালি গুড় এবং খাঁটি নলেন গুড়ের চাহিদাও থাকে তুঙ্গে। তবে বাজার থেকে আপনি যে গুড় কিনে আনছেন তা আদৌ খাঁটি তো? ফালাকাটার ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, বাজারে পাটালি গুড়, নলেন গুড় বলে যা বিক্রি হচ্ছে তার ৫০ শতাংশই আসল গুড় নয়। কোনওটাতে ৩০ শতাংশ আবার কোনওটায় ৫০ শতাংশই ভেজাল। সব গুড়ে কমবেশি ভেজাল রয়েছে বলে জানান তাঁরা।

শীতের মরশুম শুরু হতেই অন্য জায়গার মতো ফালাকাটাবাসীর মন মজেছে নদিয়ার নলেন গুড়ে। পাশাপাশি পাটালি গুড়ের চাহিদাও রয়েছে। বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে মিলছে গুড়ের রসগোল্লা ও সন্দেশ। গৃহস্থ বাড়িতেও পাটালি গুড়ের খোঁজ পড়েছে। বাড়ির মহিলাদের মতে পিঠেপুলি বানাতে এই গুড়ের জুড়ি মেলা ভার। তবে গুড়ের চাহিদা থাকলেও কোন গুড় কতটা খাঁটি তা নিয়ে সংশয়ের শেষ নেই।

ফালাকাটা হাটখোলার এক গুড় বিক্রেতা নবীন সাহা বলেন, 'প্রতি বছরই গুড় বিক্রি করি। এবছর বাজারে নদিয়ার নলেন ও পাটালি গুড়ের চাহিদা বেশি। গুড়ের দাম শুরু হচ্ছে ১২০ টাকা কেজি থেকে। ৩০০ টাকা কেজি দরের গুড়ও রয়েছে। সামনেই পৌষ-পার্বণ তাই বিক্রি বেশ ভালোই হচ্ছে।'

ফালাকাটার ব্যবসায়ীরা মূলত মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া থেকে গুড় কিনে আনেন। কেউ আবার শিলিগুড়ি থেকেও নিয়ে আসেন। এরপর ফালাকাটার বাজারে খুচরো হিসেবে বিক্রি করেন। পাটালি ও নলেন গুড়ের পাশাপাশি ঝোলা গুড়েরও যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি মিষ্টির দোকানের মালিকরাও গুড় কিনছেন। শহরের আরেক গুড় বিক্রেতা অলোক রায়ের কথায়, 'পাটালি গুড় বলে অনেকে ভেজাল গুড়ও বিক্রি করছেন। সেইসব গুড়ের মধ্যে চিনির পরিমাণ বেশি। ক্রেতাদের কেনার আগে ভালো করে পরখ করে নিতে হবে।'

এদিন বাজারে গুড় কিনতে গিয়েছিলেন সুব্রত দাস। কোন গুড় খাঁটি বা কোন গুড়ে ভেজাল আছে তা সাধারণ মানুষ কীভাবে বুঝবেন সে প্রশ্ন করেন তিনি। তাঁর মতে, 'দামের ওপর নির্ভর করে যদি ব্যবসায়ীরা বলে দেন তাহলে ভালো হয়।' হাটখোলা বাজারে গুড় কিনছিলেন সঞ্জয় সরকার। তাঁর কথায়, 'এখন বাড়িতে মুড়ি, রুটি দিয়ে নলেন ও পাটালি গুড় খেতে ভালো লাগে। ১২০ টাকা কেজি দরে পাটালি গুড় কিনলাম। দেখে তো ভালোই মনে হয়েছে। খাওয়ার পর বোঝা যাবে এবার বাজারে কেমন গুড় পাওয়া যাচ্ছে।'

ফালাকাটার বাজারে বিক্রি হচ্ছে গুড়ের পাটালি।

> পাটালি গুড় বলে অনেকে ভেজাল গুড়ও বিক্রি করছেন। সেই সব গুড়ের মধ্যে চিনির পরিমাণ বেশি। ক্রেতাদের কেনার আগে ভালো করে পরখ করে নিতে হবে।
>
> অলোক রায় বিক্রেতা

পৃথিবীর পাঠশালা

চেরনোবিলের ‘মিউট্যান্ট’ নেকড়ে

১৯৮৬ সালে চেরনোবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনার পর এলাকাটি মানুষের জন্য মৃত্যুপুরী হয়ে ওঠে। কিন্তু বন্যপ্রাণীরা সেখানে দিব্যি রাজত্ব করছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা সেখানকার নেকড়েদের রক্ত পরীক্ষা করে এক চমকপ্রদ তথ্য পেয়েছেন। তেজস্ক্রিয় বা রেডিয়েশন ভরা ওই এলাকায় থাকার ফলে নেকড়েগুলোর শরীরে জিনগত পরিবর্তন বা মিউটেশন ঘটেছে। বিস্ময়করভাবে, এই পরিবর্তনের ফলে তাদের শরীরে ক্যানসার প্রতিরোধের এক অদ্ভুত ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। যেখানে রেডিয়েশনে ক্যানসার হওয়ার কথা, সেখানে তারা দিব্যি সুস্থ আছে। বিজ্ঞানীরা এখন এই নেকড়েদের জিন গবেষণা করে মানুষের ক্যানসার নিরাময়ের নতুন পথ খোঁজার চেষ্টা করছেন। মানুষের তৈরি বিপর্যয়ের ছাই থেকেই যেন প্রকৃতি নতুন সমাধানের পথ দেখাচ্ছে।

ডলফিন যখন নেশা করে

মাদকাসক্তি কি শুধু মানুষেরই সমস্যা? মোটেও না। বিবিসি-র এক তথ্যচিত্রে দেখা গেছে, সমুদ্রের বুদ্ধিমান প্রাণী ডলফিনরাও নেশা করতে ওস্তাদ! আর তাদের নেশার বস্তু হল ‘পাফারফিশ’। পাফারফিশের শরীরে এক মারাত্মক বিষ থাকে। কিন্তু খুব অল্প মাত্রায় এই বিষ শরীরে গেলে এক ধরনের ঝিমঝিম বা ‘ট্রান্স’ অনুভূতি হয়। ডলফিনরা খুব সাবধানে পাফারফিশকে কামড়ায়, যাতে মাছটি মারা না যায় কিন্তু সামান্য বিষ ছাড়ে। এরপর তারা সেই মাছটি বলের মতো একে অপরের দিকে ছুড়ে দেয়, অনেকটা বন্ধুদের মধ্যে নেশার দ্রব্য ভাগ করে নেওয়ার মতো! এরপর তারা জলের ঠিক নীচে অদ্ভুতভাবে ভেসে থাকে, যেন তারা অন্য জগতে আছে। প্রকৃতির এই ‘পার্টি মুড’ বিজ্ঞানীদেরও অবাক করেছে।

কিছুই না করার চাকরি!

চাকরি মানেই তো কাজ। কিন্তু জাপানের শোজি মরিমোতো নামের এক তরুণ এমন এক পেশা বেছে নিয়েছেন, যেখানে তাঁর কাজ হল—‘কিছুই না করা’। আর এতেই তিনি লাখ টাকা আয় করেন! তিনি নিজেকে ‘ভাড়ায়’ খাটান। ক্লায়েন্টরা তাঁকে ভাড়া করেন কেবল সঙ্গ দেওয়ার জন্য। তাঁকে হয়তো পার্কের বেঞ্চে পাশে বসে থাকতে হবে, কিংবা রেস্তোরাঁয় উলটোদিকে বসে খেতে হবে— ব্যাস, এটুকুই। তিনি কথা বলেন না, কোনও পরামর্শ দেন না, কোনও কাজও করেন না। শুধু পাশে থাকেন। আধুনিক জাপানে একাকিত্ব এতটাই গ্রাস করেছে যে, মানুষ কেবল একজন ‘মানুষ’ পাশে থাকার জন্য টাকা খরচ করতে রাজি। মরিমোতোর এই ‘ডু নাথিং’ সার্ভিস এখন বিশ্বজুড়ে ভাইরাল।

গরমে বাড়ে আইফেল টাওয়ার

লোহা গরমে প্রসারিত হয়— এই বিজ্ঞান আমরা স্কুলেই পড়েছি। কিন্তু প্যারিসের আইফেল টাওয়ার যে এই কারণে উচ্চতায় বাড়ে-কমে, তা কি জানতেন? আইফেল টাওয়ার তৈরি হয়েছে হাজার হাজার লোহার পাত দিয়ে। প্যারিসে যখন গ্রীষ্মকাল আসে এবং তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন তাপের প্রভাবে লোহা প্রসারিত হয়। এর ফলে টাওয়ারের উচ্চতা প্রায় ৬ ইঞ্চি (১৫ সেন্টিমিটার) পর্যন্ত বেড়ে যায়! আবার শীতকালে লোহা সংকুচিত হলে এটি আগের উচ্চতায় ফিরে আসে। শুধু লম্বায় বাড়াই নয়, সূর্যের তাপ যেদিকে বেশি লাগে, তার উলটোদিকে টাওয়ারটি সামান্য বেঁকেও যায়। অর্থাৎ, লোহার এই বিশাল স্থাপত্যটি আসলে জীবন্ত গাছের মতোই ঋতু অনুযায়ী রূপ বদলায়।

তৃণমূলের দলতন্ত্রের অভিযোগ, নিন্দা নেট দুনিয়ায়

বিধায়ককে ডাকলেই না তাঁর স্কুল

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ১১ জানুয়ারি : বারবিশা হাইস্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানে ব্রাত্য রইলেন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র তথা এলাকার বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। শুধুমাত্র বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধি বলেই কি তাঁর ছোটবেলার স্মৃতিবিজড়িত স্কুলের গৌরবময় ৭৫ বছর পূর্তি উৎসবে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হল না, তা নিয়ে এলাকার রাজনৈতিক মহলে এখন চর্চা তুঙ্গে। এ প্রসঙ্গে বিধায়ক প্রতিহিংসামূলক নোংরা রাজনীতির শিকার এমন অভিযোগ তুলে বিজেপি নেতা-কর্মীরা তো বটেই, তার সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ করছেন নেটিজেনরাও। বিজেপির দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের একাংশের চাপেই উৎসবের সম্মানীয় অতিথিবর্গের তালিকায় ঠাঁই পাননি বিধায়ক। অথচ শাসকদলের জনপ্রতিনিধির নাম রয়েছে যাঁরা স্কুলের সঙ্গে কস্মিনকালেও জড়িত ছিলেন না। উৎসব উদযাপন কমিটির এমন কর্মকাণ্ডে নিন্দার ঝড় উঠেছে এলাকাজুড়ে। যদিও এমন অভিযোগ মানতে নারাজ প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপন কমিটি থেকে শুরু করে শাসকদলের নেতারা।

১২ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ প্রসঙ্গে বারবিশা হাইস্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি মুকুল তরফদারের কথায়, ‘নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণেই এমনটা হয়েছে। উৎসব উদযাপন কমিটির তরফে আমরা বিধায়কের বাড়ি গিয়ে আলোচনা করেছি। যেভাবেই ভুল হয়ে থাকুক না কেন আমরা বিধায়কের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি মিটিয়ে নিয়েছি। মনোজ ভালো ছেলে। ওঁকে অনুষ্ঠানে থাকতে বলেছি। তিনি সম্মতিও দিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানে মনোজকে আমরা কাছে পাব।’ এদিকে বিধায়ক বলেন, ‘তৃণমূলের শাসনকালে বিরোধী জনপ্রতিনিধিদের একেবারেই গুরুত্ব না দেওয়া রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। এমন নির্লজ্জ প্রশাসন বাম আমলেও দেখিনি। বাড়ির কাছে ছেলেবেলার স্কুলের

■ জেলা সম্পাদক বিপ্লব দাস সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ করে বিষয়টি নিয়ে সরব হন

■ বিজেপি নেতা-কর্মীরা জনগণের পাশে নয় প্রচারের আলোয় থাকতে বেশি ভালোবাসেন, পাল্টা কটাক্ষ ঘাসফুলের

■ বিরোধী জনপ্রতিনিধি বলেই কি মনোজকে আমন্ত্রণ জানানো হল না, তা নিয়ে চর্চা তুঙ্গে

প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানে ডাক পাব না এটা অবশ্য স্বপ্নেও ভাবিনি, তাই অপমানিত বোধ করছি। অথচ এই বারবিশা হাইস্কুলের উন্নয়নে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গার কাছে দরবার করেছি। সাংসদ তহবিলের প্রায় ২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়েছি। ওই অর্থে স্কুলের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের কাজও চলছে।’ এছাড়া আলিপুরদুয়ারের সাংসদকেও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে জানিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন মনোজ। তবে মুকুল বাড়িতে এসেছিলেন তা স্বীকার করে তিনি জানান, অনুষ্ঠানে যাবেন কি না এখনও তা নিয়ে ভাবেননি।

বিষয়টি নিয়ে বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক বিপ্লব দাস সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ করে বিষয়টি নিয়ে সরব হন। তাঁর অভিযোগ, ‘তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইকের চাপেই বিধায়কের নাম উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। রাজ্যসভার সাংসদের কাছে আমার আবেদন সাংসদ তহবিলের টাকায় কুমারগ্রামের কোথায় কী উন্নয়ন করেছেন সেই শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন।’ এদিকে বিপ্লবের পোস্টে সনাতন দে নামে এক ব্যক্তি কমেন্টে জানান, বিধায়ককে নিমন্ত্রণ না করে কাজটা খুব খারাপ করেছে। অন্যদিকে, তন্ময় সাহা নামে এক নেটিজেন লেখেন, ‘ধিক্কার জানাই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজনীতির জায়গা নয়।’ মৃণাল দে নামে আরেকজন জানান, এলাকার বিধায়ক বা সাংসদকে আমন্ত্রণ জানানো প্রোটোকলের মধ্যেই পড়ে।

এপ্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কুমারগ্রাম ব্লক সভাপতি সুদয় নার্জিনারির সাফ কথা, ‘বিজেপি নেতা-কর্মীরা জনগণের পাশে নয় প্রচারের আলোয় থাকতে বেশি ভালোবাসেন। উৎসবে আমি নিজেও আমন্ত্রণ পাইনি। তা বলে কি পাড়া মাথায় করেছি?’ ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনার টাকা সহ জনস্বার্থের যে সব ইস্যু নিয়ে তোলপাড় করা উচিত তা নিয়ে বিজেপি নেতা-কর্মীদের মুখেরা নেই বলেও এদিন কটাক্ষ ছুড়ে দেন তিনি।

ঝুলে রবির কেরিয়ার

প্রথম পাতার পর

পুর চেয়ারম্যান হিসাবে পদত্যাগের পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ পড়ে রয়েছেন নাটাবাড়িতে। রাজ্য তৃণমূল সূত্রের খবর, নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে দল এবারেও তাঁকে প্রার্থী করবে। রবীন্দ্রনাথও সেই সিগন্যাল পেয়েছেন। তাই চেনা মাঠে এখন থেকেই ওয়ার্ম আপ শুরু করে দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গে বিজেপির উত্থান এবং মেরুকরণের রাজনীতির ঝড়ে রবীন্দ্রনাথের মতো পোড়খাওয়া নেতাও ২০২১-এর নির্বাচনে খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছিলেন। নাটাবাড়ি কেন্দ্রে তাঁর পরাজয় তৃণমূলের আস্থায় চিড় ধরিয়েছিল। হারানো জমি পুনরুদ্ধারে দল এখন যে চালটি চালতে চলেছে, তা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য মরণবাঁচন লড়াই হয়ে উঠতে পারে।

উন্নয়ন দূরের কথা, বর্তমান বিধায়ক মিহির গোস্বামীকে পাঁচ বছর এলাকায় দেখাই যায়নি। দলীয় বিধায়ককে নিয়ে এই বিড়ম্বনা বাদ দিলে নাটাবাড়ি এখন বিজেপির শক্ত দুর্গ। সেই দুর্গে ফের রবীন্দ্রনাথকে প্রার্থী করা আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে দল তাঁকে পুনরায় সুযোগ দিচ্ছে। তবে এর গভীরে লুকিয়ে আছে এক কঠোর বাস্তব। যদি নাটাবাড়িতে তিনি ফের পরাজিত হন, তবে তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারে কার্যত যবনিকা পড়ে যাবে। পদ না থাকলে অনুগামীরা যে একসময় নিঃশব্দে সরে যান, জেলায় তার বহু উদাহরণ আছে। তৃণমূলের মতো ডানপন্থী দলে ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে থাকা নেতাদের অবস্থা অনেকটা প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতোই। পদহীন রবীন্দ্রনাথ তখন কেবলই এক ‘প্রাক্তন’ হয়ে থেকে যাবেন, যাঁর প্রাসঙ্গিকতা ধূসর হতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ প্রার্থী হলে নাটাবাড়িতে যে অনেক হিসেব পালটে যেতে পারে সেকথা মানছেন বিজেপির অনেক নেতাই। তাই তাঁদের টার্গেট যে কোনওভাবে রবীন্দ্রনাথের মনোবল ভেঙে দেওয়া এবং তৃণমূলের ঐক্যে ভাঙন ধরানো। ইতিমধ্যেই সেকাজ শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা। কোচবিহারের বিজেপি নেতা নিখিলরঞ্জন দে’র কথা, ‘তৃণমূলের যখন কিছুই ছিল না তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি দলের হয়ে মাটি কামড়ে লড়াই করতে। আমরা জোট করেও বামেদের বিরুদ্ধে লড়েছি। রবীন্দ্রনাথ কোচবিহার থেকে দল চালানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অর্থসাহায্য পাঠাতেন। এরকম পুরোনো নেতার এই হাল হলে দলেরই ক্ষতি।’ তৃণমূলের অন্দরে কান পাতলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা কথা শোনা যাচ্ছে। একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতার এমন হালের জন্য অনেকেই দুষছেন তাঁর ছেলেকে। রবীন্দ্রনাথের ছেলে পঙ্কজ হাল ধরতে গিয়ে বাবার সাজানো-গোছানো রাজনৈতিক বাগান তছনছ করে দিয়েছেন বলে অনুযোগ করছেন রবীন্দ্রনাথের অনেক অনুগামী। তাঁর দুর্বলতার সুযোগে ততদিনে জেলার রাজনীতিতে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল উদয়ন গুহ আর অভিজিৎ দে ভৌমিক জুটি। উদয়নের সঙ্গে একসময় আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক ছিল জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুগামী। তৃণমূলের অন্দরেই অভিযোগ, ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনে জগদীশ প্রার্থী হওয়ায় তলায় তলায় সুতো কাটার চেষ্টা করেছিলেন প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। একসময় পার্থ-রবীন্দ্রনাথের মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল। জেলার রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ পার্থর হাত ধরায় ব্যাপক ক্ষুব্ধ জগদীশ উদয়নের সঙ্গে সমঝোতা করে রবি-বিরোধী শিবিরে চলে যান। ফলে জেলার রাজনীতিতে আরও কোণঠাসা হয়ে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। চেয়ারম্যানের পদ থেকে রবীন্দ্রনাথকে সরিয়ে তৃণমূল যে বার্তা দিল, তা অত্যন্ত পরিষ্কার- দল এখন নতুন মুখ এবং জয়ের নিশ্চয়তা খুঁজছে। ফলে রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ এখন এক সরু সুতোর ওপর ঝুলছে। যদি তিনি নাটাবাড়িতে মিরাকল ঘটাতে পারেন, তবেই রাজকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটবে। অন্যথায়, কোচবিহারের রাজনীতিতে এক সময়ের অবিসংবাদিত এই নেতার বিদায়ঘণ্টা বেজে যাবে নিঃশব্দে।

সম্মানিত ৪৯

মালিগাঁও, ১১ জানুয়ারি : ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল ৭০তম জোনাল রেলওয়ে উইক অ্যাওয়ার্ডস সেরেমনি। মালিগাঁওয়ের রঙ ভবনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতনকুমার শ্রীবাস্তবের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়।

অনুষ্ঠানে বিভাগীয় প্রিন্সিপাল হেড এবং মুখ্য কার্যালয়ের অন্য বরিষ্ঠ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশন এবং মুখ্য কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিক ও কর্মচারীদের তাঁদের অবদানের জন্য রেল সেবা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। মোট ৪৯ জনকে সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় জেনারেল ম্যানেজার এবং সম্মাননীয় আধিকারিকরা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে সুরক্ষা, সময়ানুবর্তিতা এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতিতে সাহায্যের জন্য পুরস্কারপ্রাপকদের প্রশংসা করেন বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

লোহরি উৎসবের প্রস্তুতিতে মহিলারা। অমৃতসরে। - পিটিআই

নির্যাতন

প্রথম পাতার পর

আমি উপার্জন করে টাকা পাঠালে স্ত্রী এবং সন্তানদের খাওয়া জোটে। কিন্তু মালিকপক্ষ আমাকে এখনও পর্যন্ত কোনও টাকা দেয়নি। তাই বাড়িতেও টাকা পাঠাতে পারিনি। স্ত্রী-সন্তানরাও খুবই কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। আমি এই ঘটনার তদন্ত এবং অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।’ বহু চেষ্টা করেও রবিবার ফরিদুলের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

কংগ্রেসের বিক্ষোভ

ফালাকাটা, ১১ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজের নাম বদল করেছে। এই অভিযোগ তুলে রবিবার অবস্থান বিক্ষোভ করল আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেস। এদিন ফালাকাটা শহরের এমজি মার্গের গান্ধিমূর্তির পাদদেশে এই অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। সেখানে অনেক নেতাই বক্তব্য রাখেন। জেলা কংগ্রেস সভাপতি মৃন্ময় সরকার বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছে করে ১০০ দিনের কাজ থেকে গান্ধিজির নাম বাদ দিয়েছে। আমারা এর বিরুদ্ধে এদিন জেলাজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করি। এদিন অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা ত্রিদিবেশ তালুকদার সহ অন্যরা।

বাহুবলে বন্দি সিতাই

প্রথম পাতার পর

এই কেন্দ্রই সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার রাজনৈতিক ঘাঁটি। ফলে প্রত্যাশা ছিল, পরিষেবা আর উন্নয়নে সিতাই আলাদা জায়গা নেবে। বাস্তব ছবি অবশ্য অন্য কথা বলে। বহু বছর ধরে সিতাইয়ে কলেজের দাবিতে মানুষ সরব। বাম আমলে জমি চিহ্নিত হলেও আজও কলেজ গড়ে ওঠেনি। আজ যারা ভাবসম্প্রসারণ মুখস্থ করছে, কাল কলেজে উঠলে তাদের ছুটতে হবে দিনহাটা।

আগুন লাগলে দমকলের গাড়ি আসবে দিনহাটা, শীতলকুচি বা মাথাভাঙ্গা থেকে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ছবিও প্রায় একই। সাংসদের বাড়ির কাছের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেই পর্যাপ্ত বেড, নেই জরুরি চিকিৎসার পরিকাঠামো। বিরোধী বিধায়করা কাজ করতে না পারার অভিযোগ তুললেও প্রশ্ন থেকেই যায়— শাসকদলের সাংসদ ও বিধায়করা কেন এই দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারলেন না? সাংসদ হওয়ার আগে জগদীশ এলাকার বিধায়ক ছিলেন। বর্তমানে তাঁর স্ত্রী বিধায়ক। আবডালে লোকে মজা করে বলেন, ‘সিতাইয়ে উন্নয়ন হয়েছে শুধু জগদীশের পরিবারেই।’

সিঙ্গিমারি নদীর উপর কামতেশ্বরী সেতুর পাশে একজন জেলে বারবার জাল ফেলেও মাছ পাচ্ছিলেন না। শেষে বিড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে বললেন, ‘না আছে ঘরে শান্তি, না আছে কাজে।’ কথায় কথায় জানান, ছেলেকে দিনমজুরি আর মাছ ধরার টাকায় এমএ পাশ করিয়েছেন, কিন্তু চাকরি জোটেনি। এখন সে নেতাদের পেছনে ঘোরে। ঘুরলে চাকরি মিলবে? জেলে এবার রেগে যান, মুখ বেঁকিয়ে বলেন ‘ঘণ্টা মিলবে। ওই ঝান্ডা ধরে ঘোরাই শেষ।’ কর্মসংস্থানের অভাব আর রাজনৈতিক মোহ— দুটোই এখানে পাশাপাশি হাঁটে।

একসময় সিতাই ছিল কংগ্রেসের গড়। ফজলে হক, কেশব রায়ের মতো নেতৃত্বের নাম আজও প্রবীণদের স্মৃতিতে। পরে বামফ্রন্ট, আর তারপর তৃণমূল— রাজনীতির রং বদলেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রশ্ন বদলায়নি। বর্তমানে তৃণমূলের সংগঠন শক্ত, বিজেপি তুলনায় অনেক পিছিয়ে। উপনির্বাচনের পর বিজেপির সংগঠন আরও দুর্বল হয়েছে। যদিও ২০২৬-এর দিকে তাকিয়ে তারা বাড়ি বাড়ি বৈঠক শুরু করেছে, তবু নেতৃত্বের অভাব স্পষ্ট। বাহুবলী জগদীশের সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার নেতা নেই কোনও দলেই। একসময়ের ফরওয়ার্ড ব্লকের গড়ে এখন কার্যত বাতি জ্বালাবার লোক নেই। কংগ্রেসের অবস্থাও অনেকটা একইরকম।

তবে সিতাইতে ভালো সংগঠন রয়েছে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নগেন ও বংশীবদন দুইপন্থীরই। সিতাই থেকে বংশীবদনকে প্রার্থী করার দাবিও উঠেছে অনেকবার। ফলে নগেন এবং বংশীর ভোট কোন দিকে যায় তা নিয়ে কিছুটা হলেও চিন্তায় আছে তৃণমূল। গোষ্ঠীকোন্দলের চোরাস্রোত যে সিতাইয়ের তৃণমূলে নেই তা বলা যাবে না। তবে জগদীশ গোষ্ঠী এতটাই শক্তিশালী যে অন্যরা টুঁ শব্দটিও করতে পারে না। সিতাইজুড়ে অনুন্নয়ন থাকলেও তা নিয়ে কথা বলার মতো বিজেপি নেতাদের দেখা যায় না। স্বাভাবিকভাবেই সিতাইজুড়ে জগদীশদের একনায়কতন্ত্র স্পষ্ট। সিতাইয়ের মানুষের কাছে বিজেপি গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে চাইলে ভোটের আগে তাদের প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হবে।

শীতের আগুন নিভে আসার সঙ্গে সঙ্গে পড়ুয়ার গলাও থেমে যায়। কিন্তু সিতাইয়ের মানুষের মনে সেই ভাবসম্প্রসারণ থামে না। এপার-ওপার পেরিয়ে তাঁরা এখনও খুঁজে ফেরে সত্যিকারের ‘সর্বসুখ’।

আইন অমান্যে জরিমানা

কামাখ্যাগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে পাঁচজনকে জরিমানা করা হল। রবিবার পুলিশের উদ্যোগে নিয়মিত ট্রাফিক চেকিংয়ের সময় এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ফাঁড়ির ওসি সুবিমল বর্মন জানান, হেলমেট না পরা, বৈধ কাগজপত্র না রাখা ও ট্রাফিক নিয়ম অমান্যের কারণেই এই জরিমানা করা হয়েছে।

কিশোরকে ফেলে ‘বেপাত্তা’

প্রথম পাতার পর

এদিকে, এ বিষয়ে বিশিষ্ট নাগরিক পরিমল দে বলেন,‘এমন ধরনের ঘটনা সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে ঘটছে। শিশুর মনের উপর গভীর প্রভাব পড়বে। শিশুটিকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ফেলে দেওয়া চরম অন্যায়। অভিভাবকদের মানবিক হওয়া উচিত।’

তৃণমূলের অন্দরমহলে আইপ্যাকের বিষ

প্রথম পাতার পর

পাড়ার নেতার কাছে যে নালিশ জানানোর কথা, তা যখন একটা টোল ফ্রি নম্বরে গিয়ে পৌঁছাতে লাগল, তখন থেকেই দলের সাংগঠনিক ভিতে চিড় ধরল।

নেতারা হয়ে গেলেন নিছকই ইভেন্ট ম্যানেজার। মাঠের কর্মীরা বুঝতে পারলেন, তাঁদের ঘাম ঝরানো রিপোর্টের চেয়ে আইপ্যাকের কর্মীদের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বানানো সার্ভে রিপোর্ট ওপরতলার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য। মমতা যে দরদ দিয়ে দলকে আগলে রেখেছিলেন, সেখানে ঢুকে পড়েছে এক রুগ্ন যান্ত্রিকতা। রাজনীতির ব্যাকরণ বদলে দিয়ে আইপ্যাক প্রমাণ করতে চাইল যে, নির্বাচন জেতা মানে কেবল ডেটা অ্যানালিসিস, জনগণের আবেগ বা স্পন্দন নয়। এই ধারণাটিই তৃণমূলের আদি ঐতিহ্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছে।

আইপ্যাক ভালো না খারাপ- সে বিতর্ক নয়। প্রশ্নটা হল সীমা। ভোটাররা কোনও কাস্টমার নন, যাঁকে আচরণগত প্যাটার্নে বেঁধে ফেলা যাবে। রাজনীতিতে আবেগ আছে, ক্ষোভ আছে, বিশ্বাসঘাতকতার স্মৃতি আছে। সেসবকে এক্সেল শিটে ধরতে গেলে সংখ্যা বাড়ে, আস্থা কমে। আইপ্যাক-নির্ভর সিদ্ধান্তে দায়বদ্ধতার বড়ই অভাব। নির্বাচনে হারলে দায় নেতার, আর জিতলে কৃতিত্ব আইপ্যাকের- এই অসম দায়বণ্টন দলীয় শৃঙ্খলাকে ভেঙেছে। মাঠের নেতা দায় নিচ্ছেন, কিন্তু সিদ্ধান্তে তাঁর ভূমিকা থাকছে না- এর ফলে বিদ্রোহ জন্মাচ্ছে— কখনও প্রকাশ্যে, কখনও নীরবে।

আইপ্যাকের কর্মীরা যবে থেকে জেলা স্তরে নাক গলাতে শুরু করলেন, তবে থেকেই শুরু হল নেতাদের সঙ্গে তাঁদের শীতল যুদ্ধ। যে নেতা বছরের পর বছর রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দলটাকে ধরে রেখেছেন, তাঁকে যখন পঁচিশ বছরের এক তরুণ এসে শেখাতে চাইল কীভাবে কথা বলতে হবে বা কার সঙ্গে দেখা করতে হবে, তখন সেই নেতার আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগাটাই স্বাভাবিক। টিকিট বণ্টন থেকে শুরু করে সাংগঠনিক রদবদল- সবক্ষেত্রেই বেশ কয়েক বছর ধরে আইপ্যাকের ‘ইনপুট’ তৃণমূলে মোটামুটি শেষকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ফলে দলের অভ্যন্তরে অসন্তোষের ফল্গুধারা বইতে শুরু করেছে।

বর্তমানে তৃণমূলে ‘টিকে থাকা’র জন্য বিভিন্ন স্তরের নেতারা আইপ্যাকের কর্মীদের খাতির-যত্ন, আপ্যায়নে ব্যস্ত। আইপ্যাকের কর্মীরা যখন নিজেদের দলের সমান্তরাল এক ক্ষমতাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন থেকেই দলের প্রকৃত লড়াইয়ের কর্মীরা কোণঠাসা হতে শুরু করলেন। এর ফলে তৈরি হল এক অদ্ভুত শূন্যতা, যেখানে পদ আছে কিন্তু সম্মান নেই, ক্ষমতা আছে কিন্তু কর্তৃত্ব নেই।

অন্যভাবে বললে, এখন তৃণমূলের অন্দরে ‘দাদা’ বা ‘দিদি’র চেয়েও বেশি গুরুত্ব পায় ‘ডেটা’। ভোটের হাওয়া কোনদিকে বইছে তা বোঝার জন্য নেতারা আগে চায়ের দোকানে কান পাততেন। মানুষের মন বোঝার চেষ্টা করতেন। এখন সেসবের বালাই নেই। এখন ট্যাব হাতে ঘুরে বেড়ানো আইপ্যাকের প্রতিনিধিদের কথাই তৃণমূলের বেদবাক্য। বকলমে দল চালানোর এই পদ্ধতি দলের ওপরের স্তরে এক ধরনের মিথ্যা আত্মতুষ্টি তৈরি করেছে। ওপরতলার নেতারা ভাবছেন সব ঠিক আছে, কারণ গ্রাফ বলছে উন্নতির কথা। কিন্তু মাটির গভীরে যে ক্ষোভের লাভা জন্মেছে, তা সেই যান্ত্রিক হিসেবে ধরা পড়ছে না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অদম্য জেদ এবং মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসাকে আইপ্যাক একটি সুশৃঙ্খল প্যাকেজে পরিণত করার চেষ্টা করছে। অথচ বাংলার মানুষ মমতাকে ভালোবেসেছিলেন তাঁর অগোছাল বিদ্রোহী সত্তার জন্য। আইপ্যাকের অতিপরিকল্পিত ইমেজের আড়ালে সেই আদি মমতা ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছেন। দলের সর্বনাশ শুরু হয়েছে ঠিক সেখানেই, যেখানে আবেগ অপসারিত হয়ে জায়গা করে নিয়েছে গাণিতিক লাভক্ষতির হিসেব।

সবচেয়ে বড় বিপত্তি দেখা দিয়েছে স্বচ্ছতার নামে ছাঁটাইয়ের সংস্কৃতিতে। আইপ্যাক যখন ‘ক্লিন ইমেজ’ তৈরির ধুয়া তুলল, তখন বহু পুরোনো কর্মীকে এক লহমায় বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়া হল। রাজনীতিতে অভিজ্ঞতার যে দাম আছে, তা এই কর্পোরেট মগজ অনুধাবন করতে ব্যর্থ। এক একজন ডাকসাইটে নেতাকে সরিয়ে যখন নবাগতদের দায়িত্বে বসানো হল, তখন দলের ভেতরের চেন অফ কমান্ড ভেঙে পড়ল। এর ফলে তৃণমূল আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যেখানে পুরোনোরা থাকতে পারছেন না, আর নতুনেরা জায়গা করতে পারছেন না।

আইপ্যাকের কর্মীরা যবে থেকে নিজেদের নীতি নির্ধারক ভাবতে শুরু করেছেন, তবে থেকেই দলের শৃঙ্খলাবোধ একটি কোম্পানির এইচআর পলিসিতে রূপান্তরিত হয়েছে। রাজনৈতিক সংহতির বদলে সেখানে এখন কাজ করছে পারফরমেন্স রিভিউ। অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন, রাজনীতিতে একের সঙ্গে এক যোগ করলে সবসময় দুই হয় না। এই সহজ সত্যটি যখন আইপ্যাকের জটিল ক্যালকুলেশনে হারিয়ে গেল, তখনই দলের চারিত্রিক অবক্ষয় শুরু হল। কর্পোরেটের ডেটা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, মানুষ এবং তাঁদের আবেগকে বাদ দিলে রাজনীতিতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

তৃণমূল মানেই মমতা- আইপ্যাক সেই সহজ সত্য সমীকরণ ভাঙার চেষ্টা করছে এবং বিকল্প হিসাবে ঝাঁ চকচকে আধুনিক নেতা হিসাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলে ধরতে চাইছে। নিশ্চিতভাবেই মমতার উত্তরাধিকার দরকার। হয়তো দলের ভেতর মমতার ভাইপো হিসাবে অভিষেকই সেক্ষেত্রে সবথেকে এগিয়ে। কিন্তু তারজন্য যে পদ্ধতিতে আবেগ ভুলে শুধুমাত্র আধুনিকতা ও যন্ত্রসর্বস্ব রাজনীতিকে মূলধন করছে আইপ্যাক, সেই সুখ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। কারণ, ল্যাপটপের আলোর চেয়ে মাটির গন্ধ অনেক বেশি শক্তিশালী।

বিদায় ‘আইডল’ প্রশান্তের

প্রথম পাতার পর

উত্থান, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা গঠন এবং সুবাস ঘিসিংয়ের পাহাড় থেকে নির্বাসনের ইতিহাস লেখাই যাবে না প্রশান্তের উল্লেখ ছাড়া। ২০০৭-এ সোনি টিভি আয়োজিত ইন্ডিয়ান আইডল-থ্রি প্রতিযোগিতায় তাঁকে জেতাতে দলে দলে এসএমএস পাঠানোর জন্য জনমত সংগঠিত করেছিলেন বিমল।

ওই প্রতিযোগিতা ছিল মূলত মোবাইল মেসেজের ভোটনির্ভর। যে প্রতিযোগী সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন, তিনিই জয়ী হবেন। ঘিসিং-ঘনিষ্ঠ গুরুং তখন দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের সদস্য। গোর্খা সন্তান প্রশান্তকে দেশের সেরা করার লক্ষ্যে তিনি দার্জিলিং, কালিম্পং তো বটেই, সিকিম, নেপাল সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী গোর্খাদের ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। পাহাড়জুড়ে পোস্টার, জনসভা করে প্রশান্তর জন্য প্রচারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বিমল।

এতেই প্রচারের আলোয় চলে আসেন বিমল। মূলত তাঁর ডাকেই প্রশান্তকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভোট দিয়েছিলেন তখন। ফলে ইন্ডিয়ান আইডল হন প্রশান্ত। গোর্খাদের এই ঐক্যকে হাতিয়ার করেই রাতারাতি গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে প্রচার ঘুরিয়ে দেন বিমলরা। ২০০৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রশান্ত চ্যাম্পিয়ন হন আর মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে ৭ অক্টোবর গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা গঠিত হয়। সূচনা হয় ঘিসিং জমানা অবসানের।

সেই প্রশান্তের দিল্লিতে দ্বারকার এক হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবরে স্মৃতি হাতড়াচ্ছেন বিমল। তাঁর বক্তব্য, ‘প্রশান্ত গোর্খা জাতিকে অনেক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। ওঁর সপক্ষে ঐক্যের বার্তা থেকেই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার জন্ম হয়েছিল। যা পাহাড়ের রাজনীতিকে নয়া দিকনির্দেশ দেয়।’ দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের কথায়, ‘নেপালি সংগীতকে লাইমলাইটে এনে বিশ্বব্যাপী গোর্খাদের গর্বিত করেছিলেন প্রশান্ত।’

প্রশান্তের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃত শিল্পীর বন্ধু ও গায়ক অমিত পাল বলেন, ‘বন্ধু সবসময় হাসতে থেকো। তুমি ছাড়া পৃথিবী আগের মতো থাকবে না।’ তরুণ গোর্খা গায়ক অ্যালবার্ট কাবোর বক্তব্য, ‘প্রশান্তদাকে দেখেই গানের জগতে এসেছিলাম। দাদা খুব অল্প বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমাদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হল।’

১৯৮৩ সালের ৪ জানুয়ারি দার্জিলিংয়ের তুংসুংয়ে জন্ম প্রশান্তের। ছোট থেকেই গান, বাজনার প্রতি ঝোঁক ছিল। সেন্ট রবার্টস স্কুলে পড়াশোনা। বাবা কলকাতা পুলিশে চাকরি করতেন। উচ্চমাধ্যমিক পড়ার সময় দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যু হলে কলকাতা পুলিশের কনস্টেবলের চাকরি পান তিনি। গানবাজনায় ঝোঁক দেখে তাঁকে পুলিশ ব্যান্ডে নেওয়া হয়। সেখানে তিনি ড্রাম বাজাতেন। পাশাপাশি গানের চর্চা চলছিল। সেই সুবাদে ইন্ডিয়ান আইডল সিজন থ্রি-তে সুযোগ পান।

প্রশান্তের জ্যাঠতুতো দাদা আদিত্য তামাং দার্জিলিং থেকে টেলিফোনে রবিবার বলেন, ‘৩ জানুয়ারি শেষবার ফোনে কথা হয়েছিল। ২০১৯ সালে শেষবার এখানে এসেছিল।’

লিটনদের সঙ্গে চুক্তি স্থগিত

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১১ জানুয়ারি : কেউ ঘোলা জলে মাছ ধরার তালে। আবার কেউ বিতর্ক জিইয়ে রাখার মধ্যে অদ্ভুত এক সন্তুষ্টি খুঁজছেন।

আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের আসরে বাংলাদেশ কি খেলবে? লিটন দাসরা কি শেষ পর্যন্ত ভারতে খেলতে আসবেন? নাকি নিজেদের অনড় মনোভাব বজায় রাখবে বাংলাদেশ?

কিছুই স্পষ্ট নয় এখনও। তার মধ্যেই আজ একসঙ্গে দুটি ঘটনা ঘটেছে। এক, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পাশে দাঁড়িয়ে কুড়ির বিশ্বকাপের ম্যাচ পাকিস্তানে খেলার প্রস্তাব দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। বাস্তবে সেটা কীভাবে সম্ভব, কারও জানা নেই। কারণ, বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক দেশ ভারত ও শ্রীলঙ্কা। দুই, বাংলাদেশ ক্রিকেটের সংকট আরও গভীর হয়েছে। পদ্মাপারের বহু ক্রিকেটারের সঙ্গেই ভারতীয় সংস্থা এসজি-র চুক্তি রয়েছে। রবিবার ভারতীয় সংস্থা বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সঙ্গে চুক্তি স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছেন। নিশ্চিতভাবেই এমন সিদ্ধান্তের পর লিটনরা আর্থিক দিক থেকে আরও সংকটে পড়তে চলেছেন।

ভারতের অন্যতম সেরা ও নামী ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থা হল এসজি। দুনিয়ার নানা প্রান্তে বহু ক্রিকেটার, ক্রীড়াবিদের সঙ্গেই এই সংস্থার চুক্তি রয়েছে। তার মধ্যে টি২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটনের নামও রয়েছে। লিটন ছাড়া আরও চারজন বাংলাদেশ ক্রিকেটারের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে এই সংস্থার। জানা গিয়েছে, সব চুক্তিই স্থগিত করা হয়েছে। চলতি জানুয়ারি মাসেই এই চুক্তির নবীকরণ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতেই চুক্তির নবীকরণ আপাতত হচ্ছে না। সূত্রের খবর, দুই প্রতিবেশীর সম্পর্কের উন্নতি না হলে ছবিটা বদলানোর কোনও সম্ভাবনাই নেই। শুধু লিটনদের সঙ্গে চুক্তি করাই নয়, ওপার বাংলায় ক্রিকেট সরঞ্জাম পাঠানোও বন্ধ করে দিয়েছে ভারতীয় সংস্থাটি। ফলে বাংলাদেশের ক্রিকেটীয় সমস্যা গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। যার জন্য দায়ী তারাই।

সিদ্ধান্ত এসজি-র

এমন অবস্থার মধ্যে আজ আচমকাই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড পাশে দাঁড়িয়েছে বিসিবি-র। অপ্রত্যাশিতভাবে টি২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ পাকিস্তানের মাটিতে আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছে পিসিবি। মুস্তাফিজুর রহমান কাণ্ডের পর দুই প্রতিবেশীর ক্রমশ খারাপ হতে থাকা সম্পর্কের মধ্যে পাকিস্তান ঢুকে পড়তে চেয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল করতে চাইছে। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা কুড়ির বিশ্বকাপের মূল আয়োজক দেশ ভারত ও শ্রীলঙ্কা। তাই পাকিস্তানে বিশ্বকাপের ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পাকিস্তান বিসিসিআই ও আইসিসি-কে পালটা চাপ দিতে চেয়েছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে টি২০ বিশ্বকাপে লিটন দাসদের ম্যাচ পাকিস্তানে আয়োজন করার প্রস্তাব দিল পাক ক্রিকেট বোর্ড।

যুবরাজ সিংয়ের ক্লাসে মনোযোগী অভিষেক শর্মা।

যুবরাজের ক্লাসে বাধ্য ছাত্র সঞ্জু!

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : অভিষেক শর্মা, শুভমান গিল, প্রভসিমরন সিংদের পর এবার সঞ্জু স্যামসন। কোচ হিসেবে যুবরাজ সিংয়ের বৃত্তটা ক্রমশ বড় হচ্ছে। পেশাদার কোচিংয়ে যুক্ত না হয়েও নিয়মিতভাবে দুনিয়াকে চমক দিয়ে চলেছেন যুবরাজ।

তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। ক্রিকেট কেরিয়ারের মাঝেই আক্রান্ত হয়েছিলেন ক্যানসারে। সেই ক্যানসার জয় করে ক্রিকেটে ফিরেও এসেছিলেন যুবরাজ। পরবর্তী সময়ে ক্রিকেট থেকে অবসরের পর যুবরাজ কোচিংয়ে নজর দিয়েছেন। যার শুরুটা হয়েছিল ২০২০ সালে, যখন দুনিয়াজুড়ে করোনা স্থগিত করে দিয়েছিল সবকিছু। কঠিন সময়ে মোহালির পিসিএ স্টেডিয়ামে সেই সময় একটি শিবির করেছিলেন যুবি। সেই শিবির থেকেই অভিষেক, শুভমানদের ক্রিকেট কেরিয়ারে বদল শুরু। বাকিটা এখন ইতিহাস। যদিও এতদিন যুবরাজের শিষ্যের তালিকায় ছিলেন মূলত পাঞ্জাবের ক্রিকেটাররাই।

সেই ধারণা এবার বদলে গেল। দিন দুয়েক আগে সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে সঞ্জুকে দেখা গিয়েছে যুবির ক্লাসে। যুবরাজ অথবা সঞ্জু, কেউই বিষয়টি নিয়ে সরকারিভাবে এখনও মুখ খোলেননি। কিন্তু যুবরাজের ক্লাসে বাধ্য ছাত্রের ভূমিকায় সঞ্জুকে দেখে মনে হয়েছে, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের হয়ে ইনিংস ওপেন করার আগে নিজের ক্রিকেটীয় স্কিলকে আরও ধারালো করে তুলতে মরিয়া তিনি। তাই যুবরাজের থেকে গুরুমন্ত্র নিয়ে কুড়ির বিশ্বকাপ অভিযানে নামতে চলেছেন তিনি।

টি২০ বিশ্বকাপের আগে নেটে যুবরাজ সিংয়ের থেকে বিশেষ পরামর্শ নিলেন সঞ্জু স্যামসন।

আফকনের শেষ চারে মিশর

রাফাত, ১১ জানুয়ারি : আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসে (আফকন) দৌড়াচ্ছে মিশর। দুরন্ত ছন্দে মহম্মদ সালাহ।

আফকনের কোয়ার্টার ফাইনালে মিশর ৩-২ গোলে হারিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন আইভরি কোস্টকে। যথারীতি স্কোরশিটে নাম তুলেছেন মিশরীয় তারকা মহম্মদ সালাহ।

ম্যাচের ৩২ মিনিটের মধ্যে ওমর মারমৌশ ও রাবির গোলে ২-০ ফলে এগিয়ে যায় মিশর। ৪০ মিনিটে আহমেদ আবুর আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান কমায় আইভরি কোস্ট। ৫২ মিনিটে মিশরের হয়ে লক্ষ্যভেদ করেন লিভারপুল তারকা সালাহ। এই নিয়ে চলতি আফকনে টানা চার ম্যাচে গোল পেলেন তিনি। আইভরি কোস্টের গুয়েলা ডুয়ে ৭৩ মিনিটে একটি গোল শোধ করেন।

দুরন্ত সালাহ

সেমিফাইনালে উঠলেও নিজেদের প্রতিযোগিতায় ফেভারিট মানতে নারাজ সালাহ। বরং তিনি নাইজিরিয়া, মরক্কোর মতো দেশগুলিকে এগিয়ে রেখেছেন। শেষ চারের লড়াইয়ে মিশরের প্রতিপক্ষ সেনেগাল। যে দলে রয়েছেন সালাহর প্রাক্তন সতীর্থ সাদিও মানে। প্রাক্তন সতীর্থর মুখোমুখি হওয়ার আগে সালাহ বলেছেন, 'সেনেগালের বিরুদ্ধে ম্যাচটা সহজ হবে না। ওদের দলে ইউরোপে খেলা বেশকিছু ফুটবলার রয়েছে। তবে আমরা নিজেদের সেরাটা দিয়ে লড়াই করব।'

এদিকে আফকনের অপর সেমিফাইনালে নাইজিরিয়া মুখোমুখি হবে মরক্কোর।

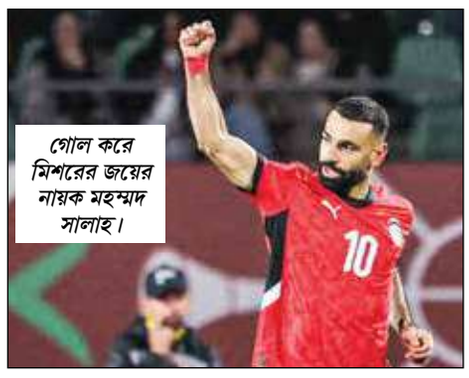

গোল করে মিশরের জয়ের নায়ক মহম্মদ সালাহ।

ভারতে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি সফরের শুরু দিল্লিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : দীর্ঘ ১২ বছর পর আসল ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি ভারতে। তিনদিনের এই ট্রফি সফরের প্রথম দুইদিন ট্রফি থাকবে দিল্লিতে। তারপর একদিন অসমের গুয়াহাটিতে। এবার ট্রফি সফরের তালিকায় নেই ফুটবলের শহর কলকাতা।

রবিবার মান সিং রোডের তাজমহল হোটেলে ট্রফি সাধারণের সামনে তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে ছিলেন ট্রফির সঙ্গে আসা ব্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ফিফা লিজেন্ড গিলবার্তো ডি সিলভা, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে সহ কোকাকোলা খেলাধুলো হল সবথেকে শক্তিশালী মাধ্যম। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রথম পাঁচ স্পোর্টিং দেশের মধ্যে আসার ক্ষেত্রে এই বিশ্বকাপ ট্রফি ট্যুর দারুণভাবে সাহায্য করবে।

> **প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির নেতৃত্বে খেলাধুলো এখন জাতীয় অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়ে। আমরা বিশ্বাস করি যে, যুব সমাজে শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস ও চরিত্র তৈরি করতে খেলাধুলো হল সবথেকে শক্তিশালী মাধ্যম। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রথম পাঁচ স্পোর্টিং দেশের মধ্যে আসার ক্ষেত্রে এই বিশ্বকাপ ট্রফি ট্যুর দারুণভাবে সাহায্য করবে।**
>
> **-মনসুখ মান্ডব্য** *ক্রীড়ামন্ত্রী*

ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফির আবরণ উন্মোচন করছেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য গিলবার্তো ডি সিলভা। নয়াদিল্লিতে।

ইন্ডিয়ার বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিরা। ঘরোয়া ফুটবলের এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে তাজমহল হোটেলের দৃশ্য অবশ্য এদেশের ফুটবল ভক্তদের অখুশীই করেছে। যা তাঁরা সামাজিক মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। তবে ট্রফি ঘিরে আমন্ত্রিত সদস্যদের উৎসাহ এবং খানিকটা পার্টির মেজাজ দেখা গিয়েছে। এদিনের ট্রফি সফর প্রসঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রীর মন্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির নেতৃত্বে খেলাধুলো এখন জাতীয় অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়ে। আমরা বিশ্বাস করি যে যুব সমাজে শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস ও চরিত্র তৈরি করতে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার যে সফর তাতে যুব শক্তি ও দেশের গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে খেলাধুলো একটা অন্যতম স্তম্ভ হতে চলেছে।'

এদিকে, বিশ্বকাপের প্রধান স্পনসর কোকাকোলা শনিবারই ভারতীয় মহিলা দলের স্পনসর হওয়ার কথা ঘোষণা করে। পুরুষ জাতীয় দল বা ক্লাব দলের জন্য যখন অর্থের হাহাকার তখন মহিলাদের সিনিয়ার থেকে বয়সভিত্তিক সব দলেরই এশিয়া স্তরে সাফল্যই এত বড় আর্থিক সহায়তার জায়গা তৈরি করে দিল, তা বলাই বাহুল্য।

র‍্যাপিডে সেরার ট্রফি নিয়ে নিহাল।

ব্লিৎজে খেতাব জয় মার্কিনীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : টাটা স্টিল দাবার শেষটা ভালো গেল না ভারতীয় দাবাড়ুদের।

রবিবার প্রতিযোগিতার শেষদিনে ব্লিৎজ ফর্ম্যাটে পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হলেন মার্কিন দাবাড়ুরা। পুরুষদের বিভাগে ১২ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ওয়েসলি সো। ১১ পয়েন্ট নিয়ে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছেন র‍্যাপিড চ্যাম্পিয়ন নিহাল সারিন ও অর্জুন এরিগাইসি। কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দ ৮ পয়েন্ট পেয়ে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন।

মহিলাদের বিভাগে ১৮ রাউন্ডের শেষে ভারতের ভান্তিকা আগরওয়ালের সঙ্গে ১০.৫ পয়েন্ট পেয়ে যুগ্মভাবে শীর্ষে ছিলেন কারিসা। পরে টাইব্রেকারে ভান্তিকাকে হারিয়ে খেতাব নিশ্চিত করেন কারিসা। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে এই মার্কিন দাবাড়ু বলেছেন, 'ভান্তিকার সঙ্গে পয়েন্ট সমান হওয়ার পর আমি ভেবেছিলাম হেড টু হেড দেখা হবে। সেখানে ভান্তিকা এগিয়ে থাকায় ওকেই চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হবে।

টাটা স্টিল দাবা

তবে আয়োজকরা যখন জানাল টাইব্রেকার হবে, তখন আমার ভুলটা ভাঙে। চ্যাম্পিয়ন হতে পেরে ভালো লাগছে।'

পুরুষদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ওয়েসলি বলেছেন, 'এর আগে ছয়বার এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেও এবারই প্রথম খেতাব জিতলাম। আনন্দ, প্রজ্ঞাদের সঙ্গে লড়াই করে খেতাব জেতাটা খুব কঠিন। আশা করছি, পরের বছর দুই ফর্ম্যাটে জিতব।' এদিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশ্বনাথন আনন্দ জানিয়েছেন, এখনও তিনি খেলা চালিয়ে যেতে চান।

কুড়ির বিশ্বকাপে সৌরভের বাজি টিম ইন্ডিয়া

প্রিটোরিয়া, ১১ জানুয়ারি : রয়েছেন রামধনুর দেশে। করাচ্ছেন কোচিং। আর তার মাঝেই আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবনা শুরু করেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে সেদেশের ক্রিকেট লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলের কোচের দায়িত্বে রয়েছেন মহারাজ। প্রথমবার পূর্ণ সময়ের কোচিং করানোর পাশে তিনি অনেক কিছু শিখছেন বলেও জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতেই ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্সের দিকেও নজর রয়েছে তাঁর। সঙ্গে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা কুড়ির বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার সম্ভাবনা নিয়েও আজ মুখ খুলেছেন তিনি। প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলের সাক্ষাৎকারে সৌরভ রহস্য ইন্ডিয়ার এক্স ফ্যাক্টর হিসেবে ঘরের মাঠে টি২০ বিশ্বকাপে সৌরভের খেলার পারে অবশ্যই সমাজমাধ্যমে গতরাতে এক স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীকে টিম তুলে ধরেছেন। জানিয়েছেন, অবশ্যই ফেভারিট টিম ইন্ডিয়া। কথায়, 'ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ চেয়ে স্বস্তি আর কিছুতেই হতে না। আর ঘরের মাঠে ভারতীয় দল

এক্স ফ্যাক্টর বরুণ

ফেভারিট। ভারতের মূল শক্তি হল স্পিন আক্রমণ। বরুণ চক্রবর্তী যদি ফিট থেকে প্রতিযোগিতার সব ম্যাচ খেলতে পারে, তাহলে টিম ইন্ডিয়ার এগিয়ে চলার পথটা সহজ হয়ে যাবে।'

৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কুড়ির বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে সূর্যকুমার যাদবের ভারত। প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। টেস্ট ও একদিনের দলের অধিনায়ক শুভমান গিল কুড়ির বিশ্বকাপের স্কোয়াডে না থাকলেও টিম ইন্ডিয়ার ভারসাম্যে সমস্যা দেখছেন না মহারাজ। বলছেন, 'সবদিক থেকে দারুণ ভারসাম্যের দল হয়েছে ভারতের। আমি নিশ্চিত এই দল কুড়ির বিশ্বকাপে ভালো পারফর্ম করবে।' সূর্যের ভারত কুড়ির বিশ্বকাপের আসরে শেষ পর্যন্ত সফল হবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে কোচিং উপভোগ করছেন সৌরভ। মহারাজের কথায়, 'নতুন দায়িত্ব উপভোগ করছি। শিখছি অনেক কিছু। আসলে ক্রিকেটার হিসেবে মাঠে খেলা, দল বা দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া একরকম। তুলনায় কোচিং সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা। যেখানে আমার এখনও অনেক কিছু শেখার রয়েছে।'

'বাতিল' দিমিই আলো ছড়াচ্ছেন লোবেরার বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : দুরন্ত-দিমি। রবিবার বিকেলে প্রস্তুতি ম্যাচে নিজেদেরই যুব দলকে ৪-০ গোলে হারাল সের্জিও লোবেরার মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। গোটা ম্যাচে মাঠজুড়ে আলো ছড়ালেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার জমানায় একেবারেই চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি পেত্রাতোসকে। দলে তাঁর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছিল। একটা সময় মোহনবাগান থেকে দিমির বিদায় নিয়েও আলোচনা শুরু হয়। যদিও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কার হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত রেখে দেওয়া হয় তাঁকে। সবুজ-মেরুনে তাঁর অবদানের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেন সুপার জায়েন্ট কর্ণধার।

তবে নতুন কোচ সের্জিও লোবেরার প্রশিক্ষণে যেন পুরোনো ধার ফিরে পেয়েছেন অজি তারকা। আক্রমণভাগে স্বাধীনতা ও স্পষ্ট ভূমিকা পেয়ে আগের মতোই আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে দিমিত্রিসকে। তারই প্রমাণ মিলল এদিনের প্রস্তুতি ম্যাচে। জোড়া গোল করে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের যেন আশ্বস্ত করলেন তিনি। গোল পেলেন আরেক অজি ফুটবলার জেসন কামিন্সও।

রক্ষণে আলবার্তো রডরিগেজ, মেহতাব সিংয়ের সঙ্গে শুভাশিস বসু ও টেকচাম অভিষেক সিংকে সাইডব্যাক পজিশনে রেখে দল সাজান লোবেরা। মাঝমাঠে অনিরুদ্ধ থাপা ও আপুইয়া। দুই প্রান্তে লিস্টন কোলাসো ও মনবীর সিং। সামনে দিমি-কামিন্স জুটি। ম্যাচ শুরুর মিনিট পনেরোর মধ্যেই দুই গোলে এগিয়ে যায় লোবেরার মোহনবাগান। প্রথম গোল দিমির। দুই মিনিটের মধ্যে ব্যবধান বাড়ান কামিন্স। ৩৪ মিনিটে ফের লক্ষ্যভেদ পেত্রাতোসের।

দ্বিতীয়ার্ধে গোলের নীচে বিশাল কেইথকে রেখে বাকি দল পুরোটাই বদলে ফেলেন লোবেরা। মাঠে নামান আশিস রাই, দীপেন্দু বিশ্বাস, দীপক টাংরি, কিয়ান নাসিরি, সুহেল বাটদের। বিদেশিদের মধ্যে মাঠে ছিলেন টম অ্যালড্রেড ও জেমি ম্যাকলারেন। এই পর্বে সবুজ-মেরুন সিনিয়ার দলের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন সাহাল আব্দুল সামাদ। ম্যাচের শেষ কিছুক্ষণ গোলরক্ষক বিশালকে তুলে জাহিদ বুখারিকে খেলান লোবেরা।

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মতো জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লিও। এদিন একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেছে তারা। রাজধানীর ফুটবলপ্রেমীদের সঙ্গে ক্লাবের সংযোগ বাড়াতে ফুটবলার-সমর্থকদের 'মিট অ্যান্ড গ্রিট'এর ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল।

অলোকের আত্মজীবনী প্রকাশিত

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : রবিবার কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে প্রকাশিত হল, প্রাক্তন ডিফেন্ডার অলোক মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী 'লাল কার্ডের বাইরে'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাইচুং ভুটিয়া, ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, দীপেন্দু বিশ্বাসের মতো প্রাক্তন ফুটবলাররা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত ও ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার। দীর্ঘ ফুটবল জীবনে তিন প্রধানে দাপিয়ে খেলা অলোক খেলোয়াড়ি জীবনে কোনওদিন লাল কার্ড দেখেননি। পরে সাফল্যর সঙ্গে কলকাতায় ময়দানে কোচিংও করেছেন।

জয় বিবেকানন্দের

তুফানগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে রবিবার বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ১৭১ রানে হারিয়েছে চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি জুনিয়ারকে। সংস্থার মাঠে বিবেকানন্দ প্রথমে ৩৫ ওভারে ৬ উইকেটে ২৬৩ রান তোলে। ৬৭ বলে ৮৮ রান করে ম্যাচের সেরা হন দীপঙ্কর পাল। জবাবে চিলাখানা ১৯.৩ ওভারে ৯২ রানে আটকে যায়। সাকিবের অবদান ২০। জোড়া উইকেট নেন অনিশ বর্মা ও পুদুমকুমার বর্মন। সোমবার মুখোমুখি হবে ছাটারামপুর শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংঘ এবং বক্সিরহাট ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাব।

ক্যারাটেকাদের বেল্ট প্রদান

কোচবিহার, ১১ জানুয়ারি : এমজেএন ক্লাব ক্যারাটে অ্যাকাডেমির ক্যারাটেকাদের বেল্ট ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হল। রবিবার এমজেএন ক্লাবে ২৭ জন মহিলা ক্যারাটেকা সহ মোট ৮২ জন খেলোয়াড়ের হাতে সেগুলি তুলে দেন কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল, সংস্থার প্রশিক্ষক রাকেশ সরকার সহ অন্যরা।

মহমেডানকে অনুসরণ করে একাধিক ক্লাব বিদেশিহীন দল নামাতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : মহমেডান স্পোর্টিং ডিসেম্বরে ফিফার নির্বাসন ওঠার পরই বেশ কয়েকজন ভারতীয় ফুটবলারকে সই করিয়ে নেয়। আবার জানুয়ারি থেকে তারা নির্বাসনের কবলে। ফলে বিদেশি খেলানোর কোনও সুযোগই নেই মহমেডানের। তাই এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগে পুরোপুরি ভারতীয় স্কোয়াডই খেলাতে চলেছে শতাব্দীপ্রাচীন এই ক্লাব।

তবে যা খবর তাতে শুধু মহমেডানই নয়, আরও কয়েকটি ক্লাবও পুরো স্বদেশি স্কোয়াড নামাতে চলেছে। লিগের টালমাটাল পরিস্থিতির জন্য শেষদিকে এসে বহু ক্লাবই বিদেশি ফুটবলারদের ছেড়ে দিয়েছে। জাভি সিভেরিও, তিয়াগো আলভেস, তিরি, নোয়া সাদাউ, অ্যাড্রিয়ান লুনা, বোরহা হেরেরাদের মতো অনেকেই দল ছেড়েছেন। বিদেশিদের দল ছাড়ার ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সম্ভবত এফসি গোয়া ও কেরালা ব্লাস্টার্স। তাদের হাতে এখন তিনজন করে বিদেশি থাকলেও নিয়মিতরা চলে যাওয়া যথেষ্ট সমস্যায় ফেলতে চলেছে এই দুই ক্লাব। অন্যদিকে চেন্নাইয়ান এফসি এবার সুপার কাপ খেলতে এসেছিল বিদেশি ছাড়াই। আর্থিক কারণেই তারা কোনও বিদেশি হয়তো আর নেবে না। যা খবর তাতে মহমেডান ছাড়াও চেন্নাইয়ানও বিদেশি ছাড়াই খেলবে। অভিজ্ঞমহল বলছে, গোয়া ও কেরালাও যদি একই পথে হাঁটে তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ওডিশা এফসি-র সোমবারই জানানোর কথা, তারা আদৌ খেলবে কিনা। সময়সীমা বাড়িয়ে নেওয়ায় অনেকেই মনে করছেন, হয়তো লিগটা শেষপর্যন্ত খেলবে ওডিশা। তবে তারাও আর্থিক ব্যয়ভার কমাতে বিদেশি ছাড়াই দল গড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও বাকি ক্লাবগুলিও ফুটবলারদের বেতন হ্রাসের বিষয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে। সবমিলিয়ে শুধু লিগই আয়তনে ছোট হচ্ছে না, ক্লাবগুলিরও আতিশয্য কমতে চলেছে এবারের লিগে।

> **লগ্নিকারী সংস্থার দিকটাও দেখতে হবে। কীভাবে এই কম সময়ে লিগ হওয়ার ক্ষতি সামাল দেওয়া যায়, সেই সব নিয়ে ভাবতে হবে।**
>
> **-দেবব্রত সরকার** *ইস্টবেঙ্গল কর্তা*

তবে এই পরিস্থিতিতে কলকাতার দুই প্রধান কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য পথে হাঁটছে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বা ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট পরিষ্কার করেছে, ফুটবলারদের বেতন হ্রাসের কোনও পরিকল্পনা তাঁদের নেই। মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে ফুটবলারদের তো কোনও দোষ নেই। তাহলে তাদের বেতন কমবে কেন?' অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকারও বলেছেন, 'লগ্নিকারী সংস্থার দিকটাও দেখতে হবে। কীভাবে এই কম সময়ে লিগ হওয়ার ক্ষতি সামাল দেওয়া যায়, সেই সব নিয়ে ভাবতে হবে।' তবে খবর, ইস্টবেঙ্গল চেষ্টা করছে রিজার্ভ ফুটবলারদের বিক্রি করে আর্থিক সমস্যা সামাল দেওয়ার। তবে দুই ক্লাবের এই মনোভাবে খুশি সারা ভারতের ফুটবল ভক্তরা। তাঁরা বলছেন, ফুটবল ঐতিহ্যই এই দুই ক্লাবকে ফুটবলারদের সম্মান করতে শিখিয়েছে।

বিরাট মঞ্চে জয় আনলেন রাহুল

নিউজিল্যান্ড-৩০০/৮
ভারত-৩০৬/৬ (৪৯ ওভারে)

দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিংয়ে নতুন বছরেও উজ্জ্বল বিরাট কোহলি।

ভদোদরা, ১১ জানুয়ারি : প্রান্তিক স্টেশনটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাতে কী?

সময়ের নিয়মে থামতে সবাইকেই হয়। সেই দাবি মানতে গিয়ে মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে টি২০, টেস্ট ছেড়েছেন। কিন্তু একদিনের ক্রিকেটে থামার সিদ্ধান্তটা তাঁরাই নেবেন। যখন অন্তর থেকে সেই ডাক আসবে, তখনই থামবেন। ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের আগে সেই ডাক আসার কথা নয়। উচিতও নয়। কারণ, রোকো মাঠের প্রতিটা মুহূর্ত দারুণভাবে উপভোগ করছেন। সতীর্থদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা দিয়ে সেরাটা বার করে আনছেন। দলকে সাফল্যের দিশা দিচ্ছেন। সতীর্থদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবধানও স্পষ্ট হচ্ছে নিয়মিত। সঙ্গে অবশ্যই জনতার আবেগে ভাসছেন।

নতুন বছর। নতুন মাঠ। নয়া প্রতিপক্ষ। আর সবকিছুর পর রোকো অনুপ্রেরণায় চেনা ছন্দে টিম ইন্ডিয়া। বল হাতে বোলাররা সমস্যায় পড়ছেন। চিন্তা নেই রোকো রয়েছেন। ব্যাট হাতে দল সমস্যায় পড়ছে। চিন্তা নেই রোকো রয়েছেন। রোহিত শর্মা (২৬) বড় রান না পেলেও চিন্তা নেই। বিরাট কোহলি (৯১ বলে ৯৩) রয়েছেন বিপত্তারিণী হিসেবে। অধিনায়ক শুভমান গিলকে (৭১ বলে ৫৬) উইকেটে খিতু হওয়ার সময় দিলেন রোকো। রান তাড়ার চ্যালেঞ্জ, চাপ নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে নিলেন। আর সবশেষে প্রমাণ করলেন, পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে! রোকো রেশনাইয়ের মায়া ভারতীয় ক্রিকেটে এখন এতটাই উজ্জ্বল যে, আগামীদিনে কোচ গৌতম গম্ভীরের 'চাকরি' বাঁচলে হয়।

টসে জিতে নিউজিল্যান্ডকে ব্যাট করতে পাঠিয়ে ভারত অধিনায়ক শুভমান চমকে দিয়েছিলেন। ডেভন কনওয়ে (৫৬) ও হেনরি নিকোলসের (৬২) ওপেনি জুটিতে ১১৭ রানও উঠেছিল। তারপর হর্ষিত রানাকে (৬৫/২) আক্রমণে এনে কিউয়িদের চাপের সাগরে ভাসিয়ে দিলেন রোকো জুটিই। নিট ফল, দারুণ শুরুর পরও মাঝের ওভারে রানে গতি কমিয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৩০০/৮ স্কোরে থমকে যায় নিউজিল্যান্ড। ড্যারিল মিচেল ৭১ বলে ৮৪ রানের ইনিংসটা না খেললে ৩০০ হত না কিউয়িদের। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে প্রথমে রোহিত, পরে কোহলি দেখালেন ব্যাটিং কত সহজ। তখন আর কে জানত, পিচচার অভি বাকি হ্যায়। নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করে বিরাট ফিরতেই চাপের সাগরে টিম ইন্ডিয়া। চোট সারিয়ে ফিরে শ্রেয়স আইয়ার (৪৯) শুরুটা ভালো করলেও জয় আনতে পারেননি। ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পাওয়া ওয়াশিংটন সুন্দর (৭ বলে অপরাজিত ৭) শেষ পর্যন্ত লোকেশ রাহুলের (২১ বলে অপরাজিত ২৯) সঙ্গে ধৈর্য ধরে, স্নায়ুর চাপ সামলে ৪ উইকেটে জয় আনলেন। রাহুলের ছক্কাটা গ্যালারিতে পৌঁছাতেই ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ভারতের। রুদ্ধশ্বাস জয়ে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল টিম ইন্ডিয়া।

দিন কয়েক আগে মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা হিটম্যানকে 'ভারত অধিনায়ক' বলে সম্বোধন করেছিলেন। তিনি দলের বর্তমান অধিনায়কের নাম ভুলে গিয়েছিলেন, এমন নয়। কিন্তু বাস্তবটা আচমকা বলে ফেলেছিলেন। খেলার শুরু থেকে রোহিত প্রমাণ করে গেলেন, আইসিসি প্রধানের সম্বোধনে কোনও ভুল ছিল না। খাতায়-কলমে অধিনায়ক শুভমানই। কিন্তু বোলার বদল থেকে শুরু করে ফিল্ডিং সাজানো, সবেতেই তো হিটম্যান। কখনও কোহলিও। শুধু মাঠে কেন, চাপের মুখে সাজঘর সামলানোর কাজটাও দারুণভাবে করলেন রোকো।

লাল বল থেকে সাদা বল, পরিবর্তনের জন্য সময় চাই। গতকালই সাংবাদিক সম্মেলনে শুভমান এমন মন্তব্য করেছিলেন। হয়তো নিজে ছন্দে নেই বলেই এমন কথা বলেছিলেন তিনি। আজ হিটম্যানের সঙ্গে ইনিংস ওপেন করতে নেমে শুভমান আবিষ্কার করলেন, চ্যাম্পিয়নদের জন্য এমন পরিবর্তন, ক্যালেন্ডারের সাল-তারিখ, প্রতিপক্ষ দল—কোনও কিছুই বাধা হতে পারে না। লেগ সাইডে সরে বড় শট খেলতে গিয়ে হিটম্যান ফেরার পর কোহলি প্রমাণ করলেন, কেন তাঁকে চেজমাস্টার বলা হয়। ওডিআই ক্রিকেটে বেশি ম্যাচ খেলার নজিরে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে টপকে গেলেন আজ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৮ হাজার রান ক্লাবের নয়া সদস্য হলেন। কাইল জেমিসনদের (৪১/৪) বিরুদ্ধে বিসিএ স্টেডিয়ামে যেমন খুশি শট খেললেন। দলের জয়ের ভিত গড়ার পথে অধিনায়ক শুভমানকে যেমন ভরসা দিলেন। তেমনই প্রায় সাড়ে তিন মাস পর চোট সারিয়ে ফেরা শ্রেয়স বড় দাদার মতো আগলে রাখলেন কোহলি।

গতকালের অনুশীলনে কোমরে চোট পেয়ে ঋষভ পন্থ চলতি সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর বদলে ধ্রুব জুরেল ঢুকেছেন স্কোয়াডে। আজ অবশ্য তাঁর দরকার হয়নি। বাকি সিরিজেও জুরেলের দরকার পড়বে বলে মনে হয় না। বরং টসের পর অর্শদীপ সিংকে প্রথম একাদশে না দেখা খেলার শুরুতে বিতর্ক ও বিস্ময় তৈরি হয়েছিল। রোকো রেশনাইয়ের মায়ায় সব ভেসে গিয়েছে সময়ের সঙ্গে। এমনকি ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের ম্যাচে টিভি আম্পায়ার বাংলাদেশের, তা নিয়েও সারাদিনে কম বিতর্ক হয়নি। যদিও ধারাবাহিকভাবে বিরাট শো দেখার সুযোগ পেলে কে আর এই সব ঘটনা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়। জেমিসন আগেও ভারতকে ভুগিয়েছেন। আজও সমস্যায় ফেলেছিলেন। কিন্তু রোকো দলের সঙ্গে থাকলে কঠিন পরিস্থিতিও যে সহজ হয়ে যায়।

বিরাট নজির

৬২৪ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৮ হাজার রানের মাইলস্টোনে পৌঁছে গেলেন বিরাট কোহলি। নিলেন ৬২৪ ইনিংস। শচীন তেন্ডুলকারকে (৬৪৪ ইনিংস) টপকে তিনি দ্রুততম হিসেবে এই নজির গড়লেন।

৩০৯ বিরাটের ওডিআই ম্যাচের সংখ্যা। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে (৩০৮ ম্যাচ) টপকে তিনি ভারতীয়দের মধ্যে সবাধিক একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলায় তিনি পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছেন।

আগেই টেস্ট থেকে অবসর

বিশ্বকাপে কোহলিকে দেখছেন ডোনাল্ড

রবিবার দুই ইনিংসের মাঝে বরোদা ক্রিকেট সংস্থার সংবর্ধনা রোকোকে।

জোহানেসবার্গ, ১১ জানুয়ারি : তিনি রান মেশিন। তাঁর মতো ক্রিকেটীয় খিদে তিনি আর কারও মধ্যে দেখেননি।

কিন্তু তারপরও বিরাট কোহলি টেস্ট ক্রিকেট থেকে আগেই অবসর নিয়ে নিল। হয়তো আরও কিছুদিন খেলতে পারত বিরাট। আশা করব, ২০২৭ সালে একদিনের বিশ্বকাপের আসরে কোহলিকে দেখতে পাব আমরা। বক্তার নাম অ্যালান ডোনাল্ড। আইপিএলের সুবাদে ডোনাল্ড-কোহলির বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার কথা সবারই জানা। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে দুইজনে একসঙ্গে খেলেছেনও। এহেন কোহলিকে নিয়ে আজ তাঁর ভাবনার কথা শুনিয়েছেন ডোনাল্ড।

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে সেদেশের টি২০ ক্রিকেট লিগ চলছে। চলতি প্রতিযোগিতার মাঝে ডোনাল্ড আজ এক অনুষ্ঠানে কোহলির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা শুনিয়েছেন। বলেছেন, 'বিরাটের মতো ক্রিকেটকে সম্মান করার পাশে ক্রিকেটীয় খিদে আমি কারও মধ্যে দেখিনি। বিরাটকে বরাবরই শ্রদ্ধা করি আমি। একসঙ্গে ড্রেসিংরুমে অনেকটা সময় কাটিয়েছি আমরা। খুব কাছ থেকে দেখেছি ওকে। কথা বলে বুঝতে পেরেছি, ক্রিকেট কীভাবে ওর মনের মধ্যে ঢুকে রয়েছে।'

এহেন বিরাট ২০২৪ সালে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর কুড়ির ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। ২০২৫ সালে ভারতের ইংল্যান্ড সফরের আগে টেস্ট ক্রিকেটকেও বিদায় জানান তিনি। ডোনাল্ডের মনে হচ্ছে, অনেক আগেই টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন কোহলি। ডোনাল্ডের কথায়, 'বিরাট রান মেশিন। টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনায় আমি, আমরা সবাই ওকে মিস করব। আমি বিশ্বাস করি, আগেই টেস্ট থেকে অবসর নিয়ে নিল কোহলি।' বিরাট টেস্ট থেকে সময়ের আগেই অবসর নিলেও একদিনের ক্রিকেট চালিয়ে যাচ্ছেন। ডোনাল্ড নিশ্চিত, ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপের আসরে কোহলিকে দেখা যাবে। তাঁর কথায়, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, বিরাটের মধ্যে এখনও ক্রিকেট বাকি রয়েছে। সেই ধারণা থেকেই বলছি, আমার মনে হয় ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপে খেলবে ও।'

নজিরের কথা ভেবে খেলেন না বিরাট

ভদোদরা, ১১ জানুয়ারি : রুদ্ধশ্বাস। রোমহর্ষক। রোমান্টিকও।

ক্রিকেট বরাবরই মহান অনিশ্চয়তার খেলা। ভদোদরা ক্রিকেট মাঠে আজ ফের ক্রিকেটীয় আপ্তবাক্যের প্রমাণ মিলল। টিম ইন্ডিয়ার রান তাড়ার সময় বিরাট কোহলির ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছিল, ভারতের জয় সময়ের অপেক্ষা। কোহলি ফিরতেই ছবিটা বদলে যায়। হর্ষিত রানা, লোকেশ রাহুল, ওয়াশিংটন সুন্দররা রুদ্ধশ্বাস জয় আনেন।

একদিনের ক্রিকেটে ৪৫ বার ম্যাচের সেরা হলেন কোহলি। সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৮ হাজার রান ক্লাবের সদস্যও। আর ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে বিরাট জানিয়ে দিলেন, তিনি নজিরের কথা ভেবে ক্রিকেট খেলেন না। যখনই কোনও পুরস্কার পান, সেটা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। কোহলির কথায়, 'আমি পুরস্কার পেলেই সেটা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিই। মা গর্ব অনুভব করে। নজিরের কথা ভেবে কখনোই খেলিনি। ক্রিকেটটা উপভোগ করি। তাই দলের কথা ভেবে সেরাটা দিয়ে সফল হতে চাই।'

নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করেছেন আজ বিরাট। কিন্তু তার জন্য খারাপ লাগা নেই তাঁর। শেষ পর্যন্ত দল জিতেছে, এটাই তাঁর কাছে বিশাল প্রাপ্তি। কোহলির কথায়, 'আমার ক্রিকেটীয় যাত্রাপথ অনেকটা স্বপ্নপূরণের মতোই। নিজের ক্রিকেটীয় স্কিল, দক্ষতা সম্পর্কে সচেতন আমি। ঈশ্বর আমায় অনেক দিয়েছেন। আপাতত শুধু ক্রিকেট উপভোগ করে যেতে চাই আমি।' কোহলি এখন যখন যেখানে যাচ্ছেন, তাঁর পিছনে পাগলের মতো ছুটছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। মাঠে বিরাটের নামে জয়ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। সব দেখে মহেন্দ্র সিং ধোনির কথা মনে হচ্ছে বিরাটের। বলছেন, 'এমএসের সঙ্গেও এমনটা হতে দেখেছি আমি। ক্রিকেটপ্রেমীরা খেলা দেখে উত্তেজিত হবেন, সেটাই স্বাভাবিক। এসবের মধ্যে আমাদের ফোকাস ক্রিকেটের দিকে ধরে রাখতে হয়।'

হর্ষিত চাপ কমিয়েছিল : রাহুল

জয়ের ভিত গড়েছিলেন বিরাটই। সেই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে রাহুলের ব্যাটে এসেছে জয়। খেলার শেষে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে রাহুল প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন হর্ষিতকে। বলেছেন, 'বিরাট আউট হওয়ার পর চাপ তৈরি হয়েছিল। সেই চাপ কাটিয়েছে হর্ষিত। পরে ওয়াশিংটনও দারুণভাবে সাহায্য করল দলকে।'

হাইস্কোরিং থ্রিলারে জয় গুজরাটের

নভি মুম্বই, ১১ জানুয়ারি : সোফি ডিভাইনের (৪২ বলে ৯৫) পালটা জবাব লিজেল লি (৫৪ বলে ৮৬) ও লরা উলভার্ডটের (৩৮ বলে ৭৭) ব্যাটে। নিটফল, চার-ছক্কার ফুলঝুরিতে হাইস্কোরিং ম্যাচ। গুজরাট জায়েন্টসের দেওয়া পাহাড় সমান ২১০ রানের টার্গেটের সামনে শেষ ওভারের হারাকিরিতে দিল্লি ক্যাপিটালস ২০৫/৫ স্কোরে থেমে গেল। আর উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের শুরুতেই জোড়া হারে চাপে পড়ে গেল তিনবারের রানার্স দিল্লি।

সোফির গড়ে দেওয়া মঞ্চে দিল্লি ২০৯ রানে থামে। দলের দুই ওপেনার ডিভাইন ও বেথ মুনির আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান। বেথ আউট হন ১৯ রানে। দলের রান তখন ৯৪। ডিভাইন আউট হওয়ার পর ইনিংসের হাল ধরেন অধিনায়ক অ্যাশলে গার্ডনার (২৬ বলে ৪৯)। কিন্তু গার্ডনার ফিরতেই থমকে যায় রানের গতি। শেষ ২ ওভারে পরপর উইকেট হারানোয় ২০৯ রানেই শেষ হয় গুজরাট জায়েন্টসের ইনিংস। ৩৩ রানে নন্দনী শর্মার ৫ শিকার দিল্লিকে যে আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল সেটাই দেখা যাচ্ছিল লিজেল ও উলভার্ডটের ব্যাটিংয়ে। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁদের ৯০ রানের পার্টনারশিপ চাপে ফেলে দিয়েছিল গুজরাটকেও। কিন্তু লিজেল ফিরে যাওয়ার পর দিল্লির অধিনায়ক জেমিমা রডরিগজ (৯ বলে ১৫) ছাড়া আর কেউ উলভার্ডটকে সহযোগিতা করতে পারেননি। এরপর গুজরাটের হয়ে শেষ ওভার করতে এসে ডিভাইন (২১/২) উত্তেজক জয় এনে দেন দলকে। গুজরাট প্রথম দুই ম্যাচেই জয় পেল।

ডব্লিউপিএলে আজ

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম ইউপি ওয়ারিয়র্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নভি মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার

৪ গোল ব্যারেটোর দলের

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগে নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখেছে হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটোর প্রশিক্ষণাধীন হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স। রবিবার তারা ৪-০ গোলে হারিয়েছে কোপা টাইগার্স বীরভূমকে। হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের হয়ে গোল করেন তোরে, রাহুল পাসোয়ান, ডেভিড ও আমন।

দিনের অন্য ম্যাচে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধি জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি গোলশূন্য ড্র করেছে সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-র বিরুদ্ধে। আপাতত ১০ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে রয়েছে হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স। সমসংখ্যক ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি।

কোয়ার্টারে রাজা একাদশ

বারবিশা, ১১ জানুয়ারি : জোড়াই একাদশের জোড়াই প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল তুফানগঞ্জের রাজা একাদশ। রবিবার ষষ্ঠ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৮ উইকেটে হারিয়েছে অসমের কোকরাঝাড় একাদশকে। টসে হেরে কোকরাঝাড় ১৯.৩ ওভারে ১৫৬ রানে অল আউট হয়। ওমপ্রকাশের অবদান ২৮ রান। মানিক দাস ১৬ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে রাজা একাদশ ১৩.৩ ওভারে ২ উইকেটে ১৫৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সুকুমার ৮৪ রান রেখে এসেছেন। অতনু পণ্ডিত ৩১ রানে নেন ২ উইকেট। মঙ্গলবার সপ্তম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে নামবে খড়িবাড়ি শিলিগুড়ি এবং খোয়ারডাঙ্গা একাদশ।

ম্যাচের সেরা সুকুমার। ছবি : নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

সেমিতে প্লেয়ার্স ইলেভেন

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সেমিফাইনালে উঠল প্লেয়ার্স ইলেভেন ওআইসিসিসি। রবিবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে প্লেয়ার্স ৬৯ রানে হারিয়েছে ফ্রেন্ডস ইউনাইটেডকে। টাউন ক্লাব মাঠে প্লেয়ার্স টসে জিতে ৩৪.৫ ওভারে ১৭৪ রানে অল আউট হয়। দেবস্তম দাস ৫২ ও পবন ব্রাহ্মণ ৩২ রান করেন। দেবার্পণ বণিক ২৮ রানে নেন ৪ উইকেট। জবাবে ফ্রেন্ডস ২৬.১ ওভারে ১০৫ রানে অল আউট হয়। জুয়েল সাহার অবদান ২৫ রান। ম্যাচের সেরা নিবিড় রায় ১৮ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন।

অন্যদিকে, কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল যুব শক্তি। অরবিন্দনগর মাঠে তারা ৫৮ রানে জিতেছে বিজয় স্পোর্টস ক্লাবের বিরুদ্ধে। যুব টসে জিতে ৩২.৩ ওভারে ১৪৬ রানে অল আউট হয়। কবীর চট্টোপাধ্যায় ৪৬ রান করেন। কবীর হোসেনের শিকার ৮ রানে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন ম্যাচের সেরা এমডি রিজওয়ান শেখও (২১/৩)। জবাবে বিজয় ১৬ ওভারে ৮৮ রানে গুটিয়ে যায়। সুমন সাহার অবদান ১৬ রান। কিংশুক বর্মন ১৬ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট।

ম্যাচের সেরা রিজওয়ান শেখ (উপরে) ও নিবিড় রায়।

ট্রফি নিয়ে ভিএনসিফিএ। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

চ্যাম্পিয়ন ভিএনসিএফএ

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ভিএনসিএফএ। রবিবার ফাইনালে তারা ৬-১ গোলে চূর্ণ করে কোচবিহারের এসএসএসি-কে। জংশনের বিবেকানন্দ খেলার মাঠে ভিএনসিএফএ-র আকাশ দাস হ্যাটট্রিক করেন। তাদের বাকি গোলস্কোরার সুমিত লামা, রাহুল অসুর ও সায়ন দে। এসএসএসি-র একমাত্র গোল রোহিত হোসেনের।

মণিপুর রওনার আগে আলিপুরদুয়ারের ৫ প্রতিযোগী। আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় উশুতে আলিপুরদুয়ারের পাঁচজন

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় উশু প্রতিযোগিতা মণিপুরে শুরু হতে চলেছে ১৪ জানুয়ারি থেকে। সেখানে নামবে আলিপুরদুয়ার জেলার ৫ খেলোয়াড়। ছেলেদের ৪৮ কেজি বিভাগে নামবে ড্যানিয়ান লুণ্ডন। ডিপেশ হেঞ্জেন ৫২ কেজি, রোহিত সরকার ৮০ কেজি বিভাগে অংশ নেবে। পূজা টোপ্পো মেয়েদের ৫৬ কেজি এবং এষা কার্জি ৬০ কেজি বিভাগে নামবে।

Tender Notice

Tender are invited by the undersigned for e-NIT No. 07/JAT II/2025-26 Dated 07/01/2026 Fund : 15th FC (Tied) Last date of dropping 24.01.2026 (upto 18:00) The details can be seen from the website i.e. **www.wbtenders.gov.in** and Office Notice Board.
Pradhan
Jateswar-II G.P

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

বাসিন্দা উজ্জল বিরবনশি - কে **09.10.2025** তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির **66J 30690** নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি আমার জীবনে অনেক চড়াই উৎরাই দেখেছি, এবং এই মুহূর্ত আমাকে এক অমূল্য উপহার দিয়েছে। এটি আমাকে স্বান্তনা, আত্মবিশ্বাস ও নতুন বিশ্বাস দিয়েছে আমার চলার পথে। এই পরিবর্তনের জন্য আমি ডিয়ার লটারির প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন

* বিজ্ঞাপীত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।